৪৫ তম সংখ্যা

তাওহীদের ডাক

মার্চ-এপ্রিল ২০২০

- আক্বীদার মানদণ্ডে বিচার দিবস
- ইত্তেবায়ে সুন্নাত ও তাক্বলীদ
- ছূফীদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস
- সাক্ষাৎকার : হাফেয লূৎফর রহমান
- আবার ইসলামাবাদে
- ড. আব্দুর রহমান আস-সুদাইস

৩০তম বার্ষিক
তাবলীগী ইজতেমা ২০২০
২৭ ও ২৮ শে ফেব্রুয়ারী
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৪৫ তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল ২০২০

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম

সম্পাদক
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়**
  যেতে হবে বহুদূর! ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা**
  চারিত্রিক পবিত্রতা ৩
- **আক্বীদা**
  আক্বীদার মানদণ্ডে বিচার দিবস ৫
  আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **তাবলীগ**
  ইত্তেবায়ে সুন্নাত ও তাক্বলীদ ১১
  আবুল কালাম
- **তানযীম**
  জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের সুফল (৩য় কিস্তি) ১৪
  লিলবর আল-বারাদী
- **তারবিয়াত**
  মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা (৭ম কিস্তি) ১৮
  আব্দুর রহীম
- **সাক্ষাৎকার** ২৪
  হাফেয লুৎফর রহমান

সাময়িক প্রসঙ্গ

- **বাস্তবতা ও ন্যায্যতার আলোকে বাবরী মসজিদের রায়!** ২৯
  মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম

ধর্ম ও সমাজ ৩৬

- **ছূফীদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস**
  মুখতারুল ইসলাম
- **ভ্রমণস্মৃতি** ৪১
- **আবার ইসলামাবাদে**
  ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সমকালীন মনীষী ৪৬

- **ড. আব্দুর রহমান আস-সুদাইস**
  তাওহীদের ডাক ডেস্ক
- **পরশ পাথর** ৪৮
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৪৯
- **সংগঠন সংবাদ** ৫২
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৫
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৬

সম্পাদকীয়

যেতে হবে বহুদূর!

বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের ইসলামী ঘরানায় একধরণের ইতিবাচক পরিবর্তনের জোয়ার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দীর্ঘকাল সামাজিক পরিমণ্ডলে আপাত পিছিয়ে পড়ে থাকা ধর্মীয় অঙ্গনের মানুষগুলো নতুন করে যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। সমাজ থেকে সযত্নে গাঁ বাঁচিয়ে চলাকে যে সকল ওলামায়ে কেরাম একসময় মুক্তির পথ মনে করতেন, তারা এখন দেদার সমাজ সম্পৃক্ত কাজে যুক্ত হচ্ছেন। মিডিয়ায়, বইমেলায় কিংবা সামাজিক ও দাতব্য কর্মকাণ্ডে তাদের সরব উপস্থিতি এক নতুন জাগরণের আভাস দিচ্ছে। ফলে যারা একসময় ধর্মচর্চায় যুক্ত মানুষগুলোর প্রতি নাক সিটকানোর ভাব দেখাতেন, কুপমণ্ডুকতার দায়ে তাদেরকে কথায় কথায় হেয় করতে চাইতেন, তাদের মাঝে হঠাৎ ধর্মীয় ঘরানার প্রতি কিছুটা হ'লেও সুনজর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই জাগরণের ভবিষ্যৎ এখনই অনুমান করা কঠিন, তবে নিঃসন্দেহে তা আশাব্যঞ্জকই বলতে হবে। আর তা এই কারণে যে, এই ধর্মীয় গণজাগরণে যে জিনিসটি ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে, তা হ'ল সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হওয়া। তাদের মধ্যে সত্য জানার আগ্রহটা আগের তুলনায় এখন অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এদেশে ধর্মের নামে হাযারো কুসংস্কার যে শত শত বছর ধরে চেপে বসে আছে এবং কুরআন-হাদীছের ইসলাম আর প্রচলিত রেওয়াজী ইসলাম যে এক নয়, তা বহু মানুষের উপলব্ধিতে আসতে শুরু করেছে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, বরং বিগত মাসগুলোতে পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া সফরেও প্রায় একই দৃশ্য দেখেছি। মানুষ এখন উন্মুখ হয়ে আছে সত্যিকার ইসলামের পতাকাবাহকদের জন্য। এক মরুভূমিসম তৃষ্ণা নিয়ে তাদের হৃদয় অপেক্ষা করছে নতুন দিনের অশ্বারোহীদের জন্য, যারা মানুষকে ইসলামের সরল ও সঠিক পথের দিকে ডাকবে, জাহেলিয়াতের যুলুমাতকে ছিন্ন করে হক্বের প্রদীপ জ্বালাবে।

এই প্রেক্ষাপটে ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার কাজে যারা সম্পৃক্ত রয়েছেন, তাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল, এই জাগরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং এদেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় অঙ্গন, সমাজ ও রাজনীতিতে অর্থবহ পরিবর্তনের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসা। আর এজন্য প্রয়োজন ময়দানে একদল সত্যসেবী মানুষের সক্রিয় পদচারণা এবং ধৈর্য, বিচক্ষণতা ও অবিচলতার সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করা। তাদের দায়িত্বশীলতা এবং দৃঢ়পদ ভূমিকার উপরই নির্ভর করছে এই জাগরণের ভবিষ্যৎ। লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল, এই জাগরণে সবচেয়ে বড় নিয়ামক শক্তি যেমন আলেম সমাজ, তেমনি সবচেয়ে বড় বাধাও হ'ল আলেম সমাজ। তাদের সঠিক ভূমিকার কারণে সমাজ যেমন ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারে, তেমনি তাদের অনৈতিক ভূমিকার কারণে এই জাগরণ আবার অচিরেই বিপর্যস্তভাবে নিভে যেতে পারে। এজন্য একদিকে আলেম সমাজকে যেমন অত্যন্ত দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে, তেমনি সাধারণ জনগণকেও বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে, যেন কিছু আলেমের পদস্খলনের কারণে সমগ্র সমাজ পদস্খলিত না হয়। ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, দ্বীন ইসলামকে ধ্বংস করে তিনটি জিনিস : (১) আলেমদের পদস্খলন, (২) কুরআন নিয়ে মুনাফিকদের বিতর্ক, (৩) নেতাদের পথভ্রষ্ট হওয়া *(জামে'উ বায়ানিল ইলম হা/১৮৬৭)*। এর ব্যাখ্যায় সাধারণ মানুষের করণীয় সম্পর্কে মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, আলেমদের ব্যাপারে দু'টি পন্থা অবলম্বন করবে। যদি তারা সঠিক পথে থাকেন, তবে তাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করবে না। আর যদি তারা ফিৎনায় নিপতিত হন, তবে তাদের থেকে ধৈর্যহারা হয়ে ছিটকে যাবে না। কেননা মুমিন ফিৎনায় পতিত হলে তওবা করে (অর্থাৎ তাদের প্রতি সুধারণা রেখে তাদের তওবার অপেক্ষায় থাকবে) *(জামে'উ বায়ানিল ইলম হা/১৮৭২)*। এভাবে পারস্পরিক দায়িত্বশীল ও সহমর্মী ভূমিকার মাধ্যমেই দ্বীনের এই পবিত্র জাগরণ সঠিক গন্তব্যপানে এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এই নেক আশাবাদ আমরা আন্তরিকভাবে পোষণ করি।

আলহামদুলিল্লাহ এই দ্বীনী গণজাগরণেরই প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহর অশেষ রহমতে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ আয়োজিত ৩০তম বার্ষিকী তাবলীগী ইজতেমা ২০২০ অনুষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে। এই ইজতেমা এদেশের বুকে হকের আওয়াজ বুলন্দ করার জন্য সর্ববৃহৎ প্লাটফর্ম, যার মাধ্যমে এদেশের গণমানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও আমলের বার্তা, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তনের বার্তা, ন্যায় ও ইনছাফের বার্তা, সর্বোপরি ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত জীবনের সবগুলো ক্ষেত্রকে অহীর আলোয় ঢেলে সাজানোর বার্তা। এদেশের ধর্মীয় অঙ্গন থেকে শিরক-বিদ'আতকে উৎখাত করে তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর কার্যকর চাষাবাদ এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গন থেকে সকল প্রকার বিজাতীয় মতবাদকে উৎখাত করে ইসলামের সাম্য ও ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্ঠাদানের সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে দেশব্যাপী। সুতরাং যুবসমাজের প্রতি আমাদের আহ্বান- আসুন! আমরা সম্মিলিতভাবে এই আন্দোলনের বার্তাকে দেশের প্রতিটি কোনায় কোনায় পৌঁছে দেয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করি এবং সেই সাথে ধৈর্য, সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সাথে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হই। আমাদের মধ্যে হাযারো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে, মতভেদ থাকবে, চলার পথে থাকবে অসংখ্য বাধা ও বিপদ। কিন্তু তাই বলে যে ঈমান, যে আক্বীদা, যে রাসূলের আনুগত্য আমাদেরকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি দেখিয়েছে, তা আমরা কখনও হাতছাড়া করতে পারি না। ঐ শোন আল্লাহ্‌র বাণী- 'তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না, তোমরাই তো বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও' *(আলে ইমরান ১৩৯)*। যত বাধাই আসুক, সকল বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে সত্য সূর্যের আলো আমরা সর্বত্র ছড়িয়ে দেবই। জান্নাতের পথে ছুটে চলার এই মিছিলকে আমরা বেগবান করবই। জাহেলিয়াতের তিমিরে ডুবে থাকা মানুষকে আলোর পথ দেখাবই। উদয়ের পথে শুনি কার বাণী/ ভয় নাই ওরে ভয় নাই/নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান/ক্ষয় না তার ক্ষয় নাই। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

চারিত্রিক পবিত্রতা

আল-কুরআনুল কারীম :

১. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ- وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

(১) ‘তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যেটুকু স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের মাথার কাপড় বক্ষদেশের উপর রাখে (অর্থাৎ দু’টিই ঢেকে রাখে)। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজ পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, নিজেদের বিশ্বস্ত নারী, অধিকারভুক্ত দাসী, কামনামুক্ত পুরুষ এবং শিশু যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অবহিত নয়, তারা ব্যতীত। আর তারা যেন এমন ভাবে চলাফেরা না করে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও যাতে তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ *(নূর ২৪/৩০-৩১)*।

৩. وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا - اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا - مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا-

(৩) ‘প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে আমরা তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে বের করে দেখাব একটি আমলনামা, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (সেদিন আমরা বলব) তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট। যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে, সে তার নিজের মঙ্গলের জন্যেই সেটা করে। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, সে তার নিজের ধ্বংসের জন্যেই সেটা হয়। বস্তুতঃ একের বোঝা অন্যে বহন করে না। আর আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৩-১৫)*।

৫. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ- وَاسْتَبَقَا الْبابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ-

(৫) ‘উক্ত মহিলা তার বিষয়ে কুচিন্তা করেছিল এবং সেও তার প্রতি কল্পনা করত যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করত। এভাবেই এটা একারণে যাতে আমরা তার থেকে যাবতীয় মন্দ ও অশ্লীল বিষয় সমূহ সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে ছিল আমাদের মনোনীত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত। তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলাটি ইউসুফের জামা পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার মুখে পেল। তখন মহিলাটি তাকে বলল, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অন্যায় বাসনা করে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা অথবা (অন্য কোন) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া ব্যতীত আর কি সাজা হ’তে পারে? *(ইউসুফ ১২/২৪-২৫)*।

হাদীছে নববী :

٦. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصَدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِى طُعْمَةٍ-

(৬) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন তোমার মাঝে চারটি জিনিস থাকবে, তখন দুনিয়ার সবকিছু হারিয়ে গেলেও তোমার কোন সমস্যা নেই। ১. আমানত রক্ষা করা, ২. সত্য কথা বলা, ৩. সুন্দর চরিত্র, ৪. বৈধ রুযী।[১]

১. *আহমাদ, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪১৮১।*

٧. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِى يُرِيدُ الأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِى يُرِيدُ الْعَفَافَ-

(৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকার মানুষকে সাহায্য করা নিজের কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদকারী, মুকাতাব গোলাম অর্থাৎ যে চুক্তির অর্থ পরিশোধের ইচ্ছা করে এবং বিবাহে আগ্রহী লোক যে বিয়ের মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপন করতে চায়'।[২]

٨. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اضْمَنُوا لِى سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ-

(৮) উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা নিজেদের পক্ষ হতে আমাকে ছয়টি বিষয়ের যামানত দাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যামিন হব। ১. তোমরা যখন কথাবার্তা বল, তখন সত্য বল, ২. যখন ওয়াদা কর, তা পূর্ণ কর, ৩. যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হয়, তা আদায় কর, ৪. নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত কর, ৫. স্বীয় দৃষ্টিকে অবনমিত রাখ এবং ৬. স্বীয় হস্তকে (অন্যায় কাজ হতে) বিরত রাখ'।[৩]

٩. عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ . قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِىٍّ-

(৯) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু সুফিয়ান (রাঃ) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, হিরাক্লিয়াস তাকে বলেছিলেন, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, নবী করীম (ছাঃ) তোমাদের কি কি আদেশ করেন? তুমি বললে যে, তিনি তোমাদেরকে ছালাত, সত্যবাদিতা, চারিত্রিক পবিত্রতা, ওয়াদা পূরণ ও আমানত রক্ষার আদেশ দেন। হিরাক্লিয়াস বললেন, এটাই নবীগণের ছিফাত'।[৪]

١٠. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى-

(১০) আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই বলে দো'আ করতেন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত তুকা ওয়াল 'আফা-ফা ওয়াল গিনা' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পথনির্দেশ, আল্লাহভীতি, চারিত্রিক পবিত্রতা ও সচ্ছলতার জন্য দো'আ করছি'।[৫]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইবনু হাজার আসক্বলানী (রহঃ) বলেন, 'যে আলেম অনেক জ্ঞানী কিন্তু সচ্চরিত্রবান নয় তাহলে সে একজন জাহেলের চেয়েও বেশী বিপদজনক'।[৬]

২. ইবনু মুফলেহ (রহঃ) বলেন, দারিদ্রতা ও ধনে সর্বাস্থায় আল্লাহ্র হক রয়েছে। ধনে রয়েছে দয়া ও কৃতজ্ঞতা এবং দারিদ্রতায় রয়েছে সচ্চরিত্রতা ও ধৈর্য'।[৭]

৩. মাওয়ার্দী (রহঃ) বলেন, ব্যক্তির চারিত্রিক পবিত্রতা, কাজের গোপনীয়তা এবং অল্প তুষ্ট জীবনযাপন আসল দ্বীনদারীর পরিচায়ক'।[৮]

৪. মানছূর ফক্বীহ (রহঃ) বলেন, তাক্বওয়াশীল ব্যক্তির তাক্বওয়া অর্জিত হতে পারে না যতক্ষণ না তার কর্মে সচ্চরিত্রতা ও আদব ফুটে না উঠে'।[৯]

৫. আবু আমর ইবনুল আলা (রহঃ) বলেন, জাহেলী আরবরা অপূর্ণাঙ্গ ছয়টি কাজের মাধ্যমে আরব জাহানকে শাসন করত। ইসলাম সেটির পরিপূর্ণতা দান করেছে। আর সপ্তমটি হলো সচ্চরিত্রতা'।[১০]

৬. সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, ঈদের দিন বাইরে বেরিয়ে তার সাথীদের বলতেন, আজ আমরা আমাদের চোখের পবিত্রতা বা সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দিন শুরু করব'।[১১]

সারবস্তু :

১. চারিত্রিক পবিত্রতা হ'ল আল্লাহ্র হারামকৃত বিষয় থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাযত করা এবং এর যথাযথ হক আদায় করা।

২. লোভনীয় দুনিয়ার চাকচিক্যের মোহে না পড়া এবং আখেরাতের অফুরন্ত নে'মতরাজির স্বাদ আস্বাদন করাই সচ্চরিত্রতা।

৩. সচ্চরিত্রতা মহত্বের এমন এক নমুনাপত্র যা দ্বারা সম্মান ও মর্যাদা অর্জিত হয়।

৪. সচ্চরিত্রতা সমাজ জীবনের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্তির সোপান।

৫. সচ্চরিত্রতার প্রচার-প্রসার সুন্দর ও সুস্থ সমাজ বিনির্মানের অনুঘটক হিসাবে কাজ করে।

৬. পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ও পবিত্র হৃদয় সৃষ্টির কেন্দ্রস্থল হ'ল সচ্চরিত্রতা।

---

২. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩০৮৯।
৩. আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৮৭০ সনদ হাসান।
৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৯।
৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৬।
৬. ফাৎহুল বারী ১৩/১৪৯ পৃ.।
৭. আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ ২/৩১০ পৃ.।
৮. আদাবুদ দুনিয়া ওয়া দ্বীন ১৯৪ পৃ.।
৯. আল-আদাবুল শারঈয়্যাহ ২/২২১ পৃ.।
১০. আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ ২/২১৫ পৃ.।
১১. আর-ওর' লি আবিদ দুনিয়া ৬৩ পৃ.।

আক্বীদার মানদণ্ডে বিচার দিবস

- আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ইয়াউমুল হিসাব বা বিচার দিবস হলো বান্দার প্রাপ্তির জায়গা। ঐদিন সকলেই তার নিজ নিজ হিসাব বুঝে পাবে। কেউ যদি অণু পরিমাণ নেকী করে তবেও সেই পরিমাণ সে পাবে। আর মন্দ আমল করলেও সে তদরূপ বুঝে পাবে। অত্যাচারিতরাও পাবে তাদের ন্যায় বিচার। সেদিন পশুদেরও বিচার হবে যে পশুগুলো শক্তির বড়াইয়ে দুর্বল পশুদের উপর আঘাত করেছিল। সে সমস্ত দুর্বল পশুরাও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ন্যায় বিচার পাবে। নিম্নে বিচার দিবস সম্পর্কে কিছু আক্বীদাগত বিষয় আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

কুরআন থেকে দলীল :

বিচার দিবসে বান্দার হিসাব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ– ‘নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র। আর তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে, তা তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন কর, তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ তার হিসাব নিবেন’ *(বাক্বারাহ ২/২৮৪)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ‘অতঃপর আমাদের দায়িত্বে রয়েছে তাদের হিসাব গ্রহণ’ *(গাশিয়া ৮৮/২৬)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ– ‘আমরা তাদেরকে যে (শাস্তির) ওয়াদা করেছি, তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা (তার আগেই) যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই, সর্বাবস্থায় তোমার দায়িত্ব কেবল দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। আর আমাদের দায়িত্ব হিসাব নেওয়া’ *(রা‘দ ১৩/৪০)*।

হাদীছ থেকে দলীল :

এ বিষয়ে হাদীছে এসেছে,

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لاَ تَسْمَعُ شَيْئًا لاَ تَعْرِفُهُ إِلاَّ رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوَ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى (فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا) قَالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ–

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) কোন কথা শুনে বুঝতে না পারলে বার বার জিজ্ঞাসা করতেন। একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘(ক্বিয়ামতের দিন) যার হিসাব নেওয়া হবে, তাকে আযাব দেওয়া হবে’। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ তা‘আলা কি ইরশাদ করেননি, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ‘তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে’ *(ইনশিক্বাক্ব ৮৪/৮)*। তখন তিনি বললেন, তা কেবল হিসাব পেশ করা। কিন্তু যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নেওয়া হবে সে ধ্বংস হবে’।[১] এটি ক্বিয়ামতের মাঠে সংঘঠিত হবে।

বিচার দিবস সম্পর্কে সালাফদের অভিমত :

(১) ইবনু আবী জায়েদ আল-কিরওয়ানী বলেন, ‘এটা হ’ল সেই দিন যেদিন আমলের খাতা দেওয়া হবে। অতঃপর যাকে ডান হাতে আমল দেওয়া হবে তার হিসাব সহজ হবে এবং যার আমল বাম হাতে দেওয়া হবে সে জাহান্নামে যাবে’।[২]

(২) বারবাহারী বলেন, ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। সেদিন তারা আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখবে। আর আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা পর্দা ও দোভাষী ছাড়াই বিচার করবেন’।[৩]

(৩) আল-লালকাঈ বলেন, জান্নাত ও জাহান্নাম, মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান, মীযান, হিসাব ও ক্বিয়ামতের ফায়ছালার উপর ঈমান আনা ওয়াজিব’।[৪]

বিচার দিবস সংগঠিত হওয়ার সময় :

বিচার দিবস সংঘটিত হবে আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলার পুনর্সৃষ্টির মাধ্যমে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ‘যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। আল্লাহ তার কর্মের হিসাব রেখেছেন। আর তারা সেটি ভুলে গেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বস্তুর উপরে সাক্ষী’ *(মুজাদালাহ ৫৮/৬)*।

বিচার দিবসে আল্লাহ্র নূর বা জ্যোতি :

সেই দিনে আল্লাহ্র নূরের রশ্মিতে পৃথিবী আলোকিত হবে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্র বাণী - وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ– وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ

---

১. *বুখারী হা/১০৩।*
২. *মুকাদ্দামা ইবনু জায়েদ আর রিসালাহ পৃ.৫৯।*
৩. *শারহুস সুন্নাহ পৃ.৬৪।*
৪. *শারহু উসূলুস আক্বীদাহ আহলিস সুন্নাহ ৬/১২৩০।*

بِمَا يَفْعَلُونَ– ‘পৃথিবী তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে এবং (বান্দার) আমলনামা পেশ করা হবে। (প্রত্যেক উম্মতের) নবীদের ও সাক্ষ্যদাতাদের (ফেরেশতাদের) আনা হবে। অতঃপর তাদের মধ্যে সঠিক ফায়ছালা করা হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবেনা’। ‘প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের পূর্ণ ফলাফল পাবে। বস্তুতঃ তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত’ *(যুমার ৩৯/৬৯-৭০)*।

بِنُورِ رَبِّهَا ‘পৃথিবী তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে’ বাক্যের অর্থ বলা হয়েছে, أَضَاءَتْ بِعَدْلِ رَبِّهَا بِالْحَقِّ ‘তার প্রতিপালকের ন্যায়বিচারের জ্যোতিতে আলোকিত হবে’।[৫] আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘যুলুম ক্বিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকারে পরিণত হবে’।[৬] আর আল্লাহ্র নূর বা জ্যোতি সম্পর্কে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ– نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ– ‘আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির উপমা একটি তাক-এর ন্যায়। যাতে রয়েছে একটি প্রদীপ। যা রয়েছে একটি কাঁচ পাত্রের মধ্যে। পাত্রটি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। যা প্রজ্জ্বলিত করা হয় বরকতময় যয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা। যা পূর্বমুখীও নয় পশ্চিম মুখীও নয়। আগুন স্পর্শ না করলেও ঐ তৈল যেন স্বচ্ছ আলো। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় জ্যোতির দিকে পরিচালিত করেন। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে জ্ঞাত’ *(নূর ২৪/৩৫)*।

বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাঁর স্ব মহিমায় আসবেন। যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ‘তারা কি কেবল এ অপেক্ষাই করছে যে, আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ সাদা মেঘমালার ছায়াতলে তাদের নিকট সমাগত হবেন এবং তাদের সমস্ত বিষয় নিষ্পত্তি করা হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্র নিকটেই সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে’ *(বাক্বারাহ ২/২১০)*।

সেই দিন মানুষ তার প্রভুর সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا– ‘আর তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের সম্মুখে হাযির করা হবে সারিবদ্ধভাবে (এবং অবিশ্বাসীদের ধিক্কার দিয়ে বলা হবে) তোমরা আমাদের কাছে এসে গেছ সেভাবে, যেভাবে আমরা তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, আমরা তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত (পুনরুত্থানের) দিন নির্ধারণ করব না’ *(কাহাফ ১৮/৪৮)*।

আর সেই দিন প্রত্যেক উম্মতই ভীতবিহ্বল হয়ে একত্রিত হবে। মহান আল্লাহ্র বাণী وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ– ‘যেদিন তুমি প্রত্যেক দলকে দেখবে নতজানু অবস্থায়। আর প্রত্যেক দলকে স্ব স্ব আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে (এবং বলা হবে) আজ তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফলাফল পাবে’ *(জাসিয়া ৪৫/২৮)*। আর সেই দিন কাফেরদেরকে মুমিনদের থেকে আলাদা করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ‘আর হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও’ *(ইয়াছীন ৩৬/৫৯)*।

জীব-জন্তুর বিচার :

বিচার দিবসে সকলেরই বিচার করা হবে। এমনকি জীব-জন্তুরও বিচার করা হবে। এ বিষয়ে হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ– ‘আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা চুকিয়ে দিতে হবে। এমনকি শিং বিশিষ্ট বকরী থেকে শিং বিহীন বকরীর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।[৭] অতঃপর বিচার শেষে তারা মাটিতে পরিণত হবে মহান আল্লাহ্র নির্দেশে। এ বিষয়ে রাসূলের হাদীছ, عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يَقْضِي اللهُ بَينَ خَلْقِهِ الجِنِّ والإِنْسِ والبَهائم، وإِنَّه لَيَقِيدُ يَوْمَئِذٍ الجَمَّاءَ مِنَ القَرْناء، حتى إِذَا لَمْ يَبْقَ تَبِعَةٌ عِنْدَ وَاحِدَةٍلأخْرَى، قالَ اللهُ: كُونُوا تُرَابًا، فَعِنْدَ ذلكَ يَقُولُ الكافِرُ: يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا" . আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা তার সৃষ্টি জীন, মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে ফায়ছালা করবেন। এমনকি শিংবিহীন ছাগীকেও শিংওয়ালা ছাগীর নিকট থেকে প্রতিশোধ আদায় করিয়ে দিবেন। অতঃপর যখন একে অপরের থেকে প্রতিশোধ নেয়া হয়ে যাবে তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা মাটি হয়ে যাও। তখনই

৫. বাহরুল উলুম ৩য় খণ্ড ১৮৬ পৃ.।
৬. বুখারী হা/২৪৪৭; মুসলিম হা/২৫৭৯; মিশকাত হা/৫১২৩।
৭. মুসলিম হা/২৫৮২; মিশকাত হা/৫১২৮।

কাফেররা বলবে, হায় আফসোস! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম’।[৮]

বিচারের প্রকারভেদ :

ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলার বিচার হবে দু’ধরনের।

(১) সহজ বিচার : মুমিনের আমল আল্লাহ প্রকাশ করবেন যা আল্লাহ দুনিয়াতে গোপন করেছিলেন। তারই অনুগ্রহে আখিরাতে তাকে ক্ষমা করবেন। এ বিষয়ে আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ، قَالَ : يَنْظُرُ فِي كِتَابِهِ وَيَتَجَاوَزُ لَهُ عَنْهُ، إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ، يَا عَائِشَةُ، هَلَكَ، وَكُلُّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةُ ‘আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম কোন হিসাবটি সহজ হবে। তিনি বললেন, যার আমলনামা দেখে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা হবে হে আয়েশা! সেদিন সে ধ্বংস হয়ে যাবে। মুমিনের নিকট যে সকল বিপদ-আপদ আসে এর দ্বারা আল্লাহ তার পাপ ক্ষমা করেন। এমনকি যে কাঁটা তার শরীরে ফুটে এর দ্বারাও’।[৯]

অপর এক হাদীছে এসেছে, إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَىْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِى نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ– আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা‘আলা মুমিন ব্যক্তিকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন এবং তার উপর স্বীয় আবরণ দ্বারা তাকে ঢেকে নিবেন। তারপর বলবেন, অমুক পাপের কথা কি তুমি জান? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! এভাবে তিনি তার কাছ থেকে তার পাপগুলো স্বীকার করিয়ে নিবেন। আর সে মনে করবে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার পাপ গোপন করে রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা মাফ করে দিব। তারপর তার নেক আমলনামা তাকে দেওয়া হবে। কিন্তু কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে স্বাক্ষীরা বলবে, এরাই তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল। সাবধান, জালিমদের উপর আল্লাহ্র লা‘নত’।[১০]

(২) পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার :

ক্বিয়ামতের মাঠে বান্দার আমল খতিয়ে দেখা হবে। আর এটা কাফেরদের সাথে সংগঠিত হবে। তাদের বিচার দীর্ঘায়িত ও কষ্টকর হবে তাদের পাপের কারণে। এ সমস্ত অবিশ্বাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

মহান আল্লাহ বলেন, الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ‘সেদিন সত্যিকারের রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহ্র এবং অবিশ্বাসীদের জন্য দিনটি হবে বড়ই কঠিন’ *(ফুরকান ২৫/২৬)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا– ‘অতঃপর পেশ করা হবে আমলনামা। তখন তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকগ্রস্ত। তারা বলবে, হায় আফসোস! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন কিছুই ছাড়েনি, সবকিছুই গণনা করেছে? আর তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কাউকে যুলুম করেন না’ *(ক্বাহাফ ১৮/৪৯)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ক্বিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? উত্তরে বললেন, আকাশে মেঘ না থাকা অবস্থায় দ্বিপ্রহরের সময় সূর্য দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হয় কি? ছাহাবীগণ বললেন, জী, না। অতঃপর তিনি বললেন, আকাশে মেঘ না থাকা অবস্থায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হয় কি? ছাহাবীগণ বললেন, জী, না। এরপর তিনি বললেন, সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ! চন্দ্র বা সূর্যের কোন একটি দেখতে তোমাদের যেরূপ কষ্ট হয় তোমাদের প্রতিপালককেও দেখতে তোমাদের ঠিক তদ্রুপ কষ্ট হবে। আল্লাহ্র সাথে বান্দার মিলন হবে। তখন তিনি বললেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে ইযযত দান করিনি, নেতৃত্ব দান করিনি, জোড়া মিলিয়ে দেইনি, ঘোড়া, উট তোমার অনুগত করে দেইনি এবং প্রাচুর্য্যের মাঝে তোমার পানাহারের ব্যবস্থা করিনি? জবাবে বান্দা বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! অতঃপর তিনি বলবেন, তুমি কি মনে করতে যে, তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে? সে বলবে, না। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি যেমনিভাবে আমাকে ভুলে গিয়েছিলে অনুরূপভাবে আমিও তোমাকে ভুলে যাচ্ছি। অতঃপর দ্বিতীয় অপর এক ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে মিলন হবে। তখন তিনি তাকেও বলবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে সম্মান দান করিনি, নেতৃত্ব দেই নি, তোমার জোড়া মিলিয়ে দেইনি, উট-ঘোড়া তোমার অনুগত করে দেইনি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পানাহারের জন্য তোমাকে কি সুযোগ করে দেই নি-! সে বলবে, হ্যাঁ

৮. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৬৬।*
৯. *আহমাদ হা/২৪২১৪; ইবনু খুজাইমাহ হা/৮৪৯।*
১০. *বুখারী হা/২৪৪১।*

করেছেন, হে আমার প্রতিপালক! অতঃপর তিনি বলবেন, আমার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে এ কথা তুমি মনে করতে? সে বলবে, না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি যেমন আমাকে ভুলে গিয়েছিলে অনুরূপভাবে আমিও তোমাদের সম্পর্কে বিস্মৃত হব। অতঃপর অপর এক ব্যক্তির আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ হবে। অতঃপর পূর্বের অনুরূপ বলবেন। তখন লোকটি বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার প্রতি এবং কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি। আমি ছালাত আদায় করেছি, ছিয়াম পালন করেছি এবং ছাদাক্বাহ করেছি। এমনিভাবে সে যথাসম্ভব নিজের প্রশংসা করবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এখনই তোমার মিথ্যা প্রকাশিত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এরপর তাকে বলা হবে, এখনই আমি তোমার উপর আমার সাক্ষী কায়েম করব। তখন বান্দা মনে মনে চিন্তা করতে থাকবে যে, কে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে? তখন তার মুখে মোহর দেয়া হবে। এবং তার উরু, গোশত ও হাড়কে বলা হবে, তোমরা কথা বল। ফলে তার উরু, গোশত ও হাড় তার আমল সম্পর্কে বলতে থাকবে। এ ব্যবস্থা এ জন্য করা হবে যেন, আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোন অবকাশ তার আর বাকী না থাকে। এই ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক। তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হবেন'।[১১]

বিনা হিসাবে বিচার :

এমন কতক ব্যক্তি আছেন যারা বিনা বিচারেই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এ বিষয়ে হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'নবীদের উম্মতদের আমার সামনে উপস্থিত করা হ'ল। আমি এমনও নবী দেখেছি, তাঁর উম্মত ছিল ছোট্ট একটি দল। আর এমন নবীও দেখেছি, তাঁর সাথে একজন লোকও নেই। অতঃপর হঠাৎ আমার সম্মুখে তুলে ধরা হ'ল বিরাট এক জনতা। তা দেখে আমার ধারণা হ'ল, এরা আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হ'ল, এটা হচ্ছে মূসা (আঃ) ও তাঁর উম্মাত। বরং তুমি দিগন্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। আমি সে দিকে দৃষ্টি দিতেই দেখলাম বিরাট এক জনতা। এরপর আমাকে পুনরায় বলা হলো, অন্য দিগন্তের দিকে দৃষ্টিপাত কর। আমি সে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখলাম, বিরাট একজন সমুদ্র। অতঃপর আমাকে বলা হলো, এরা সবাই তোমার উম্মত। তাদের সাথে সত্তর হাযার এমন লোক রয়েছে যারা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) সেখান থেকে উঠে নিজের গৃহে প্রবেশ করলেন। আর যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে ছাহাবীগণ তা নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হলেন। কেউ বলল, সম্ভবতঃ তাঁরা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ। আবার কেউ বলল, তারা এ সমস্ত লোক যারা ইসলামের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করেনি। কেউ কেউ ভিন্ন মত প্রকাশ করল।

ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুনরায় তাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা কি নিয়ে আলোচনা করছ? তারা নিজেদের মধ্যকার আলোচনার কথা বলল। তিনি বললেন, তারা সেই সমস্ত লোক যারা ঝাড়-ফুঁক কওে না, ঝাড়-ফুঁক করায় না এবং যারা কুলক্ষণ মানে না। বরং তারা সব কাজে তাদের রবের ওপর তাওয়াক্কুল করে। এমন সময় উক্কাশা ইবনে মিহ্সান (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলল, আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন তিনি যেন আমাকে তাঁদের অর্ন্তভুক্ত করেন। জবাবে নবী (ছাঃ) বললেন, তুমিও তাদের অর্ন্তভুক্ত। অতঃপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন তিনি আমাকেও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী (ছাঃ) বললেন, উক্কাশা পূর্বেই তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।[১২]

বিচারের কাঠগড়ায় উম্মতে মুহাম্মাদী :

বিচারের কাঠগড়ায় আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বপ্রথম উম্মতে মুহাম্মাদীর বিচার করবেন। এ সম্পর্কে আবু হুরায়রা, রিবঈ ইবনে হিরাশ ও হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِىُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ. وَفِى رِوَايَةِ وَاصِلٍ الْمَقْضِىُّ بَيْنَهُمْ– 'আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে জুমু'আর দিন সম্পর্কে সঠিক পথের সন্ধান দেননি। তাই ইহুদীর জন্য শনিবার এবং খৃস্টানদের জন্য রোববার। আল্লাহ আমাদেরকে (পৃথিবীতে) আনলেন এবং আমাদেরকে জুমু'আর দিনের সঠিক সন্ধান দিলেন। অতএব তিনি জুমু'আর দিন, শনিবার ও রোববার এভাবে (বিন্যাস) করলেন, এভাবে তারা ক্বিয়ামতের দিন আমাদের পশ্চাদবর্তী হবে। আমরা পৃথিবীবাসীর মধ্যে শেষে আগমনকারী উম্মত এবং ক্বিয়ামতের দিন হব সর্বপ্রথম। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের বিচার অনুষ্ঠিত হবে। অধঃস্তন রাবী ওয়াছিল (রহঃ)-এর বর্ণনায় আছে 'সকলের মধ্যে'।[১৩] অপর এক হাদীছে এসেছে, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 'ইবনু আব্বাস

১১. *মুসলিম হা/২৯৬৮।*

১২. *বুখারী হা/৫৭০৫; মুসলিম হা/২২০।*
১৩. *মুসলিম হা/৮৫৬।*

(রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাযার লোক বিনা হিসাবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে এমন লোক, যারা ঝাঁড়ফুঁকের শরণাপন্ন হয় না, কুযাত্রা মানে না এবং নিজের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে'।[১৪]

কাফেরদের বিচার :

কাফেররা বিচারে কাঠগড়ায় উঠবে কি না এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামদের মাঝে মতনৈক্য রয়েছে।

প্রথম মত : কাফেরদের বিচার হবে :

আবু আব্দুল্লাহ কুরতুবী, আবু হাফস বারমেকী, আবু তালেব প্রমুখ বিদ্বানগণের দাবী যে, ক্বিয়ামতের মাঠে কাফেরদের বিচার হবে।

তাঁদের দলীল নিম্নরূপ : মহান আল্লাহ বলেন, وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ 'তিনিই আল্লাহ (একমাত্র মা'বূদ) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে। তিনি জানেন তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সমূহ এবং জানেন যা কিছু তোমরা করে থাক' *(আন'আম ৬/৩)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ নিশ্চয় আমাদের কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমাদের দায়িত্বে রয়েছে তাদের হিসাব গ্রহণ' *(গাশিয়াহ ৮৮/২৫-২৬)*।

মহান আল্লাহ বলেন, وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ- فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ- وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'তারা অবশ্যই নিজেদের পাপভার বহন করবে এবং সেই সাথে অন্যদের পাপভার। আর তারা যেসব মিথ্যারোপ করেছে, সে বিষয়ে কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে'। 'আর আমরা নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর মহাপ্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে। এমতাবস্থায় যে তারা ছিল সীমালংঘনকারী'। 'অতঃপর আমরা তাকে এবং (তার অনুসারী) যারা নৌকায় আরোহণ করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম। আর বিশ্ববাসীর জন্য এটিকে একটি নিদর্শনে পরিণত করলাম'। 'আর (স্মরণ কর) ইবরাহীমের কথা। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর ও তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ' *(আনকাবূত ২৯/১৩-১৬)*।

দ্বিতীয় মত : কাফেরদের বিচার হবে না :

আবু হাসান তামিমী, কাযী আবু ইয়ালা আল-লালকাঈ-এর মত।[১৫]

তাঁদের দলীল : মহান আল্লাহ বলেন, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ কখনই না। তারা সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন হ'তে বঞ্চিত থাকবে' *(মুতাফফিফীন ৮৩/১৫)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ 'সে বলল, এই সম্পদ আমি আমার নিজস্ব জ্ঞানের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন। যারা তার চাইতে শক্তিতে ছিল প্রবল এবং ধন-সম্পদে ছিল অধিক প্রাচুর্যময়? বস্তুতঃ অপরাধীদের তাদের পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৮)*।

তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গিকার ও তাদের শপথ স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকিয়েও দেখবেন না ও তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না। আর তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(আলে ইমরান ৩/৭৭)*।

উভয় মতের সমন্বয় :

ক্বিয়ামতের মাঠ হবে বিশাল বাসস্থান। আর সেখানে কোথাও প্রশ্নোত্তর হবে আবার কোথাও প্রশ্নোত্তর হবে না। আর কুরআন হাদীছে এর বৈপরীত্য নেই'।[১৬] ইকরিমা বলেন, ক্বিয়ামতের মাঠ হবে এক বৃহৎ জায়গা। যার কোথাও জিজ্ঞাসা করা হবে আবার কোথাও বিজ্ঞাসা করা হবে না'।[১৭]

সতুরাং এটাই অধিক গ্রহণযোগ্য যে, কাফেরদের বিচার হবে। সেই দিন তাদের আমল উপস্থাপন করে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ تَرَى إِذْ

১৪. *মুসলিম হা/২১৮।*

১৫. *মাজমু' ফাতওয়া ৪/৩০৫; শারহ উছূলু ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ২/১২৪৬।*

১৬. *তাযকিরাতু বি আহওয়ালিল মাওত ওয়া উমুরিল আখিরাহ পৃ. ২/৬৭৬।*

১৭. *তাফসীরে বাগাবী ৭/৪৫০।*

وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 'যদি তুমি দেখতে যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে; আর তিনি তাদেরকে বলবেন, এটা (ক্বিয়ামত) কি সত্য নয়? তখন তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম! তখন তিনি বলবেন, অতএব এখন তোমরা তোমাদের অবিশ্বাসের শাস্তি আস্বাদন কর' *(আন'আম ৬/৩০)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ 'আজ তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাওয়ার দিন' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৩০)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তাদের সহজ ও সাবলীলভাবে প্রশ্ন করা হবে না; বরং তাদেরকে নিন্দা ও ভর্ৎসনার সাথে প্রশ্ন করা হবে। কেন তোমরা এটা এটা করেছ'?[১৮]

আর ক্বিয়ামতের মাঠে কাফেরদের কোন ভাল আমল থাকবে না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا 'আর আমরা সেদিন তাদের কৃতকর্মসমূহের দিকে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরকান ২৫/২৩)*।

আর হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِى الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِى الآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِى الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا– আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'একটি নেকীর ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা কোন মুমিন বান্দার প্রতি যুলুম করবেন না। বরং তিনি এর বিনিময় দুনিয়াতে প্রদান করবেন এবং আখিরাতেও প্রদান করবেন। আর কাফির ব্যক্তি পার্থিব জগতে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যে নেক আমল করে এর বিনিময়ে তিনি তাকে জীবনোপকরণ প্রদান করেন। অবশেষে আখিরাতে প্রতিদান দেয়ার মত তার নিকট কোন নেকীই থাকবে না'।[১৯]

আর তাদের কুফুরীর কারণে তাদেরকে আযাব দ্বিগুণ করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ 'যারা কুফরী করেছিল এবং আল্লাহ্র পথে বাধা দান করেছিল, আমরা তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বাড়িয়ে দেব। কারণ তারা (পৃথিবীতে) অশান্তি সৃষ্টি করত' *(নাহল ১৬/৮৮)*।

আর মুনাফিকদের সম্পর্ক আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তুমি কখনো তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না' *(নিসা ৪/১৪৫)*।

কোন বিচার আগে হবে?

মানুষের মাঝে প্রথম আমলের হিসাব গ্রহণ করা হবে। আর তা হলো ছালাত। আর প্রথম ফায়সালা করা হবে রক্তের। ছালাত হ'ল বান্দা ও আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত। আর রক্ত হ'ল বান্দার অধিকার। দু'টি বিষয়কেই রাসূল (ছাঃ) এক হাদীছে বর্ণনা করেছেন, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلاَةُ وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِى الدِّمَاءِ– 'বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেয়া হবে ছালাতের। আর বিচার হবে সর্বাগ্রে মানুষের হত্যার'।[২০]

রক্তের ফায়ছালা সম্পর্কে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, রক্ত সম্পর্কিত বিষয়টি কঠিন আদেশ। এজন্য ক্বিয়ামতের দিন প্রথম রক্তের ফায়সালা করা হবে। এজন্যই যে আদেশটি পালন করা মহৎ কাজ আর অমান্য করা মারাত্মক অপরাধ।

সুতরাং أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلاَتُهُ 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দার থেকে সর্বপ্রথম ছালাতের হিসাব নেয়া হবে'- এই হাদীছটি সুনান গ্রন্থগুলির বিপরীত নয়। কেননা দ্বিতীয় হাদীছটি বান্দা ও আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত আর প্রথমটি শুধুমাত্র বান্দার মাঝে'।[২১]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, উলামাগণ বলেছেন, বিচার সংগঠিত হবে আমলের ওজনের পর। কেননা ওজন করার প্রতিদান বান্দাকে দেওয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ 'আর ক্বিয়ামতের দিন আমরা ন্যায়বিচারের মানদণ্ড সমূহ স্থাপন করব। অতএব কারু প্রতি সামান্যতম অবিচার করা হবে না' *(আম্বিয়া ২১/৪৭)*।

উপসংহার : বিচার দিবসে যার হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে তার অবস্থা করুণ হবে। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের সকলকে বিচার দিবসে সহজ হিসাব গ্রহণ করুন এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন!

[লেখক : মাস্টার্স, দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া ও সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ইবি, কুষ্টিয়া]

১৮. *তাফসীরে বাগাবী ৭/৪৫০।*
১৯. *মুসলিম হা/২৮০৮।*
২০. *নাসাঈ হা/৩৯৯১।*
২১. *আল-মিনহাজ শরহু মুসলিম ১১/১৬৭ পৃ.।*

ইত্তেবায়ে সুন্নাত ও তাক্বলীদ

-আবুল কালাম

ভূমিকা : নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ গঠনের অন্যতম বড় বাধা তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তি পূজা। এর ফলে মানুষ অন্য একজন মানুষের এমন অনুসারী হয়ে পড়ে, যে অনুসরণীয় ব্যক্তির ভুল-শুদ্ধ সবকিছুই তার কাছে সঠিক মনে হয়। এমনকি তার যে ভুল হতে পারে এই ধারনাটুকুও অনেক সময় ভক্তের মধ্যে লোপ পায়। ইত্তেবায়ে সুন্নাত থেকে পা পিছলে তাক্বলীদের অনুসারী হওয়ার কারণে সমাজে হাজারো বিদ'আত ও কুসংস্কার চালু হয়। সুতরাং ব্যক্তির অনুসরণ নয় রাসূলের অনুসরণই মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথ। নিম্নে ইত্তেবায়ে সুন্নাত ও তাক্বলীদ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব।

তাক্বলীদ ও ইত্তেবায়ে সুন্নাত : তাক্বলীদ 'ক্বালাদাতুন' শব্দ থেকে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ কণ্ঠহার বা রশি। ক্বালাদাহ বা গিরা সে উটের গলায় রশি বেঁধেছে। সেখানে থেকে মুক্বাল্লিদ, যিনি নিজের গলায় কারো অনুগত্যের রশি বেঁধে নিয়েছেন। মূলত রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির কোন শারঈ সিদ্ধান্তকে বিনা দলীলে মেনে নেওয়াকে তাক্বলীদ বলা হয়। অপরপক্ষে ছহীহ দলীল অনুযায়ী নবীর অনুসরণ করাকে বলা হয় ইত্তেবা। অন্য কথায় ইত্তেবা হ'ল রেওয়ায়াতের অনুসরণ। ইত্তেবা হ'ল কারো কথা দলীল সহ কবুল করা। পারিভাষিক অর্থে ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, التَّقْلِيْدُ إِنَّمَا هُوَ قَبُوْلُ الرَّأْىِ وَالْإِتِّبَاعُ إِنَّمَا هُوَ قَبُوْلُ الرِّوَايَةِ، فَالْإِتِّبَاعُ فِى الدِّيْنِ مَسُوْغٌ وَالتَّقْلِيْدُ مَمْنُوْعٌ – 'তাক্বলীদ হ'ল রায়ের অনুসরণ এবং 'ইত্তেবা' হ'ল রেওয়ায়াতের অনুসরণ। ইসলামী শরী'আতে 'ইত্তেবা' সিদ্ধ এবং 'তাক্বলীদ' নিষিদ্ধ'।[১]

রাসূলের সুন্নাত অনুসরণের আবশ্যকতা : ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত চূড়ান্ত অহির বিধান। মানবজাতিকে সুপথে পরিচালনার লক্ষ্যে মুহাম্মাদ (ছাঃ) মারফত তিনি এই বিধান প্রেরণ করেছেন। তিনি বিশ্ববাসীকে এর বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়েছেন। ধর্মীয়, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক তথা মানুষের সার্বিক জীবনকে অহির আলোয় আলোকিত করার পথ ও পদ্ধতি। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ আবশ্যকীয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা' *(হাশর ৫৯/৭)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র ও আনুগত্য কর তার রাসূলের। আর তোমরা তোমাদের আমলগুলিকে বিনষ্ট করো না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*।

রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*। রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্র ভালবাসা এবং তাঁর ক্ষমা পাওয়া যায়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ – قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ - 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইমরান ৩/৩১)*। রাসূলের আনুগত্য বিষয়ে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عن الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ فَقَالَ– عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ

---

১. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তিনটি মতবাদ, ১ম প্রকাশ: জানুয়ারী ১৯৮৭, যুবসংঘ প্রকাশনী। ২য় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারী ২০১০ হা. ফা. বা. প্রকাশনা, ছফর ১৪৩১ হিঃ, মাঘ-ফাল্গুন ১৪১৬ বাং পৃ. ৬-৭ (আলোচনা দেখুন : শাওকানী, আল-ক্বাওলুল মুফীদ (মিসরী ছাপা ১৩৪০/১৯২১ খৃ.) পৃ. ১৪)।*

وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِى اخْتِلاَفًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ-

‘ইবরায ইবনে সারিয়াহ্ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের ছালাত আদায় করালেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে গেলেন। আমাদের উদ্দেশ্যে এমন মর্মস্পর্শী নছীহত করলেন, যাতে আমাদের চোখ গড়িয়ে পানি বইতে লাগল। অন্তরে ভয় সৃষ্টি হ’ল। মনে হচ্ছিল বুঝি উপদেশ দানকারীর যেন জীবনে এটাই শেষ উপদেশ। এক ব্যক্তি আবেদন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আমাদের আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করার এবং আমীরের আদেশ শুনার ও আনুগত্য করার আদেশ দিচ্ছি। যদিও সে হাবশী (কৃষ্ণাঙ্গ) গোলাম হয়। আমার পরে তোমাদের যে ব্যক্তি বেঁচে থাকবে সে অনেক মতভেদ দেখবে এমতবস্থায় তোমাদের কর্তব্য হবে আমার সুন্নাতকে ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে ধরা এবং এ পথ ও পন্থার উপর দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। সাবধান দ্বীনের ভিতরে নতুন কিছু কথার (বিদ‘আত) উদ্ভব ঘটানো হ’তে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেকটা নতুন কথাই বিদ‘আত এবং প্রত্যেকটা বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা।[2] সুতরাং মানুষের মধ্যে মতভেদ ও মতপার্থক্য থাকবে। বিভক্তিও দেখা দিবে। কিন্তু হক পিয়াসী মুমিনের কর্তব্য হবে মতভেদ ও মতপার্থক্যকে পরিত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত ও তাঁর হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে ধরা। যে কোন মূল্যে নব-আবিস্কৃত আমল থেকে বিরত থাকতে হবে। মানুষের তৈরি করা আমল ভাল মনে হলেও তা বাতিল, যদিও তা ছালাত হয়, যদিও তা ছিয়াম হয়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضى الله عنه يَقُولُ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّى أُصَلِّى اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّى أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى-

আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা তিন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর ইবাদতের অবস্থা জানার জন্য তাঁর স্ত্রীগণের নিকট এলে। রাসূল (ছাঃ)-এর ইবাদাতের খবর শুনে তারা যেন তার ইবাদতকে কম মনে করলেন এবং পরস্পর আলাপ করলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে আমাদের তুলনা কোথায়? আল্লাহ তা‘আলা তার আগের পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদের একজন বললেন, আমি কিন্তু সারা রাত ছালাত আদায় করব। দ্বিতীয়জন বললেন আমি দিনে ছিয়াম পালন করব আর কখনও তা ত্যাগ করব না। আর তৃতীয়জন বললেন, আমি নারী থেকে দূরে থাকব কখনও বিয়ে করব না, তাদের পারস্পারিক আলাপ আলোচনার সময় রাসূল (ছাঃ) এসে পড়লেন এবং বললেন তোমরা কি ধরণের কথা-বার্তা বলছিলে? আল্লাহ্‌র কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি। তোমাদের চেয়ে বেশি পরহেয করি। কিন্তু এরপরও আমি কোন দিন ছিয়াম পালন করি, আবার কোন দিন ছেড়েও দেই। রাতে ছালাত আদায় করি, আবার ঘুমিয়েও থাকি। আমি বিয়েও করি। সুতরাং এটাই আমার সুন্নাত, যে ব্যক্তি আমার প্রদর্শিত পথ থেকে বিমুখ হবে সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হবে না।[3] আলোচ্য হাদীছে তিন ব্যক্তির নিজের মনমত সারারাত ছালাত, প্রতিদিন নফল ছিয়াম এবং বিবাহ পরিত্যাগ করে সারা জীবন ইবাদতের প্রতিজ্ঞা করলে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাদের উক্ত পদ্ধতিতে আমল করার অনুমতি দিলেন না। সাথে সাথে হুঁশিয়ারী দিলেন এই যে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত পরিপন্থী আমল করবে ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে নয়।

প্রিয় পাঠক! শরী‘আত অনুমোদিত আমল ছালাত, ছিয়াম যদি রাসূলের আমলের পদ্ধতির বিপরীত হওয়ার কারণে বাতিল হয়, তবে মানুষের তৈরী করা ভুয়া আমল শবেবরাত, শবে মে‘রাজ, ঈদে মিলাদুন্নবী, কুলখানী, কালেমাখানী, চেহলাম, মিলাদ-ক্বিয়াম যেগুলোর অস্তিত্ব রাসূলের সুন্নাতে নেই, সেগুলো কিভাবে আমলযোগ্য হয়? নিঃসন্দেহে তা বাতিল ও পরিত্যাজ্য। ইসলামের নামে বহু পথ ও মত থাকবে। একটি পথ জান্নাতের, বাকীগুলি শয়তানের। হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْماً خَطًّا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطاً عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ تَلاَ (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ- আব্দুল্লাহ ইবনে

২. *আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; আহমাদ হা/১৬৬৯৪; মিশকাত হা/১৬৫।*

৩. *বুখারী হা/৫০৬৩; মুসলিম হা/১৪০১; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩১৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯১৮; মিশকাত হা/১৪৫।*

মাস্‘উদ (রাঃ) হ‘তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বুঝার উদ্দেশ্যে একটি সরল রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আল্লাহ্র পথ। এরপর তিনি ডানে এবং বামে আরো কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেন এগুলো পথ, এসব পথের উপর শয়তান দাঁড়িয়ে থাকে। অতঃপর তিনি তার কথার প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন- ‘নিশ্চয় এটাই আমার সহজ সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথের অনুসরণ করে চল’।[৪]

অতএব বহু পথ ও মতকে বর্জন করে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যের পথে তথা সহজ-সরল পথে চলার মাধ্যমে পরকালের মুক্তির পথ সুগম হবে। অন্যথায় ডানে বামে আঁকাবাকা পথে শয়তানের অনুসরণের মাধ্যমে জাহান্নামে যেতে হবে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ বলেছেন, জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একদল ফেরেশতা নবী (ছাঃ)-এর কাছে আসলেন। এ সময় তিনি শুয়ে ছিলেন। ফেরেশতাগণ পরস্পরে বলাবলি করলেন তোমাদের সাথী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে একটি উদাহরণ রয়েছে। তাঁর সামনে উদাহরণটি বল। তখন একজন বললেন, তাঁর চোখ ঘুমালে তার মন সর্বদা জাগ্রত থাকে। তাঁর উদাহরণ হ’ল সে ব্যক্তির ন্যায় যিনি একটি ঘর বানিয়েছেন। অতঃপর মানুষকে আহার করানোর জন্য দস্তর খানা বিছালেন। তারপর মানুষকে ডাকবার জন্য আহবায়ক পাঠালেন। যারা আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল, তারা ঘরে প্রবেশ করলো এবং খাবার খেল। আর যারা আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল না, তারা ঘরে প্রবেশ করতে পারলো না এবং খাবারও পেলনা না। এসব কথা শুনে তারা, (ফেরেশতারা) পরস্পর বললেন, এ কথাটার তাৎপর্য বর্ণনা কর, যাতে তিনি কথাটা বুঝতে পারেন। এবার কেউ বললেন, তিনিতো ঘুমিয়ে আছে। আর কেউ বললেন, তাঁর চোখ ঘুমিয়ে থাকলে অন্তর জেগে আছে। তারা বলল, ঘরটি হল জান্নাত, আর আহ্বায়ক হলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ) (ঘর ও মেহমানদারী প্রস্তুতকারী হলেন আল্লাহ তা‘আলা)। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্য হ’ল সে আল্লাহ্র অবাধ্য হল। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) হলেন মানুষের মধ্যে (মুসলিম ও কাফিরের) পার্থক্য নির্ধারণকারী মানদণ্ড।[৫]

সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের মাধ্যমে জান্নাত লাভে সফলকাম হওয়া যায়। হাদীছে এসেছে, عَن جَابِرٍأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَاةِ فَسَكَتَ فَجَعَلَ يقْرَأَ وَوجه رَسُول الله يَتَغَيَّرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ مَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّه من غضب الله وَغَضب رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيل وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي– জাবির (রাঃ) হ‘তে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে তাওরাত কিতাবের একটি পাণ্ডুলিপি এনে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এটা হ’ল তাওরাতের একটি পাণ্ডুলিপি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চুপ থাকলেন, এরপর উমার (রাঃ) তাওরাত পড়তে আরম্ভ করলেন। (এ দিকে রাগে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হ’তে লাগল। আবু বকর (রাঃ) বললেন, উমার তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিবর্ণ চেহারা মোবারক দেখছো না? উমার (রাঃ) রাসূলের চেহারার দিকে তাকালেন এবং (চেহারায় ক্রোধান্বিত ভাব লক্ষ্য করে বললেন, আমি আল্লাহ্র গযব ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ হ’তে পানাহ চাচ্ছি। আমি রব হিসাবে আল্লাহ তা‘আলার উপর এবং দ্বীন হিসাবে ইসলামের উপর ও নবী হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর সন্তুষ্ট আছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি আল্লাহ্র কসম যার হাতে আমার জীবন! যদি (তাওরাতের নবী স্বয়ং) মূসা (আঃ) তোমাদের মধ্যে থাকতেন। আর তোমরা তাঁর অনুসরণ করতে আর আমাকে ত্যাগ করতে, তাহ’লে তোমরা সঠিক সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে। মূসা (আঃ) যদি এখন জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুঅতের যুগ পেতেন, তাহলে তিনিও নিশ্চয় আমার অনুসরণ করতেন।[৬]

উমার (রাঃ) হ‘তে বর্ণিত, তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করে বললেন, إِنِّى أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ– ‘আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র, তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। রাসূল (ছাঃ)-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।[৭]

আয়িশাহ্ (রাঃ) হ‘তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد– ‘যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’।[৮] *(চলবে)*

[লেখক : কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

---

৪. আহমাদ হা/৪১৩১; দারেমী হা/২০২; মিশকাত হা/১৬৬।

৫. বুখারী হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪।

৬. মিশকাত হা/ ১৯৪; দারেমী হা/৪৩৫।

৭. বুখারী হা/১৫৯৭,১৬০৬,১৬১০; মুসলিম হা/১২৭০।

৮. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; আবু দাউদ হা/৪৬০৬; ইবনু মাজাহ হা/১৪; মিশকাত হা/১৪০।

জামা‘আতবদ্ধ জীবন-যাপনের সুফল

--লিলবর আল-বারাদী

(৩য় কিস্তি)

১২. ফেৎনা ও অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকা : ফেৎনা ও অকল্যাণ কোন মানুষের কাম্য নয়। কিন্তু আমরা নিজেরাই অকল্যাণ ও মন্দ কামনা করি। এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। আর আল্লাহ যখন কোন জাতির প্রতি মন্দ কিছু ইচ্ছা করেন, তখন তাকে রদ করার কেউ নেই। আর আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক নেই’ *(রা‘দ ১৩/১১)*।

জামা‘আতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করলে ফেৎনা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। আর বর্তমানে আমরা ফেৎনার যুগে অবস্থান করছি। মানুষ মানুষকে নানা উপায়ে ঠকাতে চায়, চায় ধোঁকা দিতে। এককভাবে সৎ ও আমানতদার মানুষ চেনা তাই খুব কঠিন। জামাআতবদ্ধ জীবন তাই সঠিক ব্যক্তি ও পথ চেনাতে সহায়তা করে, যা তাকে নিজের অজান্তে ফেৎনায় পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَيَأْتِى عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِى أَمْرِ الْعَامَّةِ. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘অচিরেই লোকদের উপর প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির যুগ আসবে। তখন মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী হিসাবে গণ্য করা হবে। আমানতের খিয়ানতকারীকে আমানতদার, আমানতদারকে খিয়ানতকারী হিসাবে গণ্য করা করা হবে এবং রুওয়াইবিযা হবে বক্তা। জিজ্ঞাসা করা হলো রুওয়াইবিযা কি? তিনি বলেন, নীচ প্রকৃতির লোক জনগণের হর্তাকর্তা হবে’।[১]

ফেৎনা থেকে সাধ্যমত বেঁচে থাকার জন্য রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا خَالِدُ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى أَحْدَاثٌ وَفِتَنٌ وَاخْتِلاَفٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ لاَ الْقَاتِلَ فَافْعَلْ খালেদ বিন উরফুত্বাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ‘আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘হে খালেদ! আমার পরে বহু অঘটন, ফেৎনা ও মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। সুতরাং তুমি পারলে সে সময় আল্লাহ্র নিহত বান্দা হও এবং হত্যাকারী হয়ো না’।[২]

আর ফেৎনা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিলে ফেৎনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাসূল (ছাঃ) কাঠের তরবারী বানিয়ে নিতে বলেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, سَتَكُونُ فِتَنٌ وَفُرْقَةٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاكْسِرْ سَيْفَكَ وَاتَّخِذْ سَيْفاً مِنْ خَشَبٍ –‘ভবিষ্যতে ফেৎনা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেবে। সুতরাং সে সময় এলে তুমি তোমার তরবারি ভেঙ্গে ফেলো এবং কাষ্ঠের তরবারি বানিয়ে নিয়ো’।[৩] ফেৎনা দেখা দিলে সর্বোত্তম কাজ হলো নিজ গৃহে অবস্থান করা। হাদীছে এসেছে, আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘ফেৎনার সময় মানুষের নিরাপত্তার উপায় তার স্বগৃহে অবস্থান।[৪]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَبِى بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلاَفٌ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُدًا فَاضْرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ ثُمَّ اجْلِسْ فِى بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ يَدٌ خَاطِئَةٌ أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ. আবু বুরদাহ বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘অচিরেই কলহ, অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধ ছড়িয়ে পড়বে। এ অবস্থা চলাকালে তুমি তোমার তরবারিসহ উহুদ পাহাড়ে আসো, তাতে আঘাত করো, যাতে তা ভেঙ্গে যায়। অতঃপর তুমি তোমার ঘরে বসে থাকো, যতক্ষণ না কোন বিদ্রোহী বা অনিষ্টকারী তোমাকে হত্যা করে বা তোমার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়’।[৫]

হাদীছে আরো এসেছে,

---

১. *আহমাদ হা/৭৯১২; ইবনে মাজাহ হা/৪০৩৬; হাকেম হা/৮৪৩৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৬৫০।*

২. *আহমাদ হা/২২৫৫২, ২২৪৯৯; হাকেম হা/৮৫৭৮; ত্বাবরানী হা/১৭০৩।*

৩. *আহমাদ হা/২০৬৭১,২০৬৯০।*

৪. *দাইলামী, ছহীহুল জামে হা/৩৬৪৯।*

৫. *ইবনু মাজাহ হা/৩৯৬২; আহমাদ হা/১৭৫২১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৮০।*

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِىْ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا فِىْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيْهِ دَخَنٌ؟ قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا. قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِى إِنْ أَدْرَكَنِىْ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ -

'হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কল্যাণের বিষয়াবলী জিজ্ঞেস করত, আর আমি তাঁকে অকল্যাণের বিষয়াবলী জিজ্ঞেস করতাম এ ভয়ে যে, যেন অকল্যাণ আমাকে না পেয়ে বসে। একদা আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা তো অজ্ঞতা ও অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ কল্যাণের মাঝে নিয়ে আসলেন। এ কল্যাণের পর আবারও কী অকল্যাণ আসবে? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, এ অকল্যাণের পর কী আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে এর মধ্যে কিছুটা ধূম্রজাল থাকবে। আমি বললাম, এর ধূম্রজাল কেমন? তিনি বললেন, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা আমার হেদায়াত ব্যতীত অন্য পথে পরিচালিত হবে। তাদের পক্ষ থেকে সম্পাদিত ভাল কাজও দেখবে এবং মন্দ কাজও দেখবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কল্যাণের পর কী আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এমন এক সম্প্রদায় আসবে যারা জাহান্নামের দিকে আহবান করবে। যে ব্যক্তি তাদের ডাকে সাড়া দিবে তারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাদের কাছে তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আমাদের ভাষাতেই কথা বলবে। আমি বললাম, যদি এমন অবস্থা আমাকে পেয়ে বসে তাহ'লে আমাকে কী করার নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তুমি মুসলমানদের জামা'আত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, তখন যদি মুসলমানদের কোন জামা'আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, 'তখন সকল দলমত ত্যাগ করে সম্ভব হ'লে কোন গাছের শিকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে অবস্থায় তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়'।[৬]

অন্যত্র এসেছে, قُلْتُ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: يَكُوْنُ بَعْدِىْ أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُوْنَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِىْ وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِىْ جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ، قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ لِلأَمِيْرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ 'আমি বললাম, এ কল্যাণের পর কী আর কোন অকল্যাণ থাকবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, অবস্থা কেমন হবে? তিনি বললেন, আমার পরে এমন একদল শাসক হবে, যারা আমার হেদায়াত ও সুন্নাত অনুযায়ী চলবে না। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের মানব দেহে শয়তানের হৃদয় বিরাজ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যদি আমি সেই অবস্থার সম্মুখীন হই তাহ'লে কী করব? তিনি বললেন, 'তুমি আমীরের কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। যদিও তোমার পিঠে চাবুকের আঘাত পড়ে এবং তোমার সম্পদ কেড়ে নেয়া হয়। তবুও তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে'।[৭]

১৩. দাওয়াতী কাজ সম্প্রসারণ :

ইসলামকে সর্বত্র পৌঁছে দিতে দাওয়াত ও তাবলীগের বিকল্প নেই। প্রচারের কাজটি যত সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য হয়, প্রসারের কাজটিও তত সহজ হয়। কুরআন ও হাদীছে এ বিষয়ে ব্যাপক তাকীদ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা প্রয়োজন, যারা (মানুষকে) কল্যাণের পথে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হবে সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ 'হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার নিকট যা নাযিল হয়েছে তা পৌঁছে দিন। আপনি যদি এরূপ না করেন, তাহ'লে আপনি রিসালাতের বাণী পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের নিকট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই

৬. বুখারী হা/৩৬০৬,৭০৮৪; মুসলিম হা/১৮৪৭; মিশকাত হা/৫৩৮২।
৭. মুসলিম হা/১৮৪৭; ছহীহাহ হা/২৭৩৯; মিশকাত হা/৫৩৮২।

আল্লাহ কাফিরদের পথ দেখান না' *(মায়েদা ৪/৬৭)*। অন্যত্র বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 'তোমরা নেকী ও কল্যাণের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে কাউকে সহযোগিতা কর না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা' *(মায়েদা ৫/২)*।

যারা জানে অথচ মানুষকে জানায় না তাদের উপর আল্লাহ লা'নত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ 'আমি যে সমস্ত সুস্পষ্ট বিষয় ও হেদায়াতের বাণী মানুষের জন্য নাযিল করেছি, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পরও যারা (মানুষ থেকে) গোপন রাখে তাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত' *(বাক্বারাহ ২/১৫৯)*।

এ ব্যাপারে হাদীছেও বিভিন্নভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ 'দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা বা উপদেশ দেয়ার নাম। আমরা (ছাহাবীরা) জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ, তাঁর রাসূল, মুসলিম নেতৃবর্গ এবং সাধারণ মানুষের জন্য'।[৮]

উল্লেখ্য, আল্লাহ্র কল্যাণ কামনা দ্বারা তাঁর প্রতি খালেছ ঈমান আনা ও ইবাদত করা বুঝায়। রাসূলের কল্যাণ কামনার অর্থ হ'ল রাসূলের আনুগত্য করা। মুসলমান নেতাদের কল্যাণ কামনার মাধ্যমে ভাল কাজে তাদের আনুগত্য করা ও তাদের বিদ্রোহ না করা এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণ কামনা দ্বারা তাদের উপদেশ দেয়া বুঝায়। অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ছালাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান, নেতার আদেশ শোনা ও তাঁর আনুগত্য করা এবং প্রত্যেক মুসলমানকে উপদেশ দেয়ার শপথ গ্রহণ করলাম'।[৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'একটি আয়াত হ'লেও তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও। বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে বর্ণনা কর, কোন দোষ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার উপরে মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিল'।[১০] হাদীছটিতে দাওয়াতের গুরুত্ব ফুটে ওঠেছে। সেই সাথে এ বিষয়েও সাবধান করা হয়েছে যে, তাতে যেন মিথ্যার লেশমাত্র না থাকে। নতুবা তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

বিদায় হজ্জের ভাষণেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একই নির্দেশ প্রদান করে বলেন, أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ 'উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়'।[১১]

মানুষকে আল্লাহ্র পথে আনার জন্যে নিজেদের মধ্যে আকাংখা থাকতে হবে। এজন্যে আল্লাহ্র তাওফীক প্রয়োজন। যাতে হক্বপন্থী ব্যক্তি মানুষকে হেদায়াতের পথে ডাকার জন্য নিজের ভিতর থেকেই উৎসাহ পান ও তাকীদ অনুভব করেন। এই সহজাত আকাংখা (Instinct) না থাকলে শত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি সমাজ সংস্কারে ব্যর্থ হবে।[১২] দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ভয় করা বা সংশয় রাখা যাবে না। কারণ মহান আল্লাহ আমাদের সাথে

৮. মুসলিম হা/১৯৬; আহমাদ হা/১৬৯৪; তিরমিযী হা/১৯২৬।
৯. বুখারী হা/৫৭, 'ঈমান' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৯৯; আহমাদ হা/১৯১৯১।
১০. বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া হা/৩৪৬১; আহমাদ হা/৬৪৮৬।
১১. বুখারী হা/৬৫, ৪০৫৪, ৫১২৪, ৬৮৯৩।
১২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত, পৃষ্ঠা নং- ২৭।

আছেন মর্মে তিনি বলেন, لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 'তোমরা ভয় করো না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সব কিছু শুনি ও দেখি' *(ত্বোয়াহা ২০/৪৬)*।

আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে দাওয়াত দানের বহুবিধ ফযীলত রয়েছে। যেগুলো পড়লে বা শুনলে মুমিন হৃদয় দাওয়াত দানের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে, শত ঝঞ্ঝাট উপেক্ষা করেও দাওয়াতী ময়দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে উদ্বুদ্ধ হয়। দাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ 'কোন ব্যক্তি যদি ভালো কাজের পথ দেখায়, সে ঐ পরিমাণ নেকী পাবে, যতটুক নেকী পাবে ঐ কাজ সম্পাদনকারী নিজে'।[১৩]

খায়বার যুদ্ধের সেনাপতি আলী বিন আবু তালিবকে নছীহতের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ 'আল্লাহ্‌র কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একজন লোককেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটা তোমার জন্য লাল উটের (কুরবানীর) চেয়েও উত্তম হবে'।[১৪]

উট ছিল আরব মরুর উৎকৃষ্ট বাহন ও উত্তম সম্পদ। তন্মধ্যে লাল উট ছিল আরো মূল্যবান। এজন্য হাদীছে লাল উটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً. 'যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে মানুষকে ডাকে তার জন্য ঠিক ঐ পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে, যে পরিমাণ ছওয়াব পাবে তাকে অনুসরণকারীগণ। এতে অনুসরণকারীগণের ছওয়াব সামান্যতম কমবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার পথে কাউকে ডাকবে সে ঠিক ঐ পরিমাণ গোনাহ পাবে, যে পরিমাণ গোনাহ পাবে তাকে অনুসরণকারীগণ। এতে অনুসরণকারীদের গুনাহ সামান্যতম হ্রাস করা হবে না'।[১৫]

১৪. ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির সোপান :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، يَعْنِي اَهْلَ الاَهْوَاءِ، كُلُّهَا فِى النَّارِ اِلاَّ وَاحِدَةً وَهِىَ الْجَمَاعَةُ 'নিশ্চয়ই এ উম্মত তিয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হবে অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসারীরা। একটি দল ব্যতীত তাদের সবগুলো জাহান্নামে যাবে। আর সেটি হ'ল জামা'আত'।[১৬] সুনান ইবনে মাজাহতে আওফ বিন মালেক আশজাঈ হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ 'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন রয়েছে তাঁর কসম করে বলছি, 'অবশ্যই আমার উম্মত তিয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। তার মধ্যে একটি দল জান্নাতে যাবে আর বাহাত্তরটি জাহান্নামে যাবে। বলা হ'ল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তারা কারা? তিনি বললেন, জামা'আত'।[১৭]

বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনের চেয়ে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অধিকতর কল্যাণকর। আর এতে দুনিয়াতে ক্ষতিগ্রস্থ হলেও পরকালে চিরস্থায়ী লাভবান হবে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى 'যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসবে, সে তার আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতকে ভালবাসবে, সে তার দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অতএব তোমরা ধ্বংসশীল বস্তুর উপরে চিরস্থায়ী বস্তুকে অগ্রাধিকার দাও'।[১৮]

শেষ কথা :

এ জগৎ সংসার ফেৎনা ও ফেৎনাবাজদের আড্ডাখানা। ধর্মীয় ফেৎনা, রাজনৈতিক ফেৎনা, অর্থনৈতিক ফেৎনাসহ নানামুখী ফেৎনায় এ সমাজ জর্জরিত। ফেৎনায় ফেৎনায় শান্তিময় পৃথিবী অশান্তির অগ্নিকুন্ডে পরিণত হয়েছে। বর্তমান যুগের ইলেকট্রনিক্স ফেৎনার কথা ভাবলে গা শিউরে উঠে। আসলকে নকল বানানোর বাস্তব সম্মত ফেৎনার যুগ এটি। দুনিয়াবী তুচ্ছ স্বার্থকে কেন্দ্র করে হানাহানি, রাহাজানি, ধোঁকাবাজি, মুনাফাখোরী, আমানতে খেয়ানত, পরস্পরে সন্দেহ এবং ধর্মীয় কোন্দল এখন চরমে। এমতাবস্থায় জামা'আত বিহীন জীবনযাপন হলো ফেৎনাকে আলিঙ্গন করা এবং ধ্বংসের আস্তেকুড়ে নিক্ষিপ্ত হওয়া। নিশ্চয়ই একজন সচেতন মুমিন মুসলমানের জন্য এমনটি কখনো কাম্য নয়। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

---

১৩. *মুসলিম হা/৪৮৯৯, 'নেতৃত্ব' অধ্যায়; রিয়াযুছ ছালেহীন (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০০) ১/১৪৯, হা/১৭৩।*

১৪. *বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৭৫।*

১৫. *মুসলিম হা/৬৮০৪; রিয়াযুছ ছালেহীন ১/১৪৯, হা/১৭৪।*

১৬. *আবুদাউদ হা/৪৫৯৭; তিরমিযী হা/২৬৪১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২; ছহীহাহ হা/২০৩; ছহীহুল জামে' হা/১০৮২; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১২৪৩৫; মিশকাত হা/১৭১।*

১৭. *ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২; ছহীহাহ হা/১৪৯২; যিলালুল জান্নাহ হা/৬৩।*

১৮. *আহমাদ হা/১৯৭১২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২৪৭; মিশকাত হা/৫১৭৯।*

মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা

- আব্দুর রহীম

(৭ম কিস্তি)

ছাহাবায়ে কেরামের (রাঃ)-এর জীবনীতে মূল্যহীন দুনিয়ার অবস্থা :

রাসূল (ছাঃ) যেমন এই মূল্যহীন দুনিয়ার মোহে পড়ে যাননি, তেমনি ছাহাবায়ে কেরামও দুনিয়ার মোহে পড়ে আখেরাতকে ভুলে যাননি। বরং তারা রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো আদর্শকে আঁকড়ে ধরে জীবন পরিচালনা করেছেন। তারা কখনো দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য অর্থ-সম্পদকে প্রধান অবলম্বন মনে করেননি। তারা কখনো অট্টালিকা নির্মাণের স্বপ্নও দেখেননি। বরং তারা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শকে অনুসরণ করে পরকালে জান্নাত লাভের স্বপ্ন দেখেছেন। তাহলে আমরা কেন আজ তাদের আদর্শকে পরিহার করে অন্য স্বপ্ন দেখছি। তাদের জীবনাচার আমাদের কি শিক্ষা দেয়? একটু পরখ করে নেওয়া যাক। হাদীছে এসেছে- আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَتَمَثَّلْتُ بِهذَا الْبَيْتِ:مَنْ لا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعا.. يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ مَدْفُوقا فَقَالَ: يَا بُنَيَّه لا تَقُولِي هكَذَا، وَلَكِنْ قُولِي {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} [ق: ١٩]. ثُمَّ قَالَ: فِي كَمْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم-؟. فَقُلْتُ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَاب، فَقَالَ: كَفِّنُونِي فِي ثَوْبَيَّ هذَيْنِ، وَاشْتَرُوا إِلَيْهِمَا ثَوْباً جَدِيداً، فَإِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، وَإِنَّمَا هِيَ لِلْمَهْنَةِ، [أَوْ لِلْمُهْلَةِ]

‘আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) যখন পীড়িত ছিলেন, তখন আমি তার নিকটে ছিলাম। আমি নিম্নের কবিতা পাঠ করছিলাম, مَنْ لا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعا.. يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ مَدْفُوقا‘.....যার চোখের অশ্রু টলটলায়মান, তা যেন অচিরেই ফেটে পড়বে’। তখন তিনি বললেন, হে বৎস! এভাবে বল না। বরং বল, ‘আর মৃত্যু যন্ত্রণা আসবেই সুনিশ্চিতভাবে। যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে’ *(ক্বাফ ৫০/১৯)*। এরপর তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কয়টি কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল? আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, তিনটি কাপড়ে। তারপর আবুবকর (রাঃ) তার পরিধানে যে কাপড় ছিল সেই কাপড়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, আয়েশা! এই দু’টি কাপড়ে আমাকে কাফন পরাবে এবং আরেকটি নতুন কাপড় কিনে যোগ করবে। কারণ মৃত ব্যক্তি অপেক্ষা জীবিত লোকেরই নতুন কাপড় প্রয়োজন বেশী, আর এই কাপড় মৃতের পুঁজের জন্য।[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَمَّا ثَقُلَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ أَىُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا يَوْمُ الاِثْنَيْنِ. قَالَ فَأَىُّ يَوْمٍ قُبِضَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قُلْنَا قُبِضَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ. قَالَ فَإِنِّى أَرْجُو مَا بَيْنِى وَبَيْنَ اللَّيْلِ. قَالَتْ وَكَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ فِيهِ رَدْعٌ مِنْ مِشْقٍ فَقَالَ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلُوا ثَوْبِى هَذَا وَضُمُّوا إِلَيْهِ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ فَكَفِّنُونِى فِى ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ. فَقُلْنَا أَفَلاَ نَجْعَلُهَا جُدُداً كُلَّهَا قَالَ فَقَالَ لاَ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ. قَالَتْ فَمَاتَ لَيْلَةَ الثُّلاَثَاءِ– পীড়িত ছিলেন তখন জিজ্ঞেস করলেন, আজ কোন দিন? আমরা বলল, সোমবার। তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) কোনদিন মারা যান? আমরা বলল, সোমবারে। তিনি বললেন, আমি আশা করছি, আমি এখন থেকে রাতের মধ্যেই মারা যাব। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তার দেহে সুগন্ধী যুক্ত কাপড় ছিল। তিনি বললেন, আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা এই কাপড়টি পরিষ্কার করবে এবং এর সাথে আরো দু’টি নতুন কাপড় যোগ করে আমাকে তিনটি কাপড়ে কাফন পরাবে। আমরা বলল, আমরা কি সবগুলো কাপড় নতুন দিব না? তিনি বললেন, না। আর এই কাপড় মৃতের পুঁজের জন্য। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি মঙ্গলবার রাতে মারা যান।[২]

ছাহাবায়ে কেরামের নতুন কাপড়ের প্রতি আগ্রহ ও লোভের বিপরীতে অনীহা ছিল। কারণ তারা দুনিয়াকে কখনো স্থায়ী ঠিকানা মনে করেননি। আবার তারা পরকালকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে দুনিয়ার সম্পদ উপার্জনের সময় পাননি। তারা খুব সাধারণ কাপড় পরিধান করে জীবন অতিবাহিত করতেন। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ ، إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ ، قَدْ رَبَطُوا فِى أَعْنَاقِهِمْ ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ

১. *ইবনু হিব্বান হা/৩০৩৬; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/৪০৬২, সনদ ছহীহ।*

২. *আহমাদ হা/২৪২৩২; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৬৪৬৫, সনদ ছহীহ।*

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সত্তর জন আছহাবে ছুফফা দেখেছি, তাঁদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কেউ ছিল না যাঁর পূর্ণ কোন চাদর ছিল। কারো লুঙ্গি কিংবা ছোট চাদর থাকত যেটাকে তাঁরা গলায় বেঁধে রাখতেন। তার কোনটা কারো হাঁটুর অর্ধেক পর্যন্ত এবং কোনটা গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছত। আর তিনি হাত দিয়ে সেটি ধরে রাখতেন, পরে তাঁর লজ্জাস্থান দেখা যায় এই আশঙ্কায়।[৩]

অন্য হাদীছে এসেছে, عن أَيْمَنَ قَالَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَقَالَتِ ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِى، انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِى الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ لِى مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلاَّ أَرْسَلَتْ إِلَىَّ تَسْتَعِيرُهُ– আয়মান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা (রাঃ) এর নিকট আমি হাযির হলাম। তার গায়ে তখন পাঁচ দিরহাম মূল্যের মোটা কাপড়ের কামিজ ছিল। তিনি আমাকে বললেন, আমার এ দাসীটার দিকে চোখ তুলে একটু তাকাও, ঘরের ভিতরে এটা পরতে সে অপসন্দ করে। অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় মদীনায় মেয়েদের মধ্যে আমারই শুধু একটি কামিজ ছিল। মদীনায় কোন মেয়েকে বিয়ের সাজে সাজাতে গেলেই আমার কাছে কাউকে পাঠিয়ে ঐ কামিজটি চেয়ে নিত (সাময়িক ব্যবহারের জন্য)।[৪]

অন্য হাদীছে এসেছে, কাছীর বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, دَخلتُ عَلى عَائشةَ أمِّ المُؤمنينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقالتْ: أَمسك حَتى أَخيطَ نَقبتِي. فَأمسكتُ فقلتُ: يَا أُم المؤمنينَ لَو خَرجتُ فَأخبَرتُهمْ لَعدُوهُ مِنك بُخلاً. قَالت: أَبصِر شَأنَك. إِنهُ لَا جَديدَ لِمن لَا يَلبَسُ الخَلقَ– 'আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি বলেন, একটু অপেক্ষা কর। আমি আমার নেক্বাবটি একটু সেলাই করে নেই। আমি অপেক্ষা করলাম। আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমি যদি বাইরে গিয়ে লোকজনকে অবহিত করি তবে তারা এটাকে আপনার কৃপণতা বলবে। তিনি বলেন, তুমি নিজের অবস্থার দিকে তাকাও। যে ব্যক্তি পুরাতন কাপড় পরিধান করে না তার জন্য নতুন কাপড় নয়।[৫]

অন্য হাদীছে এসেছে, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلَاثٍ لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ– 'আমি উমর (রাঃ)-কে দেখেছি যখন তিনি আমীরুল মু'মিনীন ছিলেন। আর তখন তার জামায় উভয় স্কন্ধের মধ্যস্থলে পর পর তিনটি তালি লাগানো ছিল।[৬]

অন্যত্র এসেছে, খালিদ ইবনু উমায়র আদাবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উকবা ইবনু গাযওয়ান (রাঃ) একদা আমাদের মাঝে ভাষণ দিলেন এবং প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে বললেন, দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবার সংবাদ দিয়েছে। দুনিয়ার সামান্য কিছু বাকী রয়েছে, যেমন খানার পর পাত্রে কিছু খাদ্য উচ্ছিষ্ট থাকে, যা ভক্ষণকারী রেখে দেয়। একদিন এ দুনিয়া ছেড়ে তোমরা অবিনশ্বর জগতের দিকে রওয়ানা করবে। সুতরাং তোমরা ভবিষ্যতের জন্য কিছু নেকী নিয়ে রওয়ানা কর। কেননা আমাকে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামের এক কোণে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হবে, অতঃপর তা সত্তর বছর পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে যেতে থাকবে, তথাপিও উহা তার তলদেশে পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহ্‌র শপথ! জাহান্নাম পূর্ণ হয়ে যাবে। তোমরা কি এতে বিস্ময় বোধ করছ? এবং আমার নিকট এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দুই পাল্লার মাঝে চল্লিশ বছরের সফরের পথ। অচিরেই একদিন এমন আসবে, যখন উহা মানুষের ভীড়ে পরিপূর্ণ থাকবে। আমি আমার প্রতি লক্ষ্য করেছি যে, আমি রাসূলের সাথী সাত ব্যক্তির সপ্তম জন ছিলাম। তখন আমাদের নিকট গাছের পাতা ব্যতীত আর কোন খাদ্যই ছিল না। ফলে আমাদের চোয়ালে ঘা হয়ে গেল। এ সময় আমি একটি চাঁদর পেয়েছিলাম। অতঃপর আমার ও সা'দ ইবনু মালিকের জন্য আমি তাকে দু'টুকরা করে নেই। এক টুকরা দিয়ে আমি লুঙ্গি বানিয়েছি এবং অপর টুকরা দিয়ে লুঙ্গি বানিয়েছে সা'দ ইবনু মালিক (রাঃ)। আজ আমাদের সকলেই কোন না কোন শহরের আমীর। অতঃপর তিনি বলেন, আমি আমার নিকট বড় এবং আল্লাহ্‌র নিকট ছোট হওয়া থেকে আল্লাহ্‌র পানাহ চাই। সমস্ত পয়গাম্বরের নবুঅতই এক পর্যায়ে নির্বাপিত হয়ে পড়েছে। অবশেষে উহা বাদশাহীর রূপ পরিগ্রহ করেছে। আমাদের পর আগমনকারী আমীর-উমারাদের সংবাদ তোমরা অচিরেই পাবে এবং তাদেরকে যাচাই করতে পারবে।[৭]

অন্য হাদীছে এসেছে খাব্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلاَّ بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُغَطِّىَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ–

৩. বুখারী হা/৪৪২; মিশকাত হা/৫২৪১; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩১৫।
৪. বুখারী হা/২৬২৮; মিশকাত হা/৪৩৭৬।
৫. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৭১, সনদ হাসান।
৬. মুয়াত্তা মালেক হা/৩৪০০; ছহীহুত তারগীব হা/২০৮২।
৭. মুসলিম হা/২৯৬৭; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩১২।

'আমরা নবী (ছাঃ)-এর সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেছিলাম, এতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করেছিলাম। আমাদের প্রতিদান আল্লাহ্র নিকটে নির্ধারিত হয়ে আছে। অতঃপর আমাদের মধ্যে অনেকে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বিনিময়ের কিছুই ভোগ করে যাননি। তাঁদেরই একজন মুছ'আব ইবনু উমায়ের (রাঃ)। আর আমাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যাঁদের প্রতিদানের ফল পরিপক্ক হয়েছে। আর তাঁরা তা ভোগ করছেন। মুছ'আব (রাঃ) উহুদের দিন শহীদ হয়েছিলেন। আমরা তাঁকে কাফন দেয়ার জন্য এমন একটি চাদর ব্যতীত আর কিছুই পেলাম না; যা দিয়ে তাঁর মস্তক আবৃত করলে তাঁর দু'পা বাইরে থাকে আর তাঁর দু'পা আবৃত করলে তাঁর মস্তক বাইরে থাকে। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাঁর মস্তক আবৃত করতে এবং তাঁর দু'খানা পায়ের উপর ইযখির (ঘাস) দিয়ে দিতে আমাদের নির্দেশ দিলেন।[৮]

ছাহাবায়ে কেরামের যেমন কাপড়ের প্রতি লোভ-লালসা ছিলনা তেমনি বড় বড় প্রাসাদ বা অট্টালিকার প্রতিও ছিলনা কোন লোভ-লালসা। বরং তারা খুব সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। সারাজীবন তারা কুঁড়েঘরে বাস করে জীবন শেষ করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে, হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنتُ أدخلُ بيوتَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِلافة عُثمان بْنِ عَفانَ، فَأتَناولُ سَقفَها بيدي- আমি ওছমান ইবনে আফফান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে নবী (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের ঘরসমূহে যাতায়াত করতাম। আমি তাদের ঘরসমূহের ছাদসমূহ আমার দুই হাতে নাগাল পেতাম।[৯]

অন্যত্র এসেছে, দাউদ ইবনে কায়েস (রহঃ) বলেন, رَأيتُ الحُجراتِ مِن جَريدِ النَّخلِ مُغشَّاة مِن خَارجٍ بمَسُوح الشَّعرِ وَأظُنُ عَرْضَ البَيتِ مِن بَاب الحُجرةِ إِلَى بَاب البيتِ نَحْوًا مِن سِتِ أَو سبعِ أَذرعٍ، وأحْزِرُ البيتِ الدَّاخِلَ عَشرَ أَذرعٍ، وأَظنُ سُمكَهُ بَين الثَّمانِ والسَّبْعِ نَحو ذَلك، ووقَفتُ عِند بَاب عَائشة فَإذا هُو مُستَقبلَ المَغربَ- 'খেজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত মুমিন জননীদের ঘরসমূহ আমি দেখেছি। এসব ঘরের বহির্দিকে (দেয়ালে) ছিল ঘাসের পলেস্তারা। আমার মনে হয় ঘরের প্রস্থ ছিল ঘরের দরজা থেকে বাড়ির ফটক পর্যন্ত প্রায় ছয়-সাত হাত, ভিতরের অংশ দশ হাত এবং উচ্চতা মনে হয় সাত-আট হাত হবে। আমি আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছি। তা ছিল পশ্চিমমুখী।[১০]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ أَنَّهُ رَأَى حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَرِيدٍ مَسْتُورَةً بِمُسُوحِ الشَّعْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ: كَانَ بَابُهُ مِنْ وِجْهَةِ الشَّامِ فَقُلْتُ: مِصْرَاعًا كَانَ أَوْ مِصْرَاعَيْنِ؟ قَالَ: كَانَ بَابًا وَاحِدًا، قُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ؟ قال: من عرعر أو ساج.

মুহাম্মাদ ইবনে হেলাল (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি দেখেছেন যে, নবী (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের হুজরাসমূহে খেজুর পাতার ছাউনি এবং বেড়া শুষ্ক ঘাস বা খড়ের ছিল। আমি মুহাম্মাদ ইবনে হেলালকে আয়েশা (রাঃ)-এর ঘর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, তার ঘরের দরজা ছিল সিরিয়া অভিমুখী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, দরজার কপাট কি একটি ছিল না দু'টি? তিনি বলেন, একটি। আমি বললাম, তা কি কাঠের ছিল? তিনি বলেন, সাইপ্রাস অথবা সেগুনকাঠের।[১১]

আরেকটি হাদীছের মধ্যে এসেছে,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لَا يَجِدُ شَيْئًا يَأْكُلُهُ، فَيَأْخُذُ الْجِلْدَةَ فَيَشْوِيهَا فَيَأْكُلُهَا، فَإِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا أَخَذَ حَجَرًا فَشَدَّ بِهِ صُلْبَهُ-

মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেন, যখন রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের জীবনে তিনদিন চলে যেত অথচ কোন খাবার পেতেন না। তখন তারা ছাগলের চামড়াকে ভুনা করতেন এবং সেগুলো খেতেন। আর যখন কিছুই পেতেন না তখন পাথর পেটে বাঁধতেন।[১২]

যেমন ফাযালা ইবনু ওবাইদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ خَرَّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ لِمَا بِهِمْ مِنْ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ مِنْ أَصْحَاب الصُّفَّةِ حَتَّى يَقُولَ الْأَعْرَابُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ مَجَانِينُ. فَإِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَلَاةَ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ عز وجل لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً —

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন লোকদের সাথে নিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করতেন, তখন কিছু লোক অসহনীয় ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছালাতের মধ্যেই দাঁড়ানো অবস্থা হতে পড়ে যেতেন। তারা ছিলেন ছুফফার সদস্য। তাদের এ অবস্থা দেখে বেদুঈনরা বলত, এরা পাগল নাকি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত

৮. বুখারী হা/১২৭৬; মিশকাত হা/৬১৯৬।

৯. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৪৯-৫০; শু'আবুল ঈমান হা/১০২৪৯।

১০. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৫১; শু'আবুল ঈমান হা/১০২৫০, সনদ ছহীহ।

১১. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৭৬, সনদ ছহীহ।

১২. ছহীহুত তারগীব হা/৩৩১০।

শেষ করে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের যে কি মর্যাদা রয়েছে তা তোমরা জানলে আরো ক্ষুধার্ত, আরো অভাব-অনটনে থাকতে পসন্দ করতে'।[১৩]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছুফফাবাসী ছাহাবীগণ ছিলেন মুসলিমদের মেহমান। তাদের কোন ঘর-সংসার বা ধন-সম্পদ ছিল না। আল্লাহ্র কসম, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, ক্ষুধার জ্বালায় আমি আমার পেট মাটিতে চেপে ধরতাম; এমনিভাবে ক্ষুধার তাড়নায় আমার পেটে পাথর বাঁধতাম। ছাহাবীরা যে পথ দিয়ে (মসজিদের উদ্দেশ্যে) বের হতেন তাদের সে পথে একদিন আমি বসে গেলাম। আবুবকর (রাঃ) আমার পাশ দিয়ে গেলেন। আমি তাঁকে আল্লাহ্র কিতাবের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তাঁর সঙ্গে (তার ঘরে) আমাকে নিয়ে যাবেন এই আশা নিয়েই কেবল আমি এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু তিনি চলে গেলেন। আমাকে সাথে নিয়ে গেলেন না। এরপর ওমর (রাঃ) এই পথ দিয়ে গেলেন। তাঁকেও আমি আল্লাহ্র কিতাবের একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি যেন আমাকে (তাঁর ঘরে) সঙ্গে নিয়ে যান এই আশা নিয়েই আমি প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি চলে গেলেন কিন্তু আমাকে সাথে নিলেন না। পরে আবুল কাসেম (রাসূল (ছাঃ)-এর উপনাম) এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই মুচকি হেসে বললেন, আবু হুরায়রা! আমি বললাম, লাব্বাইকা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, সঙ্গে চল। এরপর তিনি চলতে লাগলেন। আমিও তাঁর পেছনে পেছনে যেতে লাগলাম। তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। আমিও প্রবেশ অনুমতি চাইলাম। আমাকেও প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হ'ল। তিনি ঘরে একটি দুধের পেয়ালা পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের জন্য এই দুধ কোথা থেকে এসেছে? বলা হ'ল অমুক ব্যক্তি আমাদের জন্য হাদিয়া পাঠিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, আবু হুরায়রা! আমি বললাম, লাব্বায়কা। তিনি বললেন, ছুফ্ফাবাসীদের কাছে যাও এবং তাদের ডেকে নিয়ে এস। এরা ছিলেন মুসলিমদের মেহমান। এদের কোন ঘর-সংসার বা ধন-সম্পদ ছিল না। নবীজী (ছাঃ)-এর কাছে কিছু ছাদাকা আসলে তিনি তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, এর থেকে নিজে কিছু গ্রহণ করতেন না। আর যদি তাঁর কাছে কিছু হাদিয়া আসত তবে তিনি তাদের কাছে পাঠাতেন এবং নিজেও তা থেকে কিছু গ্রহণ করতেন এবং এতে তাদেরকেও শরীক করতেন। এতে আমি মনক্ষুন্ন হলাম। মনে মনে বললাম ছুফ্ফাবাসীদের মাঝে এই এক পেয়ালায় কি হবে? আর আমি তাদের মাঝে সংবাদ বাহক হচ্ছি। সুতরাং নাবীজীতো আমাকেই তাদের সামনে তা পরিবেশন করতে হুকুম দিবেন। হয়ত আমার ভাগ্যে কিছু নাও জুটতে পারে। অথচ আমি আশা করেছিলাম যে ক্ষুধা নিবারণের মত অংশ পাব। কিন্তু আল্লাহ্র আনুগত্য ও রাসূলের আনুগত্য ছাড়া কোন উপায় নেই, তাই আমি তাদের কাছে গেলাম এবং তাদেরকে ডেকে নিয়ে এলাম। তারা এসে নিজ নিজ স্থানে বসে গেল তিনি বললেন, আবু হুরায়রা! পেয়ালাটি নাও এবং তাদের পরিবেশন কর।

আমি পেয়ালাটি নিলাম এবং এক একজনকে তা পরিবেশন করতে লাগলাম, তিনি তা থেকে পরিতৃপ্তির সাথে পান করছিলেন এবং আমাকে তা ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি তখন তা অপরজনকে দিচ্ছিলাম। শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে তা নিয়ে পৌঁছলাম। ইতিমধ্যে উপস্থিত পুরা সম্প্রদায় পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন। রাসূল (ছাঃ) পেয়ালাটি নিয়ে হাতে রাখলেন এবং এরপর মাথা তুলে মুচকি হাসলেন। বললেন, আবু হুরায়রা! পান কর। আমি তা পান করলাম। তিনি পুনরায় বললেন, আরো পান কর। আমি পান করতে থাকলাম তিনি বলতে থাকলেন, তুমি পান কর। শেষে আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সেই সত্তার কসম, আমি আর এ জন্য কোন পথ পাচ্ছি না। তিনি তখন পেয়ালাটি নিলেন, আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং বিসমিল্লাহ বলে তা পান করে নিলেন।[১৪]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি উদর পূর্তির জন্য যা পেতাম তাতে সন্তুষ্ট হয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে সর্বদা লেগে থাকতাম। সে সময় রুটি খেতে পেতাম না। রেশমী কাপড় পরিধান করতাম না কোন চাকর-চাকরানীও আমার খেদমতে নিয়োজিত থাকত না। আমি পাথরের সাথে পেট লাগিয়ে রাখতাম। আয়াত জানা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিকে তা পাঠ করার জন্য বলতাম যাতে সে আমাকে ঘরে নিয়ে যায় এবং আহার করায়। মিসকীনদের প্রতি অত্যন্ত দরদী ব্যক্তি ছিলেন জা'ফর ইবনু আবু তালিব (রাঃ)। তিনি আমাদের নিয়ে খেতেন এবং ঘরে যা থাকতো তা-ই আমাদের খাওয়াতেন। এমনকি তিনি আমাদের কাঁচের পাত্রটিও বের করে আনতেন, যাতে ঘি থাকতো না। আমরা সেটাই ফেড়ে ফেলতাম এবং এর গায়ে যা লেগে থাকত, তা-ই চেটে খেতাম।[১৫]

অন্য হাদীছে এসেছে, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা একদিন আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর দেহে দু'টি কাতানের কাপড় (অর্থাৎ একটি কাতানের চাদর ও একটি লুঙ্গি) শোভা পাচ্ছিল। আবু হুরায়রা (রাঃ) তাঁর একটি দ্বারা নাক পরিস্কার করছিলেন। তখন তিনি বলে উঠলেন- বাহ, বাহ! আবু হুরায়রা কাতানের কাপড় দ্বারা নাক পরিস্কার করছ! অথচ এক সময় এমন ছিল যখন আমি নিজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর

১৩. *তিরমিযী হা/২৩৬৮; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩০৬; ছহীহাহ হা/২১৬৯।*

১৪. *বুখারী হা/৬৪৫২; তিরমিযী হা/২৪৭৭; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩০৩।*
১৫. *বুখারী হা/৩৭০৮; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩০৪।*

মিম্বার এবং আয়েশা (রাঃ)-এর হুজরার পার্শ্বে পেটের জ্বালায় কাতর হয়ে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতাম। প্রায় আগন্তুকই আমাকে মৃগী রোগী মনে করে গর্দানে পা দ্বারা আঘাত করত। প্রকৃতপক্ষে আমার মধ্যে উন্মাদনার লেশমাত্র ছিল না, বরং প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালাতেই আমার এ অবস্থা হতো।[১৬]

এমনিভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে শাক্বীক্ব বলেন, أَقَمْتُ بِالْمَدِينَةِ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ سَنَةً فَقَالَ لِى ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَمَا لَنَا ثِيَابٌ إِلاَّ الْبِرَادُ الْمُتَفَتِّقَةُ وَإِنَّهُ لَيَأْتِى عَلَى أَحَدِنَا الأَيَّامُ مَا يَجِدُ طَعَاماً يُقِيمُ بِهِ صُلْبَهُ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَأْخُذُ الْحَجَرَ فَيَشُدُّهُ عَلَى أَخْمَصِ بَطْنِهِ ثُمَّ يَشُدُّهُ بِثَوْبِهِ لِيُقِيمَ بِهِ صُلْبَهُ – ‘আমি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সাথে মদীনায় এক বছর ছিলাম। একদা যখন আমরা আয়েশা (রাঃ)-এর হুজরার কাছে ছিলাম, তিনি (আবু হুরায়রা) আমাকে বললেন, আমরা এমনও অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি যে, কয়েকটি ছেঁড়া-ফাটা চাদর ব্যতীত আমাদের কাছে অন্য কোন কাপড়ই থাকত না। আর আমাদের কারো কারো উপর দিয়ে এমন কয়েক দিন অতিবাহিত হয়ে যেত যে, সে তার পিঠ সোজা রাখার জন্য কোন খাদ্য পেত না। এমন কি আমাদের কেউ কেউ তার পিঠকে সোজা রাখার জন্য পাথর নিয়ে কাপড় দিয়ে পেটের নিম্নাংশকে বেঁধে রাখত।[১৭]

অন্যত্র এসেছে, বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَهُ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لاَ وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ. وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ وَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ. فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ– ‘মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের অবস্থা এই ছিল যে, যদি তাঁদের কেউ ছিয়াম পালন করতেন তাহলে ইফতারের সময় হলে ইফতার না করে নিদ্রা গেলে সে রাত্রে এবং পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না। কায়স ইবনু ছিরমা আনছারী (রাঃ) ছিয়াম করেছিলেন। ইফতারের সময় তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কিছু খাবার আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে আমি যাচ্ছি, দেখি আপনার জন্য কিছু খোঁজ করে আনি। তিনি দিনে কাজে নিয়োজিত থাকতেন। তাই ঘুমে তাঁর দু'চোখ বুজে গেল। এরপর তাঁর স্ত্রী এসে যখন তাঁকে দেখলেন, তখন তাঁকে বললেন, হায়, তুমি বঞ্চিত হয়ে গেলে! পরদিন দুপুর হলে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। এ ঘটনাটি নবী (ছাঃ)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়-ছিয়ামের রাতে তোমাদের স্ত্রী সম্ভোগ হালাল করা হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। এর হুকুম সম্বন্ধে অবহিত হয়ে ছাহাবীগণ খুবই খুশী হলেন। এরপর নাযিল হ'ল- আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা পরিষ্কার দেখা যায় *(বাকারা ২/১৮৭)*।[১৮]

আরেকটি হাদীছের মধ্যে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ‘জনৈক (ক্ষুধার্ত) ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে এল। তিনি খাদ্যদ্রব্য কিছু আছে কিনা তা জানার জন্য তাঁর সহধর্মিণীদের কাছে লোক পাঠালেন। তাঁরা জানালেন, আমাদের নিকট পানি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-বললেন, কে আছ যে এই (ক্ষুধার্ত) ব্যক্তিকে মেহমান হিসাবে নিয়ে নিজের সাথে খাওয়াতে পার? তখন জনৈক আনছারী ছাহাবী (আবু তালহা (রাঃ) বললেন আমি (পারব)। এ বলে তিনি মেহমানকে নিয়ে (বাড়িতে) গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রাসূল (ছাঃ)-এর মেহমানকে সম্মান কর। স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের আহার্য ব্যতীত আমাদের ঘরে অন্য কিছুই নেই। আনছারী বললেন, তুমি আহার প্রস্তুত কর এবং বাতি জ্বালাও। আর বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। (স্বামীর কথা অনুযায়ী) সে বাতি জ্বালাল, বাচ্চাদেরকে ঘুম পড়ালো এবং সামান্য খাবার যা তৈরী ছিল তা উপস্থিত করল। (তারপর মেহমানসহ তারা খেতে বসলেন) বাতি ঠিক করার বাহানা করে স্ত্রী উঠে গিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই অন্ধকারের মধ্যে আহার করার মত শব্দ করতে লাগলেন এবং মেহমানকে বুঝাতে লাগলেন যে তারাও সঙ্গে খাচ্ছেন। তাঁরা উভয়েই (বাচ্চারা সহ) সারা রাত অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। ভোরে যখন তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের গতরাতের কার্যকলাপ দেখে হেসে দিয়েছেন বা খুশী হয়েছেন এবং এ আয়াত নাযিল করেছেন- (আনছারদের অন্যতম গুণ হ'ল এই) তারা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*।[১৯]

---

১৬. বুখারী হা/৭৩২৪; তিরমিযী হা/২৩৬৭; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩০৫।

১৭. আহমাদ হা/৮২৮৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩০৭।

১৮. বুখারী হা/১৯১৫; হাকেম হা/৬৮৭৫; তিরমিযী হা/২৯৬৮, সনদ ছহীহ।

১৯. বুখারী হা/৩৭৯৮; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৪০।

অপর একটি ঘটনা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِىُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَا أَخَا الأَنْصَارِ كَيْفَ أَخِى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ. فَقَالَ صَالِحٌ.فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ ؟ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلاَ خِفَافٌ وَلاَ قَلاَنِسُ وَلاَ قُمُصٌ نَمْشِى فِى تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَّى جِئْنَاهُ فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ– ‘আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম, ইতিমধ্যে এক আনছারী এলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন। অতঃপর আনছারী ফিরে যেতে লাগলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আনছারের ভাই! আমার ভাই সা‘দ ইবনে উবাদাহ কেমন আছে? তিনি বললেন, ভাল আছে। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে (অসুস্থ সা‘দকে) দেখতে যাবে? সুতরাং তিনি উঠে দাড়ালেন এবং আমরাও উঠে দাঁড়ালাম। আমরা দশের কিছু বেশী ছিলাম। আমাদের না ছিল জুতা, আর না ছিল মোজা, টুপি কিংবা জামা। আমরা ঐ পাথুরে যমীনে (খালি) পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, এমনকি শেষ পর্যন্ত আমরা সা‘দ (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছে গেলাম। তার গৃহবাসীরা তাঁর নিকট থেকে সরে গেল, তখন রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ তাঁর নিকটবর্তী হলেন।[২০]

অন্য হাদীছে এসেছে, সা‘দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ‘আমরা যখন আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করেছি, তখন অবস্থা এমন ছিল যে, এই হুবলা এবং বাবলা বৃক্ষের পাতা ব্যতিরেকে আমাদের নিকট খাবার মত কোন কিছুই থাকত না। ফলে আমাদের এক একজন ছাগলের মত মল ত্যাগ করত।[২১]

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً قَالَ فَقُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا قَالَ نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِىُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ– ‘রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে একটি অভিযানে প্রেরণ করলেন এবং আবু উবায়দাকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করলেন। কুরায়শদের কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য রাখা এবং তাদের প্রতিরোধ করার দায়িত্ব ছিল আমাদের। তিনি পাথেয় স্বরূপ আমাদেরকে এক থলে খেজুর সাথে দেন। এছাড়া অন্য কিছু আমাদের জন্য তিনি পাননি। আবূ উবায়দা (রাঃ) আমাদেরকে দৈনিক একটা করে খেজুর দিতেন। রাবী বলেন, আমি তখন বললাম, তা দিয়ে আপনারা কিভাবে কি করতেন? আমি বললাম, আমরা তা চুষতাম যেভাবে শিশুরা চুষে থাকে। তারপর এর উপর পানি পান করে নিতাম এবং তা আমাদের দিবারাত্রের জন্য যথেষ্ট হত। এছাড়া আমরা আমাদের লাঠি দিয়ে (বাবলা) গাছের পাতা পেড়ে পানিতে তা ভিজিয়ে (নিয়ে তারপর তা খেয়ে) নিতাম।[২২]

অন্য হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَا لِي وَلِبِلالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلالٍ– ‘আল্লাহ্র পথে আমাকে এত ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র জন্য আমাকে এত যাতনা দেওয়া হয়েছে যে, আর কাউকে এত যাতনা দেওয়া হয় নি। এক নাগাড়ে ত্রিশটি দিন ও রাত্র এমনও অতিবাহিত হয়েছে যে বিলালের বগলের তলে রক্ষিত সামান্য খাদ্য ছাড়া আমার ও বিলালের জন্য এতটুকু খাদ্যও ছিল না যা কোন প্রাণী খেতে পারে’।[২৩]

সম্মানিত পাঠক! একটু খেয়াল করুন, ছাহাবায়ে কেরামের জীবন কীভাবে অতিবাহিত হয়েছে। এরপরেও তারা কখনো রিযিক অন্বেষণের ক্ষেত্রে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করেননি। তাদের জীবনে এত অভাব-অনটন ছিল যে খাদ্যের অভাবে তারা বেহুশ হয়ে যেতেন। মাঝে মধ্যে ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছালাত থেকে পড়ে যেতেন, যা আমরা উপরোক্ত হাদীছ সমূহে লক্ষ্য করেছি। আবার আমরা নিজেরা অনেকে বলে থাকি ছাহাবায়ে কেরাম এমন ছিলেন, কিন্তু কখনো কি তাদের জীবন যাপনকে অনুধাবন করে আমাদের বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করেছি? অনেকে তাদের জীবনী নিয়েও বই-পত্র লিখেছেন ও পড়েছেন, কিন্তু কয়জনের জীবনে পরিবর্তন এসেছে? আল্লাহ আমাদেরকে এই মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা থেকে মুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

(চলবে)

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ]

---

২০. মুসলিম হা/৯২৫; শু‘আবুল ঈমান হা/৯১৮৩।
২১. বুখারী হা/৫৪১২; মুসলিম হা/২৯৬৬; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩১১।
২২. মুসলিম হা/১৯৩৫; আবুদাউদ হা/৩৮৪০; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩০৯।
২৩. তিরমিযী হা/২৪৭২; মিশকাত হা/৫২৫৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩২৮১।

সাক্ষাৎকার : হাফেয লুৎফর রহমান

[আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী-এর সর্বজন শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হাফেয মাওলানা লুৎফর রহমান। প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকেই নিবেদিতপ্রাণ এই কর্মবীর শিক্ষকের পথ চলা। দীর্ঘদিনের সুখ-দুঃখের পথ পরিক্রমায় যার মেহনত ও স্নিগ্ধ ভালবাসার পরশ মিশে আছে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কোন এবং অসংখ্য আলেম-ওলামা, লেখক, গবেষক, সংগঠক ও ছাত্রের হৃদয়। সংগঠন ও মুহতারাম আমীরে জা'মাআতের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা অনুরণিত হয়েছে তার প্রতিটি কথা ও কর্মে। তিনি একজন নিভৃতচারী, তাহাজ্জুদগুজারী ও পরহেযগার ব্যক্তিত্ব। সেই সাথে আদর্শ ছাত্র গড়ার কারিগর। এই বর্ষীয়ান শিক্ষকের অনেক ছাত্রই এখন দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। তাঁর অভিজ্ঞতাপূর্ণ কর্মময় জীবন সম্পর্কে জানার লক্ষ্যে একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তাওহীদের ডাক সহকারী সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। তাওহীদের ডাক পাঠকদের খেদমতে তা পেশ করা হ'ল]

তাওহীদের ডাক : উস্তাদজী, আপনি কেমন আছেন, আপনার অসুস্থতার কথা শুনেছিলাম?

হাফেয লুৎফর রহমান : আলহামদুলিল্লাহ, আমি কিছুদিন আগে খুব অসুস্থ ছিলাম। এখন অনেকটা সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ্র কাছে লাখো-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি।

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্ম ও পরিবার সম্পর্কে জানতে চাই।

হাফেয লুৎফর রহমান : আমার জন্মস্থান বগুড়া যেলার গাবতলী থানাধীন মহিশবান ইউনিয়নের পারানীরপাড়া গ্রামে। আমার আব্বার নাম মহিউদ্দীন। আর আমার আম্মার নাম হল আলেফা বেগম। জন্ম তারিখ আমার সঠিক মনে নেই। কারণ আমি ছোট বেলাতেই আমার বাবা ও মাকে হারিয়েছিলাম। তবে আমার জন্ম আনুমানিক ১৯৫৬ সাল হতে পারে।

আমার পরিবার বলতে আমার বাবা দু'টি বিবাহ করেন। আমরা উভয় পক্ষ মিলে ভাই ৭ জন আর বোন ২ জন। আমার ছোট বোন ও মা কলেরা ও বসন্ত রোগে মারা যান। পরে আমার আব্বা দ্বিতীয় বিবাহ করেন। দ্বিতীয় পক্ষের আমরা চার ভাই। আমার প্রথম মায়ের কোন ছেলে-মেয়ে বেঁচে নেই। দ্বিতীয় মায়ের চার ভাই এখন জীবিত আছে। তার মধ্যে আমি দ্বিতীয়।

তাওহীদের ডাক : আপনার প্রাথমিক শিক্ষা কিভাবে এবং কত বছর বয়সে শুরু হয়েছিল?

হাফেয লুৎফর রহমান : বাল্যকালে পিতামাতার হারানোয় আমার অভিভাবকত্বের দায়িত্বটি মূলতঃ আমার বড় ভাই মুমতাযুর রহমানই পালন করেছিলেন। আমার পিতা জীবিত থাকতেই তিনি পাকিস্তানে পড়তে গিয়েছিলেন। আমার প্রাথমিক শিক্ষাটা একটু বৈচিত্র্যময় ছিল। আমার বড় ভাই ১৯৬৫ সালে যখন আমাকে পাকিস্তানে নিয়ে যান, তার ইচ্ছা ছিল প্রথমে আমাকে তিনি হিফয করাবেন। তারপর কিতাব পড়াবেন। কিন্তু যে মাদ্রাসাতে ভাই ছিলেন সেখানে হিফয বিভাগ ছিল না। বিধায় সেখানকার জনৈক একজন বাংলাদেশী হাফেযের কাছেই খেলাচ্ছলে উর্দূ ও আরবী অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আমার প্রায় ছয় মাস কেটে যায়। অতঃপর আমার যতদূর মনে পড়ে আমার বড় ভাই আমাকে নয় বছর বয়সে স্বনামধন্য হাফেয ক্বারী মাওলানা আব্দুল হাকীমের নিকটে নূরানী ক্বায়দা ও উর্দূ পড়তে পাঠায়। সেখানে কিছুদিন পড়ার পর আমাকে তিনি এক হানাফী মাদরাসায় হিফয বিভাগে ভর্তি করে দেন। এভাবে হিফযের মাধ্যমে আমার প্রাতিষ্ঠানিক জীবন শুরু হয়।

তাওহীদের ডাক : আপনার পিতৃতুল্য বড় ভাই সম্পর্কে একটু জানতে চাই? তিনি কিভাবে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন?

হাফেয লুৎফর রহমান : আমার বড় ভাইয়ের নাম মাওলানা মুমতাযুর রহমান। উনি আমার দু'বছর আগেই পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। আমার বড় ভাই প্রথমে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে এলাকায় লায়েলপুর যেলা মামূকাঞ্জন থানা দারুল উলূম মাদরাসা থেকে দাওরা হাদীছ পাশ করেন। তিনি করাচিতে বাহরুল উলূম মাদরাসা থেকে পুনরায় দাওরা ফারেগ হয়েছিলেন। অতঃপর উনি সঊদী আরব গিয়েছিলেন। সেখান থেকে দেশে ফিরে আসার পর তিনি ব্যবসা করতেন। এখন তিনি বেঁচে নেই। এক বছর হ'ল উনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

তাওহীদের ডাক : হিফযের পাশাপাশি আপনার ভাইয়ের মত আপনি উচ্চতর শিক্ষার কোন সুযোগ পেয়েছিলেন কি?

হাফেয লুৎফর রহমান : আমি দুই বছর হানাফী মাদরাসায় ছিলাম। কায়দা ও নাযরানাসহ সেখানে দুই বছরে পাঁচ পারা শেষ করেছিলাম। আমার ভাই দারুল উলূম মাদ্‌রাসা থেকে ফারেগ হয় এবং তিনি সেখান থেকে করাচিতে চলে গেলেন। তারপর তিনি বাহরুল উলূম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হলেন। আর আমাকে তিনি দারুল হাদীছ রহমানিয়া মাদ্‌রাসাতে ভর্তি করে দেন হিফয বিভাগে। যার অধ্যক্ষ ছিলেন তদানিন্তীন প্রখ্যাত আহলেহাদীছ বিদ্বান মাওলানা হাকেম আলী কানাল্লাহু লাহু। যিনি আমাদের সম্মানিত প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফীসহ অনেকের উস্তায ছিলেন। ১৪ বা ১৫ বছর

বয়সে হিফয শেষ করার পর আমি পাঞ্জাবে গুজরানওয়ালা মাদরাসায় এক বছর ক্বারিয়ানাতে পড়াশোনা করেছিলাম এবং সে বছরেই দেশে ফিরে আসি।

পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য আমি চাঁপাই নবাবগঞ্জ জামিয়া ইসলামিয়া মাদরাসায় গমন করি। তখন জামিয়া ইসলামিয়ার মুহতামিম ছিলেন মতিউর রহমান ছাহেব দেওবন্দী। অতঃপর সেখানে আমি মীযান ও নাহুমীর থেকে পড়া শুরু করি। কেননা আমার কিতাব বিভাগে কোন পড়ালেখা ছিল না। তারপর ময়মনসিংহে আল-জামিআতুস সালাফিয়াহ চকপাঁচপাড়া ত্রিশাল মাদরাসায় গেলাম এবং সেখানে আমি নাসাঈ পর্যন্ত পড়েছিলাম। এভাবে ২২-২৩ বছর বয়সে আমার উচ্চতর পড়াশোনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

তাওহীদের ডাক : মারকাযের বর্তমান প্রিন্সিপাল আব্দুল খালেক সালাফী উস্তাদজীর সাথে পাকিস্তানে আপনার সাক্ষাৎ হয় কিভাবে?

হাফেয লুৎফর রহমান : আমি যখন জামেআ রহমানিয়া করাচীতে সম্ভবত ২০ কিংবা ২১ পারা হিফয করেছিলাম, তখন তিনিসহ সাতজন বাঙ্গালী ছাত্র ওখানে গিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। তখন মাদরাসায় শাখা ছিল দু'টি। একটি দাওরায়ে হাদীছ শাখা আর অপরটি হিফয শাখা। আমি হিফয শাখাতে থাকি আর তাঁরা দাওরাতে থাকেন। এই দুই শাখার দূরত্ব ২ মাইল রাস্তা। এক জায়গায় রান্না হয়, আর দুই জায়গায় খাওয়া-দাওয়া হ'ত। হিফযখানা ছিল আসানমাল উঝা রোড আরামবাগ মৌলভী মুসাফের খানা। আর এটা ছিল পুরাতন মাদরাসা। পাকিস্তান স্বাধীনের পর ভারত থেকে চলে আসা দিল্লীর রহমানিয়া মাদ্রাসার কিছু আহলেহাদীছ সদস্য করাচীতে গিয়ে প্রথমে একটা বিল্ডিং নিয়ে মাদরাসা চালু করেন। পরে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে গেলে সোলজার বাজার করাচী নং ৩ জায়গা কিনে সেখানে নতুন দাওরায়ে হাদীছ মাদরাসা চালু হয়। সেখানে তৎকালীন ২০-২২ বছরের যুবক আমাদের মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী তিরমিযী অথবা আবুদাউদ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। আরও কিছু বাংঙ্গালী ছাত্র সেখানে ভর্তি হয়েছিল। পরবর্তীতে আমাদের হিফযখানাটাও সেখানে স্থানান্তরিত হলে সমন্বিত রহমানিয়া মাদরাসার একই রুমে আমরা থাকতাম।

তাওহীদের ডাক : উস্তাদজী যদি বিশেষ কোন পরহেযগার উস্তাদের গল্প শুনাতেন যা আপনার জীবনকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছিল?

হাফেয লুৎফর রহমান : আমি পাকিস্তানের যে মাদরাসায় পড়াশোনা করেছিলাম তা ছিল বহুমুখী শিক্ষার কেন্দ্র এবং আহলেহাদীছদের অনন্য একটি মারকায। যেমন সেখানে হিফয বিভাগ, দাওরা হাদীছ, ক্বারিয়ানা বিভাগ ছিল। অত্র মাদরাসায় মাওলানা আব্দুল্লাহ নামে একজন আলেম ছিলেন যিনি খুবই পরহেযগার, আল্লাহওয়ালা ছিলেন। যিনি সবসময় কুরআন পড়তেন, শুধুমাত্র পেশাব-পায়খানা যাওয়া ব্যতীত। এমনকি আমি উনাকে রাস্তায় চলাফেরাতেও কুরআন পড়তে দেখেছি। এতদ্ব্যতীত মুহাতামিম মাওলানা হাকেম আলী কানাল্লাহু লাহু, ক্বিরআত ও হিফয বিভাগের প্রধান আমার উস্তাদ ক্বারী আসলাম ছাহেব মত কিছু আল্লাহওয়ালা আলেম-ওলামার আমল-আখলাক আমাকে খুবই প্রভাবিত ও বিমোহিত করেছিল।

তাওহীদের ডাক : তদানিন্তনকালে পাকিস্তানে কারা বিখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম ছিলেন?

হাফেয লুৎফর রহমান : ঐ সময় আহলেহাদীছ জামা'আতের বড় বড় আলেম ছিলেন যেমন- হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ গোন্দলভী, হাফেয আব্দুল কাদের রৌপড়ী, মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন শেইখুপুরী, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল গাফ্ফার সালাফী, মাওলানা বদিউদ্দীন শাহ রাশীদী, আল্লামা ইউসুফ কালকাত্তাবী, ক্বারী আব্দুল খালেক রহমানী, আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর প্রমুখ।

তাওহীদের ডাক : মাওলানা ইহসান ইলাহী যহীরের সাথে আপনার কখনও সাক্ষাৎ হয়েছিল কি?

হাফেয লুৎফর রহমান : হ্যাঁ, উনার সাথে আমার একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। যখন উনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারেগ হয়ে আসলেন। আসার পরে তিনি রাজনীতিতে নামলেন এবং আহলেহাদীছদেরকে বিভিন্ন দল থেকে বের করে নিয়ে সকলকে একটা প্লাটফর্মে একত্রিত করতে চাইলেন। আর গুজরানওয়ালা মাদ্রাসা অর্থাৎ আমি যেখানে পড়াশোনা করেছি, আল্লামা ইহসান এলাহী যহীর ছাহেব সেখান থেকেই দাওরা হাদীছ ফারেগ হয়েছিলেন।

তাওহীদের ডাক : উস্তাদজী পাকিস্তানে নাকি আপনার আযানে ও ক্বিরাতে বেশ সুনাম ছিল?

হাফেয লুৎফর রহমান : হ্যাঁ, মোটামুটি পাকিস্তানে ছাত্রদের মধ্যে আমার একটা সুনাম ছিল। বিশেষ করে আমরা যত ছাত্র ছিলাম, তাদের মধ্যে আমার ক্বিরাত ও আযান নাকি সবার কাছে ভালো লাগত। এমনকি কোন ক্বিরাত সেমিনার হ'লে আমার নামই বেশী আসত। আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে এসেও মহান আল্লাহ আমার এই সম্মান বজায় রেখেছেন।

তাওহীদের ডাক : আপনার কর্মজীবন কিভাবে শুরু হয়েছিল?

হাফেয লুৎফর রহমান : ১৯৮৩ সালে আমি প্রথমে চাকরি শুরু করি বগুড়া যেলার গাবতলী থানাধীন সন্ধ্যাবাড়ী মাদরাসায়। সেখানে কিছুদিন থাকার পর আমি সেখান থেকে আমি চাঁপাইনবাবগঞ্জ যেলার নাচোল মাক্তাপুর দারুল কুরআন হাফেযী মাদরাসা চলে আসি এবং দুই বছর চাকুরী করি। সেখান থেকে আমি আবার বগুড়াতে ফিরে গিয়ে শহরে জমঈয়ত পরিচালিত একটি মসজিদ ও মাদরাসায় যোগ দিই এবং ১৯৮৫ সালে বিবাহ করি। সেখানে তিন বছর চাকরি করার পর চলে গেলাম ঢাকা কেরানীগঞ্জ দোলেশ্বর

মাদরাসায়। অতঃপর আমি পুনরায় বগুড়ার মাদরাসায় ফিরে আসি।

তাওহীদের ডাক : আপনার সাথে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের কখন কিভাবে সাক্ষাৎ হয়?

হাফেয লুৎফর রহমান : আল-জামিআতুস সালাফিয়াহ চকপাঁচ পাড়া ত্রিশাল মাদরাসায় ছাত্রবস্থায় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে আমার ও বর্তমান আন্দোলনের মুবাল্লিগ আব্দুল হামীদ ভাইয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। উনি সেখানে যুবসংঘে'র দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দাওয়াতে অনুপ্রাণিত হয়ে সেখানে আমরা যুবসংঘের শাখা খুলে দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। দোলেশ্বরে যাওয়ার পর সেখানে আমীরে জামা'আতের সাথে আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। দোলেশ্বরে গিয়েও আমি ও আমার দিনাজপুরের ছাত্র কামারুয্যামান দু'জনে মিলে যুবসংঘে'র শাখা খুলি।

তাওহীদের ডাক : বগুড়ায় জমঈয়তের মাদরাসায় চাকুরী করে যুবসংঘ করতে আপনাকে কি কোন সমস্যায় পড়তে হয়েছিল?

হাফেয লুৎফর রহমান : যুবসংঘে'র সাবেক ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব শেখ রফীকুল ইসলাম চাঁপাইনবাবগঞ্জ হিফযুল উলূম মাদরাসায় ছাত্র থাকাকালীন একবার বগুড়ায় আমার মাদরাসায় সংগঠন বিষয়ক জোরালো বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যে আমার ভিতরে খুব রেখাপাত করেছিল। পরবর্তীতে যুবসংঘে'র তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলামের মাধ্যমে যুবসংঘে'র শাখা খুলে জমঈয়তে আহলেহাদীছের মাদরাসায় যুবসংঘে'র সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করি। জমঈয়ত থেকে আমাদের বলা হ'ল, আপনারা যুবসংঘ করতে চান, সেটা করা যাবেনা। কারণ আমরা যুবসংঘ বাদ দিয়েছি । তাই যুবসংঘ না হয়ে শুব্বানের শাখা হবে। তখন আমি বললাম, যুবসংঘ আর শুব্বান তো একই হ'ল। পার্থক্যের কি হ'ল? তখন তারা বলল, যুবসংঘ ড. গালিব ছাহেবের দল, তাই করা যাবেনা। আর আমাদের হ'ল শুব্বান তাই এখানে শুব্বানই করতে হবে। তখন তারা যুবসংঘের সাইনবোর্ড খুলে ফেলল। পরে আমি ভাই আনছার আলী মাস্টার, আব্দুর রহীম, আইয়ুব আলীকে খবর দিলে তারা পুনরায় প্রায় ২০/২৫ জন কর্মী নিয়ে এসে মিটিং করে সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে দিলেন এবং আইয়ুব ভাই রাস্তার উপর জোরালো বক্তব্য দিয়ে চলে গেলেন। এক পর্যায়ে আমার সাথে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তারা আমাকে বললেন, আপনি হয় যুবসংঘ ছাড়বেন, নয়তো মাদ্‌রাসা ছাড়বেন। তখন আমি নিজ এলাকা হিসাবে সাহস করে বললাম, আমি যুবসংঘও ছাড়ব না, আর মাদরাসাও ছাড়ব না, আপনারা যা খুশী করতে পারেন। তখন তারা বললেল, কি এত বড় কথা? আমাদের মাদ্‌রাসায় থাকেন আবার আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন? তখন আমি বললাম, মাদরাসা তো আপনাদের না, মাদ্‌রাসা তো আমার। আপনারা শুধু কমিটিতে আছেন। আর আমিই সব কাজ করি রশিদ বই দিয়ে আদায় করি। তখন উনারা আমার বেতন বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দেয়। তবুও আমি রশিদ বইয়ে আদায় করি; হিসাব করি; বই জমা দেই ও বেতন কাটি। কেননা মাদ্‌রাসার সেক্রেটারীর কাছ থেকে পূর্বেই প্রায় দশটি রশিদ বই আমার কাছে জমা ছিল। এভাবেই প্রায় দশ মাস চলেছে। এক পর্যায়ে সেখানে যুবসংঘের শাখা জোরদার হওয়ার কারণে মসজিদে ফরয ছালাতের পর সম্মিলিত মোনাজাত বন্ধ হয়ে গেল। তারপর দিনাজপুরের মাওলানা যিল্লুর রহমান নাদভীকে ইমাম নিয়োগ করা হ'ল। তিনি ইমাম হিসাবে নিয়োগ হওয়ার পর অসীলা দো'আ চালু করেন। কিন্তু নিজে সাহস না পেয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে কাজেমকে দিয়ে বক্তব্য দেওয়ান এবং তিনি দো'আ সম্পর্কে আলোচনা করেন। শুধুমাত্র যুবসংঘে'র উপর হিংসার বশবর্তী হয়ে এভাবে তারা পুনরায় সম্মিলিত বিদ'আতী দো'আ চালুর অপচেষ্টা চালায় এবং আমাকে কোনঠাসা করে রাখে।

তাওহীদের ডাক : আমাদের নওদাপাড়া মাদরাসায় আপনি কখন, কিভাবে যোগদান করলেন?

হাফেয লুৎফর রহমান : বগুড়ায় যখন দ্বন্দ্ব হয়ে গেল, সেখানে থাকা আমার জন্য অসম্ভব হয়ে গেল। তখন আমি চিন্তা করলাম কি করব? ইতিমধ্যে যুবসংঘে'র তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি কুষ্টিয়ার আবু বকর ভাইয়ের মাধ্যমে আমীরে জামা'আত ও আব্দুছ ছামাদ সালাফী ছাহেব জানতে পেরেছিলেন যে, হাফেয ছাহেব ওখানে খুব সংগ্রাম করে টিকে আছেন। এক পর্যায়ে আবু বকর ভাই বললেন, আপনি যদি এখানে থাকতে পারেন তাহলে আমরাই আপনার বেতন দিব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু সেটা সম্ভব হ'ল না। অবশেষে আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম। পরবর্তীতে আমাকে নওদাপাড়া মারকাযে ডাকা হ'ল। তারপর অনেকের সাথে পরামর্শ করলাম, আমি আসার পূর্বে আমার ছাত্র হাফেয ইউনুছকে পাঠালাম। হাফেয ইউনুছ মারফত আমাকেও কেন্দ্রে ডাকা হ'ল। অবশেষে ১৯৯৩ সালের জুন মাসে মূলতঃ আমীরে জামা'আতের প্রতি ব্যক্তিগত ভালোবাসা থেকে আমি কেন্দ্রীয় মারকাযে চলে আসি।

তাওহীদের ডাক : মারকাযে যখন আসেন তখন এখানকার অবকাঠামো কেমন ছিল?

হাফেয লুৎফর রহমান : আমি এখানে এসে হিফযখানার দায়িত্ব গ্রহণ করি। প্রথম প্রথম আমি এখানে থাকতে পারব না বলে মনে করতে লাগলাম। কেননা ছোট থেকেই আমার চা খাওয়ার অভ্যাস ছিল। সেসময় এখানে একটা চায়ের দোকান পর্যন্ত ছিল না। নওদাপাড়া ছিল তখন নিছক একটি গ্রাম। কোন দোকান-পাট ছিলনা; বাড়িঘরহীন, জনমানবশূন্য একটি ধূ ধূ প্রান্তরের মত পড়ে ছিল। অবকাঠামো বলতে তখন মাদ্রাসার একতলা নতুন ভবন হয়েছে। কোন কোন ঘরের মেঝে পাকা ছিলো না। ৬০-৭০ জন ছাত্র এবং ১৪ জন শিক্ষক দিয়ে মাদরাসার কিতাব বিভাগ এবং হিফয

বিভাগের ক্লাস পরিচালিত হ'ত। ছেলেরা মাটিতে চট বিছিয়ে বসত এবং চাটাইয়ে বসিয়ে ক্লাস হত। তখন মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন আব্দুছ ছামাদ সালাফী ছাহেব।

তাওহীদের ডাক : আপনার জীবনের বিশেষ কোন স্মরণীয় ঘটনা থাকে জানতে চাই?

হাফেয লুৎফর রহমান : এমন ঘটনা অনেক আছে। যেমন :

১. জামা'আতে আওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় এবং কুরআন সুমধুর কণ্ঠে তেলাওয়াতের প্রতি আমার ছোট বেলা থেকেই খুবই অনুরাগ ছিল। পাকিস্তানে থাকাবস্থায় আমাদের মাদরাসা থেকে আহলেহাদীছ মসজিদ আধা কিলোমিটার দূরে হওয়ায় জামা'আতে ছালাত বিঘ্ন ঘটত। ফলে জামা'আতে ছালাত আদায়ের জন্য মাদরাসা নিকটস্থ হানাফী দেওবন্দী ভাইদের মসজিদে ছালাত আদায় করতে যেতাম। ইমাম ছাহেব একদিন আমাদের বিষয়ে টের পেল যে, আহলেহাদীছ কিছু ছাত্র আমাদের মসজিদে এসে জামা'আতে ছালাত আদায় করে। তিনি একদিন কৌতূহলী হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের পাশেই মসজিদ থাকতে এখানে আস কেন? আমি বললাম, প্রথমতঃ তারা হানাফী-ব্রেলভী ও কবর পূজারী। তাই তাদেরকে আমরা পসন্দ করি না। তার চেয়েও সত্য কথা হ'ল আপনার কুরআন তেলাওয়াত আমাদের খুব ভাল লাগে। পরবর্তীতে ইমাম ছাহেবের সাথে আমাদের বিশেষ সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। তিনি আমাদের সেখানে বার বার যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

২. আমি যখন বগুড়ায় জমঈয়তের মাদরাসায় কঠিন দিন পার করছিলাম, হঠাৎ একদিন মাওলানা আব্দুল মান্নান হাটহাজারী সালাফী আমাদের মাদরাসায় উপস্থিত হলেন। তিনি সেখানে মসজিদের ইমাম নাদভী ছাহেবকে খুঁজলেন। তিনি বললেন, নাদভী নাকি সম্মিলিত দো'আ সম্বন্ধে চৌদ্দটা হাদীছ সম্বলিত একটি বই লিখেছেন। সে বিষয়ে আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে। নাদভী ছাহেব তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, তো আপনি কেমন আছেন। তারপর ফারসী এক ভাষা বললেন, খাকসার বান্দা যাই হোক আপনি মোনাজাতের বই লিখেছেন, বইটা একটু দেখি। তিনি নাদভী ছাহেবকে প্রশ্ন করলেন, এই বই কি আপনার নিজের লেখা? নাদভী বললেন, হ্যাঁ। তো আপনি বইটা যে লিখেছেন, বইটা কি একবারও আপনি নিজে পড়েছেন? তিনি বললেন, কেন ভাই, কি হয়েছে? হাটহাজারী বললেন, এই বইয়ে যা লিখেছেন তাতে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কথা নাই। এমনকি এর মধ্যে সব মনগড়া কথা লিখে রেখেছেন। হাটহাজারী ছাহেব তাকে তার বইয়ের হাদীছগুলো পড়ে অনুবাদ করতে বললেন। নাদভী ছাহেব তাকে বললেন, আপনারা বড় আলেম ভাই। আমরা খাকসার মানুষ। তখন উনি বললেন, আপনি বড় আলেম হতে পারেননি তাহলে বই লিখতে গেলেন কেন? আপনি শয়তানী দায়িত্ব নিয়েছেন মানুষ বিভ্রান্ত করার জন্য। শয়তান কি আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছে? আপনি অতি সত্ত্বর বইটি পুড়িয়ে ফেলুন এবং এক্ষুনি তওবা করুন। নইলে আল্লাহ্‌র কাছে জবাব দিতে পারবেন না। তারপর হাটহাজারী ছাহেব তার বিদ্যাকে চুরফুতি বিদ্যা বলে কঠিনভাবে শাসালেন এবং লাথি দিয়ে পানিতে ফেলার ভয় দেখালেন। এভাবেই সেদিন আমি নিজ চোখে সত্যের বিজয় দেখেছি।

৩. মারকাযে আসার পরে প্রশাসনিক দিকটা আমরা দুই হাফেয দেখাশুনা করছিলাম। ১৯৯৬ সালে পশ্চিম পার্শ্বের বিল্ডিং হয়। তখন কিছু স্থানীয় দুষ্টু ছেলেদের সাথে মাদরাসা ছাত্রদের পানি ফেলা নিয়ে ঝামেলা বেঁধে যায়। স্থানীয় লোকজন এসে ছাত্রদের মারধর করতে লাগল। আমি পূর্বপাশে ছিলাম, শিক্ষকরা কেউ নাই। আমি দৌড়ে গিয়ে ছাত্রদের ঠেকিয়ে দিলাম। সেদিন আমি সময়মত উপস্থিত না হলে হয়ত স্থানীয় দুষ্টু ছেলেরা উত্তেজিত ছাত্রদের হাতে চরম মার খেত। কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে ও মাদরাসাকে বড় ধরণের বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। কারোর তেমন কোন ক্ষতি হ'ল না। তবে আমাদের পক্ষের কয়েকজন আহত হয়েছিল।

৪. ২০০৫ সালে আমীরে জামা'আতকে তদানিন্তনকালের জোট সরকার অন্যায়ভাবে ধরে নিয়ে যায়। সব বন্ধ হয়ে গেল। বেতন বন্ধ হ'ল অনেক দিন। আমরা খুব কষ্ট করে থাকি। আমাদের বেতন দেওয়ার কেউ নেই। এক পর্যায়ে মাওলানা বদীউযযমানের পরামর্শক্রমে কিছু রশিদ বই দিয়ে আদায় শুরু করি। এইভাবে বছরখানিক চলল। তখন আমাকে চাকুরীর জন্য বগুড়া ও রংপুর থেকে ডাকছিল। কিন্তু আমি যাইনি। সংগঠন ও আমীরে জামা'আতের প্রতি ভালোবাসা আমাকে যেতে দেয় নি। অবশেষে সাংসরিক বাস্তবতার কাছে আমি হেরে গেলাম। আমার বাহিরে যাওয়ার কথা ঠিক হয়ে গেল। আমীরে জামা'আতের বড় ছেলে ছাকিবের সাথে পরামর্শ করলাম। ছাকিব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাহলে আমার ছোট ভাই আর হাফেয হ'তে পারবে না। আব্বার বড় ইচ্ছা ছিল ছোট ভাইটা হাফেয হোক। এ কথা শুনে মনটা খারাপ হ'ল। মনে মনে ভাবলাম, রুযীর মালিক আল্লাহ। আল্লাহই সব দেখবেন। এই মনোবল নিয়ে সব দুঃখ-কষ্ট বুক পেতে নিলাম এবং মাদরাসা ছেড়ে সবাই চলে গেলেও আমি আর মাদরাসা ছেড়ে যাব না বলে মনস্থির করলাম। একদিন অন্ধকারের ঘোর কেটে গেল। আলহামদুলিল্লাহ আমীরে জামা'আত মুক্তি পেলেন। আর এভাবেই মারকাযের থাকার সিদ্ধান্তটা আমার জীবনে স্বার্থকতা নিয়ে আসল।

তাওহীদের ডাক : দীর্ঘজীবন শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে একজন ভাল শিক্ষকের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

হাফেয লুৎফর রহমান : একজন আদর্শবান শিক্ষকের করণীয় হবে, অবশ্যই সে একজন ছাত্রকে ছাত্র না ভেবে নিজের সন্ত

ান ও বন্ধু হিসাবে পাঠদান করাবেন। ছাত্রকে নিজের ছেলের মত করেই পড়াশুনা করাতে হবে এবং তার দিকে নজর রাখতে হবে। কারণ ছাত্রদের পিতামাতা দূরে থাকে। এমতাবস্থায় যদি শিক্ষকরা অভিভাবকের দায়িত্ব পালন না করেন, তবে ছাত্ররা জীবনে কখনো উন্নতি করতে পারবেন না। বরং তারা জীবনে চরম অবনতির স্বীকার হবে যা কখনো একজন আদর্শবান শিক্ষকের কাম্য নয়। জাতি গঠনের কারিগর শিক্ষকরা শুধুমাত্র একজন শিক্ষকই নয় বরং ছাত্রের পরম বন্ধু ও অভিভাবক।

তাওহীদের ডাক : তাওহীদের ডাক পত্রিকার পাঠকদের জন্য আপনার কোন বক্তব্য?

হাফেয লূৎফর রহমান : সুপ্রিয় পাঠক ভাইয়েরা! আপনারা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর একমাত্র মুখপত্র তাওহীদের ডাক পত্রিকা বেশী বেশী করে পড়ুন এবং অপরকে পড়তে উৎসাহিত করুন। দাওয়াতী কাজ বেশী বেশী করুন। মানুষের দ্বারে দ্বারে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিন।

তাওহীদের ডাক : আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। মহান আল্লাহ আপনাকে শিফায়ে কুল্লিয়া দান করুন।

হাফেয লূৎফর রহমান : আমীন! তোমাদেরকেও আল্লাহ সার্বিক সফলতা দান করুন-আমীন।

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

বাস্তবতা ও ন্যায্যতার আলোকে বাবরী মসজিদের রায়!

-মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম

ইতিহাস এক বহমান নদীর মতো। কালের বিস্তার বেয়ে নেমে আসছে সে প্রবাহ। সভ্যতার বিবর্তন, সংস্কৃতির স্ফূরণ, দেশ-জাতি-জনগোষ্ঠী-ধর্ম-সম্প্রদায়কে কাঁধে নিয়ে মানবতার নিরন্তর যাত্রার এই সব কিছুরই সাক্ষী ইতিহাস। মানব সভ্যতার যাত্রাপথের প্রত্যেকটি বাঁক, প্রতিটি মাইলফলকের হিসাবরক্ষক ইতিহাস। সেই ইতিহাসকেই যখন বদলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, রাজনীতির প্রবাহে মোড় আনতে যখন ইতিহাসের সর্বজনবিদিত যাত্রাপথটাকে অন্য ভাবে দেখানোর চেষ্টা হয়, তখন আসলে কালের সঙ্গেই প্রতারণা করা হয়। এই প্রতারণা দুর্ভাগ্যজনক তো বটেই, বিপজ্জনকও। বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার সঙ্গে মুসলিম বিরোধিতার কোনও সম্পর্ক নেই এমন এক তত্ত্বের অবতারণা করা হল এ বার সঙ্ঘ পরিবারের পক্ষ থেকে। বাবরী আসলে গোলামীর প্রতীক, বাবরী আসলে অত্যাচারের প্রতীক, সেই কারণেই পতন ঘটানো হয়েছিল ওই কাঠামোর। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এক নেতা এমন এক নতুন তত্ত্ব সামনে আনলেন। সে তত্ত্বের সমর্থনে গোটা সঙ্ঘ পরিবারের আরও অনেকেই মুখ খুললেন। কোথায় এসে দাঁড়ালাম তাহলে আমরা? আমরা আরও বড় ক্ষতস্থানের মুখোমুখি হলাম। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে বাবরী মসজিদ ভেঙে সম্প্রীতির দেওয়ালে বৃহৎ ক্ষতচিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়েছিল। এবার ঐতিহাসিক উপলব্ধিকে অস্বীকার করে খোদ ইতিহাসের বুনটটায় বড়সড় ক্ষত তৈরীর চেষ্টা শুরু হয়ে গেল।

বাবরী মসজিদ সম্পর্কে সঙ্ঘের সুরেশ ভাইয়াজি জোশীর মন্তব্য বা সে মন্তব্যের প্রতি বিজেপির কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের অকুণ্ঠ সমর্থন কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিন্তু নয়। এটি ইতিহাস বদলে দেওয়ার এক সংগঠিত প্রয়াসের অঙ্গ মাত্র।

৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সাল। উন্মত্ত করসেবকদের নীচে চাপা পড়ে গেল বাবরী মসজিদ। সশস্ত্র হামলায় একে একে উপড়ে ফেলা হল মসজিদের তিন-তিনটি গম্বুজ। আগে থেকে জ্বলতে থাকা হিংসার আগুন আরও ভয়াবহ রূপ নিল। আগুনে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল সারা দেশ। হিংসার বলি হলেন কয়েক হাযার মানুষ ৬ ডিসেম্বর, ২০১৭ সালে। কিন্তু ২৫ বছর আগের সেই দিন এখনও যেন টাটকা। রাম মন্দির না বাবরী মসজিদ? অবশেষে দীর্ঘ ২৭ বছর মামলা চলার পর গত ৯ই নভেম্বর ২০১৯ শনিবার ১০৪৫ পাতার বিশাল বিবরণী সহ সর্বসম্মত রায় ঘোষিত হল। যাতে বাবরী মসজিদের স্থলে রাম মন্দির নির্মাণের পক্ষে রায় দেওয়া হল।

পটভূমি

হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী, হিন্দু ধর্মীয় দেবতা রামের জন্মভূমি 'রাম জন্মভূমি' নামে পরিচিত, যাকে হিন্দুরা তীর্থস্থান বলে বিশ্বাস করে থাকেন। এটা বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, অযোধ্যার যে স্থানে বাবরী মসজিদ নির্মিত, সে স্থানটি রামের জন্মভূমি। কিন্তু এর স্বপক্ষে ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ নেই।[১] মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিকেরা একমত যে, ১৫২৮ সালে ঐ অঞ্চল মুঘল শাসনের আওতাভুক্ত হয় এবং মুঘল সেনাপতি মীর বাকী মুঘল সম্রাট বাবরের নামে 'বাবরী মসজিদ' এর নামকরণ করেন।[২] জনসাধারণের মাঝে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, মীর বাকী একটি রাম মন্দির ধ্বংস করে মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন কিন্তু এর পক্ষে যে ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায়, তা বিতর্কিত।[৩] প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার পর মসজিদটির ভূমির নিচে একটি কাঠামো আবিষ্কৃত হয়। কাঠামোটির বিভিন্ন জায়গায় সুস্পষ্টভাবে হিন্দু মন্দির এবং বৌদ্ধ স্থাপত্য ছিল বলে প্রমাণিত হয় নাই।[৪] প্রায় চার শতাব্দী ধরে মসজিদটিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরাই প্রার্থনা করেছে। ১৮২২ সালে প্রথমবারের মত ফৈজাবাদ আদালতের এক চাকরিজীবী দাবী করেন যে, মসজিদটি যে মন্দিরের জমির উপরে অবস্থিত।[৫] **১৮৫৩ সাল :** নির্মোহী আখড়ার অনুগামীরা সশস্ত্র হামলা চালায় বাবরী মসজিদে। নির্মোহী আখড়া সংগঠন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ঐ জমির উপরে তাদের দাবী জানায়। ১৮৫৫ সালে ঐ ভূখন্ডের দখল নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে একটি অংশ হিন্দুদের পূজার্চনার জন্য চিহ্নিত করে ব্রিটিশ প্রশাসন।[৬] ১৮৫৯ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন সংঘর্ষ এড়াতে দেয়াল দিয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের প্রার্থনার জায়গা আলাদা করে দেয়। একই বছরে হিন্দুদের জন্য

---

1. 'Timeline: Ayodhya holy site crisis' BBC News, ১৭ অক্টোবর ২০০৩।

2. Burjor Avari (2013) Islamic Civilization in South Asia: A History of Muslim Power and Presence in the Indian Subcontinent Routledge পৃ. ২৩১, ২৪৭।

3. Ram Sharan Sharma (2003) ÒThe Ayodhya IssueÓ Layton, Robert; Thomas, Julia Destruction and Conservation of Cultural Property Routledge, পৃষ্ঠা ১২৭-১৩৭।

4. Burjor Avari (2013), Islamic Civilization in South Asia: A History of Muslim Power and Presence in the Indian Subcontinent Routledge পৃষ্ঠা ২৩১, ২৪৭।

5. S.P Udayakumar (আগস্ট ১৯৯৭), 'Historicizing Myth and Mythologizing History: The 'Ram Temple' Drama', Social Scientist- 25 (7)|

6. Peter van der Veer (1994) Religious nationalism: Hindus and Muslims in India, Berkeley, CA: University of California Press পৃষ্ঠা ১৫৩।

চিহ্নিত অংশে ফের মন্দির গড়ার চেষ্টা। আপত্তি জানায় মুসলিমরা।

১৯৩৪ সাল : হিংসা ভয়াবহ আকার নেয়। সংঘর্ষ শুরু হয় অযোধ্যা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে।

২২শে ডিসেম্বর ১৯৪৯ সাল : স্বাধীনতার দু'বছর পর। রাতের অন্ধকারে একদল কট্টরপন্থী মসজিদে ঢোকেন। মসজিদের ভিতরে রামের বিগ্রহ রেখে দেন। ২৩শে ডিসেম্বর দেশ জুড়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ শুরু হয়। হিন্দু-মুসলিম দু'পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। ২৪শে ডিসেম্বর ঐ জমিকে বিতর্কিত ঘোষণা করে মসজিদে তালা ঝুলিয়ে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার।[৭]

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ : হিন্দুদের পূজোর জন্য মসজিদের তালা খুলে দেওয়ার নির্দেশ ফৈজাবাদ জেলা আদালতের। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেই তালা ভেঙে ফেলার অভিযোগ ওঠে হিন্দুদের বিরুদ্ধে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী কালো দিবস পালন করেন মুসলিমরা। হিংসার আগুনে জ্বলে ওঠে দিল্লি, মেরাট-সহ উত্তরপ্রদেশ এবং জম্মু-কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অংশ।

৯ই নভেম্বর, ১৯৮৯ সাল : তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর অনুমতি নিয়ে বাবরী মসজিদের কাছেই রাম মন্দিরের শিলান্যাস করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।[৮]

নামকরণের ব্যুৎপত্তি :

ভারতবর্ষে ৩২৬ বছরব্যাপী মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যহীরুদ্দীন মুহাম্মাদ বাবর (১৫২৬-১৫৩১)-এর সেনাপতি মীর বাকী ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ নির্মাণ করেন।[৯] 'বাবরী মসজিদ' এ নামকরণ করা হয়েছে মুঘল সম্রাট বাবরের নামে, তিনিই এ নির্মাণ কাজ চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১০] ১৯৪০ এর পূর্বে একে 'মসজিদের জন্মস্থান' বলা হত।[১১] বাবরী মসজিদ (ইংরেজি: Babri Mosque, হিন্দি: बाबरी मस्जिद, উর্দু: مسجد بابری, অনুবাদ: বাবর-এর মসজিদ) ভারতের উত্তর প্রদেশের, ফৈজাবাদ যেলার অযোধ্যা শহরের রামকোট হিলের উপর অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ ছিল। বিশ্বাস করা হয়, বাবরী মসজিদ যে স্থানে অবস্থিত ছিল সেটাই ছিল হিন্দু ধর্মের অবতার রামচন্দ্রের জন্মস্থান। এই বিষয়টি নিয়ে আঠার শতক থেকেই হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতর্ক চলে আসছে, যা অযোধ্যা বিতর্ক নামে পরিচিত। মসজিদের অভিলিখন থেকে জানা যায়, মুঘল সম্রাট বাবরের আদেশে সেনাপতি মীর বাকী ১৫২৮-২৯ (৯৩৫ হিজরী) বর্ষে এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৯২ সালে করসেবক দ্বারা এ মসজিদ আক্রমণ করা হয় এবং গুড়িয়ে দেওয়া হয়। যা পুরো দেশজুড়ে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষ্ফোরণ ঘটায়। এই মসজিদটি রামকোট (রামের দুর্গ) হিলের উপর অবস্থিত ছিল।[১২] হিন্দুদের মতে, মীর বাকী পূর্বে অবস্থিত রামমন্দির ধ্বংস করে তারপর মসজিদ নির্মাণ করেছেন, একটি মিথ ছাড়া এর পিছনে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।[১৩] ২০০৩ সালে ভারতের ভূমি জরিপ বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী তারা বাবরী মসজিদের নীচে একটি পুরাতন স্থাপনার অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন, কিন্তু তা কিসের স্থাপনা সে বিষয়ে তারা কোন প্রমাণ পাননি।[১৪]

মসজিদের নির্মাণকৌশল :

বাবরী মসজিদ তার সংরক্ষিত স্থাপত্য ও স্বতন্ত্র গঠনশৈলীর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মসজিদটি সম্রাট আকবর দ্বারা গৃহীত ইন্দো-ইসলামী গঠনশৈলীর প্রতীক ছিল। দিল্লীর সুলতানী এবং তার উত্তরাধিকারী মুঘল সাম্রাজ্যের শাসকরা শিল্প এবং স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাদের নির্মিত অনেক সমাধি, মসজিদ ও মাদ্রাসা সূক্ষ্ম নির্মাণকৌশলের নিদর্শন বহন করে। মুঘলদের স্থাপত্য তুঘলক রাজবংশের স্থাপত্যের প্রভাব বহন কওে, যার একটি স্বতন্ত্র গঠনশৈলী আছে। ভারতের সর্বত্র মসজিদসমূহের ভিন্ন ভিন্ন গঠনশৈলী আছে যা বিভিন্ন সময়ে নির্মিত হয়েছিল। এই নির্মাণগুলিতে আদিবাসী শিল্প ঐতিহ্য এবং স্থানীয় কারিগরদের মার্জিত শৈলী ও দক্ষতা উভয়ই প্রকাশ পায়। মসজিদ নির্মাণে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক জলবায়ু, ভূখন্ড, উপকরণ ইত্যাদি প্রভাব ফেলতো। যার ফলে বঙ্গ, কাশ্মীর ও গুজরাটের মসজিদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মসজিদগুলি শুধুমাত্র স্থানীয় মন্দির বা গার্হস্থ্য গঠনশৈলীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। বাবরী মসজিদ জানপুরের সুলতানী স্থাপত্যের পরিচয় বহন করে। পশ্চিম দিক থেকে দেখলে এই মসজিদ জানপুরের আতালা মসজিদ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[১৫]

---

7. *'Timeline: Ayodhya holy site crisis' BBC News, সংগ্রহের তারিখ ১৯ মার্চ ২০১৪।*
8. *https://www.anandabazar.com/national/babri demolition-anniversarybabri-ram-mandir-ayodhya-dispute-an-interactive-timeline-of-events-dgtl-1.719034).*
9. *(http://at-tahreek.com/site/show/3765) |*
10. *Christopher John Fuller (2004), The Camphor Flame: Popular Hinduism and Society in India, Princeton University Press, পৃষ্ঠা ২৬২.*
11. *Ramachandra Guha (2007) India After Gandhi MacMillan, পৃষ্ঠা ৫৮২-৫৯৮.*
12. *Alf Hiltebeitel, Rethinking India's Oral and Classical Epics: Draupadi among Rajputs, Muslims, and Dalits, University of Chicago Press, পৃষ্ঠা ২২৭।*
13. *S.P Udayakumar, "Historicizing Myth and Mythologizing History: The 'Ram Temple' Drama,ÓSocial Scientist 25|*
14. *Encyclopedia of Britanica*
15. *The Three Way Divide, Outlook, ৩০ September 2010|*

আগ্রাসনের ধারাবাহিকতা...বাবরী ধূলিসাৎ :

জয়ন্ত ঘোষাল বলেন, ১৯৪৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। রাতের অন্ধকারে কনকনে ঠান্ডার মধ্যে একদল মানুষ নিঃশব্দে রামলালার এক মূর্তি সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করে বাবরী মসজিদ প্রাঙ্গনে। তালা ভেঙে তারা ঢোকে। সরযূ নদী থেকে তারা পানি নিয়ে এসেছিল। সেই পানি দিয়ে মসজিদ প্রাঙ্গনটি ধুয়ে তার উপর স্থাপিত হয় রামলালার মূর্তি। অযোধ্যার হনুমানগড়ি থেকেই তারা এই এলাকায় প্রবেশ করে। উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ যেলার অযোধ্যা পুলিশ স্টেশনের অফিসার ইন-চার্জ ছিলেন পন্ডিত রামদেও দুবে। তিনি এই ঘটনায় একটি এফআইআর জারী করেন অভিরাম দাস, রামসকল দাস, সুদর্শন দাস এবং আরও প্রায় ৫০ জনের বিরুদ্ধে। ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪৭ (দাঙ্গা), ৪৪৮ (অবৈধ প্রবেশ), ২৯৫ (উপাসনা ক্ষেত্রের অসম্মান) ধারায়। এই এফআইআরে রামদেও দুবে লিখেছিলেন, সকাল ৭টায় আমি রামজন্মভূমিতে পৌঁছলে অযোধ্যা থানার কনস্টেবল মাতাপ্রসাদ আমাকে জানান, ৫০ থেকে ৬০ জন লোক তালা ভেঙে সীতা-রামের ছবি ও রামলালার মূর্তি বসায়। এই এফআইআরে বলা হয়, মসজিদে ঢুকতে গিয়ে সংঘর্ষও হয় দু'পক্ষের মধ্যে। আবার ১৯৮১ সালে, তিন দশক পর ৩রা ডিসেম্বর খুব ভোরে অভিরাম দাস ও আরও অনেকে মসজিদে ঢুকে পূজোর চেষ্টা করেছিলেন।

প্রশ্ন হল, কে এই অভিরাম দাস? তিনি কোথা থেকে এলেন? সাধুই বা হলেন কী করে? ১৯৪৯ সালের এফআইআরে তাঁর নাম ছিল। কবে তিনি মারা গেলেন? ৮১ সালের অভিযানেও কি এই অভিরাম দাসই নেতৃত্ব দেন? ১৯০৪ সালে অভিরামের জন্ম হয় বিহারের দারভাঙা যেলার বারহি গ্রামে। তাঁর বাবা ছিলেন জয়দেব মিশ্র। গরীব ব্রাহ্মণ পরিবার। গ্রামের বাড়ি বাড়ি পূজো করতেন। বাবা জয়দেবের ছিল চার ছেলে ও এক মেয়ে। অভিরামের প্রকৃত নাম ছিল অভিনন্দন। অভিরামকে বাবা স্কুলে ভর্তি করলেও এক দিনও স্কুলে যাননি তিনি। চাকরি-বাকরিও কোনও দিন করেননি। বাবার মতো যজমানি শুরু করেন তিনি।

এর পর কীভাবে ও কেন অভিরাম অযোধ্যায় চলে আসেন তা স্পষ্ট নয়। নিজে ব্রাহ্মণ হলেও তিনি অব্রাহ্মণ সূর্য দাসকে নিজের গুরুঠাকুর মানেন। তার পরেই শুরু করে দেন রামলালা প্রতিষ্ঠা ও পূজোর কর্মসূচি।

এরপর হিন্দু জাতীয়তাবাদী লাইনের উত্থানে ৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বড় ভূমিকা নেয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং এর সহযোগী সংগঠনগুলো ঐ বিতর্কিত স্থানে এক শোভাযাত্রার আয়োজন করে। শোভাযাত্রায় শামিল হয়েছিল দেড় লাখ ভিএইচপি এবং বিজেপি 'কর সেবক'। এছাড়া, অনুষ্ঠানে আদভানি, মুরলি মনোহর জোশি ও উমা ভারতীর মত বিজেপি নেতা ভাষণ দিয়েছিলেন।[১৬] শোভাযাত্রা চলাকালীন সময়ের প্রথম দিকে জনতা ক্লান্তিহীনভাবে স্লোগান দিচ্ছিল। সহিংসতা প্রতিরোধে স্থাপনাটির চারদিকে পুলিশি বেষ্টনী তৈরী করা হয়েছিল। দুপুরের দিকে এক যুবক বেষ্টনী অতিক্রম করে স্থাপনাটির উপরে চলে যায় এবং গেরুয়া পতাকা উত্তোলন করে। এই ঘটনা ছিল সহিংসতার আগমনবার্তা। এরপর উন্মত্ত জনতা কুঠার, হাতুড়ি এবং গাইতি দিয়ে ইমারতটি ভাঙা শুরু করে। কয়েক ঘণ্টার মাঝে কাদা ও চুনাপাথর দ্বারা নির্মিত ইমারতটি মাটির সাথে মিশে যায়।[১৭]

২০০৯ সালে মনমোহন সিং লিবারহান কমিশনের প্রতিবেদনে ৬৮ জন বাবরী মসজিদ ধ্বংসের সাথে জড়িত বলে উল্লেখ করা হয়, যাদের অধিকাংশই ছিলেন বিজেপি নেতা। দোষী ব্যক্তিদের নামের তালিকায় বাজপেয়ী, আদভানি, জোশি এবং বিজয় রাজে স্কিন্দিয়ার নাম ছিল। উত্তর প্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংয়ের সমালোচনা করা হয় প্রতিবেদনটিতে। প্রতিবেদনটিতে সে সময়ে ইমারতটি ভাঙার সময় অযোধ্যার পুলিশ ও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮] সেদিন আদভানির নিরাপত্তার অঙ্গ গুপ্তা বলেছেন যে, আদভানি ও জোশির বক্তব্য জনতাকে আরো উন্মত্ত করে তুলেছিল।[১৯] প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে কিছু বিজেপি নেতা মসজিদ ভাঙার সময়ে 'কর সেবকদের থামতে দুর্বল অনুরোধ করেছিলেন... হয়ত মন থেকে অথবা গণমাধ্যমে সহানুভূতি পাবার জন্য'। কর সেবকদের পবিত্র গৃহে প্রবেশ করা কিংবা ইমারতটি ধ্বংস করা থেকে বিরত করার জন্য কেউ কোন অনুরোধ করে নি। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে যে, 'নেতাদের কাজ তাদের মনের গহীনে বিতর্কিত ইমারতটি ভাঙার সুপ্ত ইচ্ছাকেই ফুটিয়ে তোলে'। প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়েছে যে, 'আন্দোলনের উদ্দেশ্য বর্তমানে (সেই সময়ে)... খুব সহজেই... ধ্বংসযজ্ঞটি থামাতে পারত।[২০] ২০০৫ সালে সাবেক গোয়েন্দাপ্রধান মলয় কৃষ্ণ ধর তার এক বইতে দাবী করেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস), বিজেপি ও ভিএইচপির (বিশ্ব হিন্দু পরিষদ) নেতারা ইমারতটি (বাবরী

---

16. Mark Tully (৫ ডিসেম্বর ২০০২) ,"Tearing down the Babri Masjid," BBC News|

17. Ramachandra Guha (2007), India After Gandhi MacMillan, পৃষ্ঠা ৫৮২-৫৯৮।

18. 'Uproar over India mosque report: Inquiry into Babri mosque's demolition in 1992 indicts opposition BJP leaders,' Al Jazeera ২৪ নভেম্বর 2009|

19. V. Venkatesan, (১৬ জুলাই ২০০৫)| 'In the dock, again Frontline 22 (15)|

20. Report: Sequence of events on December 6 , NDTV, নভেম্বর ২৩, ২০০৯।

মসজিদ) গুঁড়িয়ে দেওয়ার ১০ মাস আগেই এটি ভাঙার পরিকল্পনা করেছিল। বইটিতে ইস্যুটির ব্যাপারে পি.ভি. নরসিমা রাওয়ের পদক্ষেপের সমালোচনা করা হয়। বাবরী মসজিদ ধ্বংস ইসলাম বিরোধিতা নয়- ১৯৯২-এর ৬ই ডিসেম্বরের সিকি শতাব্দী পরে এমনই ব্যাখ্যা দিলেন আরএসএসের সাধারণ সম্পাদক সুরেশ ভাইয়াজি জোশী। তাঁর মতে, বাবরী মসজিদ পরাধীনতা ও গোলামীর প্রতীক। তাকে ভাঙার অর্থ মুসলিম বিরোধিতা নয়। একই যুক্তিতে তিনি মনে করেন দিল্লীর ইন্ডিয়া গেটের মত ব্রিটিশ-স্মারকগুলিরও কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। অযোধ্যায় করসেবা করতে গিয়ে ১৯৯০-এ প্রাণ হারিয়েছিলেন কলকাতার দুই যুবক রাম ও শরদ কোঠারি। শুক্রবার তাঁদের নামে প্রতিভা সম্মান দেওয়ার এক অনুষ্ঠানে হাযির ছিলেন আরএসএস নেতা। তিনি বলেন, বাবরী মসজিদ ইসলামের প্রতীক ছিল না। বাবরের মতো অত্যাচারী হামলাকারীর স্মারক ছিল সেটি। বাবরী ধ্বংস আসলে পরাধীনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন। তাঁর যুক্তি, সেই আন্দোলনে শামিল হতে গোটা দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ করসেবক এসেছিলেন। কিন্তু অন্য কোনও ধর্মস্থানে হামলা হয়নি। এতেই স্পষ্ট যে ঐ আন্দোলন ছিল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। আরএসএসের শীর্ষ নেতার মুখে এই ব্যাখ্যা শুনে স্বাভাবিক কারণেই জল্পনা শুরু হয়েছে। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের আগে আরএসএস নেতা মুসলিম সমাজের কাছে কোনও বার্তা দিলেন কি না, উঠছে সে প্রশ্নও।

ইতিহাসবিদ ও তৃণমূল সাংসদ সুগতবসু মনে করেন, এটা আসলে আরএসএস-বিজেপির হিসাবী কৌশল। তিনি বলেন, দেশের জাতীয়তাবাদী সব নেতাই মনে করতেন ব্রিটিশ রাজশক্তি হল প্রভুত্বের প্রতীক। ব্রিটিশরাই আমাদের গোলাম করে রেখেছিলেন। অন্য কারও ক্ষেত্রে এই ধরনের গোলামীর প্রশ্ন ওঠেনি। সুগতবাবুর বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হ'ল লীন'। এটাই ভারত। তাই বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পিছনে জাতীয়তাবাদী আবেগ তৈরী আসলে অপচেষ্টা। কারণ দেশজুড়ে এখন বিজেপির উগ্র হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে জনমত দানা বাঁধছে। তাই বাবরী মজসিদ ধ্বংসের কলঙ্কিত ইতিহাস যে মুসলিম বিরোধিতা নয়, আরএসএস-বিজেপিকে এটা বলতে হচ্ছে। ভাইয়াজি জোশীর বক্তব্যের সমর্থনে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, বাবরী ধাঁচাকে মসজিদ বলে আমরা ভাবি না। ওখানে দীর্ঘদিন কোনও উপাসনা হ'ত না। বাবরের অত্যাচারের স্মারক সে দিন ভাঙা হয়েছিল। এই ঘটনা মুসলিম বিরোধিতা নয়। কিন্তু এত দিন পর এই ব্যাখ্যা কি দেশজুড়ে বিজেপি-বিরোধী শক্তির উত্থানের চাপে? কৈলাস বলেন, হিন্দু সমাজ এক হলেই ষড়যন্ত্র হয়। বাবরীর পরও মন্ডল-কমন্ডল রাজনীতি হয়েছে। এখন আবার দলিত, পিছড়ে, ওবিসি নানা ভাগে হিন্দু সমাজকে ভাগ করা হচ্ছে।[২১]

সাড়ে বারোটা নাগাদ ভেঙে পড়ল প্রথম গম্বুজ। বাবরী মসজিদ চত্বরে দাঁড়িয়ে সাক্ষী রইলেন দেবব্রত ঠাকুর। চার দিকে তাকিয়ে খুঁজলাম তেজশঙ্করকে। নেই, ত্রিসীমানায় কোথাও তিনি নেই। তেজশঙ্কর, সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত পর্যবেক্ষক। প্রধান বিচারপতি বেঞ্চটচালাইয়ার নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ করসেবা সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মেনে হচ্ছে কি না, তা দেখার দায়িত্ব তাঁকেই দিয়েছিল। কিছুক্ষণ আগেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেমন দেখছেন? হেসে জবাব দিয়েছিলেন, এভরিথিং ইজ ফাইন। সেই কথোপকথনের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এই তান্ডব শুরু হয়েছে। আর পরিস্থিতি বুঝে কার্যত গা-ঢাকাই দিয়েছেন তেজশঙ্কর, দেশের শীর্ষ আদালতের প্রতিনিধি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীর্ষ আদালতের এমন অবমাননা দেখবেনই বা কী করে! দিনটা ছিল ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর। অকুস্থল অযোধ্যা হবে![২২]

আদভানীর রথযাত্রা থেকে তৈরী হল গণ-হিস্টিরিয়া। সে দিনের সাক্ষী সঞ্জয় সিকদার বলেন, গ্লানিতে নয়, লজ্জায় নয়, সাফল্যের আনন্দে ইস্তফা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহ। আসলে সুরটা বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। কারণ বাবরী মসজিদ ভেঙে ফেলার পরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একটি অংশের

21. https://www.anandabazar.com/ national/babri-new-political-theory-of-rss-1.

22. https://www.anandabazar.com/national/babri-demolition-anniversary-failure-of-police-and-judicial-forces-in-restricting-the-mob-dgtl-1.718932.

মধ্যে দিশেহারা ভাব দেখা দিয়েছিল। সম্ভবত তারা বুঝে উঠতে পারছিল না কাজটা ঠিক হল, না ভুল হল। পরিণাম বা প্রতিক্রিয়াই বা কী হবে। কল্যাণ সিংহ তাদের ঝিমুনি কাটাতেই ইস্তফা দিয়েছিলেন। হাতে গরম কোনও প্রমাণ দাখিল করতে না পারলেও ঘটনার পরম্পরা থেকেই স্পষ্ট বাবরী মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়াটা ছিল পুরোপুরি পরিকল্পিত।

কারা এ মামলা লড়েছে?

এ বিশেষ মামলাটি লড়ছে ৩টি পক্ষ। এর মধ্যে দু'টি হিন্দু ও একটি মুসলিম পক্ষ। মুসলিম পক্ষে লড়ছে মুসলিম ওয়াকফ বোর্ড ভারতে ইসলামিক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এ বোর্ডের। অন্যদিকে হিন্দু পক্ষরা হলো- ডানপন্থি রাজনৈতিক দল হিন্দু মহাসভা ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের সংস্থা নির্মোহী আখড়া। ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ভাঙার ১০ বছর ২০০২ সালে এলাহাবাদের উচ্চ আদালতে অযোধ্যার ওই জায়গাটি নিয়ে মামলা করে এ তিন পক্ষ। পরবর্তীতে ২০১০ সালে ওই মামলার রায় দেওয়া হয়। রায়ে বাবরী মসজিদের ২.৭৭ একর জায়গা তিন পক্ষের মধ্যে সমান তিন ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। আদালত জানান, ওই জায়গাটি তিন ভাগে বিভক্ত করা উচিত। মুসলিম সম্প্রদায় এর তৃতীয় অংশটি পাবে। বাকি দুই অংশের মধ্যে মূল যে অংশে বাবরী মসজিদ ছিল, সেটি পাবে হিন্দু মহাসভা। সে সময় আদালত এ সংক্রান্ত ৩টি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণও দেন। আদালত বলেন, ওই জায়গাটি রামের জন্মস্থান। সেখানে একটি হিন্দু মন্দির গুড়িয়ে মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং প্রকৃত ইসলামী অনুশাসন মেনে বাবরী মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি। পরবর্তীতে ২০১১ সালে হিন্দু-মুসলিম সব পক্ষই ওই রায় প্রত্যাখ্যান করে ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করে।[২৩]

সুপ্রিম কোর্টের রায় :

বাবরী মসজিদ আর রাম জন্মভূমি নিয়ে বিতর্ক কয়েক শতাব্দী ধরে। এ নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বারে বারে দাঙ্গা হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার ভেতরের অংশটা মুসলিমদের আর বাইরে চত্বরটা হিন্দুদের ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সালে মসজিদের ভেতরে কে বা কারা রামের মূর্তি রেখে দেয়। মুসলিমরা তখনই প্রতিবাদ করেন এবং সরকার জমিটিকে বিতর্কিত ঘোষণা করে তালা বন্ধ করে দেয়। জমির মালিকানা কার সেটা ঠিক করতে সেবছরই আদালতে প্রথম মামলা হয়। এরপর ফৈজাবাদের জেলা আদালত ১৯৮৬ সালে তালা খুলে হিন্দুদের পূজোর অনুমতি দেন। আর তখন থেকেই রামজন্মভূমি আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ফৈজাবাদের জেলা আদালত ১৯৮৬ সালে তালা খুলে হিন্দুদের পূজোর অনুমতি দেন। আর তখন থেকেই রামজন্মভূমি আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ২০১০ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যে বিতর্কিত জমিটি তিনভাগ হবে দু'ভাগ পাবেন হিন্দুরা আর এক ভাগ পাবে সুন্নী ওয়াক্ফ বোর্ড। তার বিরুদ্ধে সবপক্ষই সুপ্রীম কোর্টে যায় ২০১১ সালে। সুপ্রীম কোর্ট আদালতের বাইরে সব পক্ষকে নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করেছিল। কট্টরপন্থী হিন্দুরা দাবী করেন বাবরী মসজিদের জায়গাতেই ভগবান রামের জন্ম হয়েছিল এবং একটি রামমন্দির ভেঙ্গে মোগল আমলে সেখানে মসজিদ তৈরী করা হয়েছিল। ভারতের বাবরী মসজিদ মামলার রায়ের খবর ও মূল্যায়ন শুধু উপমহাদেশেই নয়, বিশ্ব মিডিয়াতেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই প্রকাশ হচ্ছে। এ নিয়ে বিরোধ সৃষ্টির ১৩৪ বছর পর এই মামলার রায় বের হয়।

৯ই নভেম্বর ২০১৯ ছুটির দিন কোর্ট বসিয়ে রায় ঘোষণা করা হ'ল এবং সবরকম দলীল-যুক্তির বাইরে গিয়ে একটি অস্বাভাবিক রায়ে ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদের জমি দিয়ে দেওয়া হ'ল হিন্দুদের মন্দির নির্মাণের জন্য। বিশ্লেষকরা বলেন, বাবরী মসজিদ মামলার এই রায়টি হ'ল ভারতের মুসলমানদের প্রতি হিন্দুত্ববাদী মোদি সরকারের তৃতীয় আঘাত। প্রথমে এনআরসির মাধ্যমে লাখ লাখ মুসলমানকে অ-ভারতীয় সাব্যস্ত করা হল। আসাম থেকে শুরু করে এনআরসির এ ধারা এখন সারা ভারতজুড়েই চালু করার খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং বিজেপি সভাপতি কট্টর হিন্দুবাদী অমিত শাহ-এর ঘোষণায় স্পষ্ট হয়েছে যে, তা একমাত্র মুসলমানদের জন্যই করা হচ্ছে। কারণ এনআরসিতে ক্ষতিগ্রস্ত অন্যদের ভিন্ন আইনে ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়ে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় আঘাত হ'ল, কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিল করে সেই রাজ্যটিকে পুরোপুরি কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশেষায়িত রাজ্য কাশ্মীরকে খন্ড-বিখন্ড করে, প্রাদেশিক মর্যাদাও বিলুপ্ত করা হয়েছে। অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে সেখানকার মুসলমানদের। এই অবরুদ্ধতা নানা রূপে নানা মাত্রায় চালানো হচ্ছে সেখানে।

এখন শোনা যাচ্ছে, মুসলমানদের ওপর মোদি সরকারের চতুর্থ যে আঘাতটি আসতে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে, মুসলিম পারসনাল ল বোর্ডকে বাতিল করে দিয়ে মুসলিম পারিবারিক আইন উঠিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ। পুরো ভারতজুড়ে অভিন্ন পারিবারিক আইন ও দন্ডবিধি প্রয়োগের পাঁয়তারা শুরু করেছে বিজেপি সরকার। আঘাত একের পর এক আসছেই ভারতের মুসলমানদের ওপর।

ভারতের প্রধান বিচারপতি গগৈ রায়দানের সময় যেসব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন তার মধ্যে রয়েছে, হিন্দুরা বিশ্বাস করেন এখানে রামের জন্মভূমি ছিল। তবে কারো বিশ্বাস যেন অন্যের অধিকার হরণ না করে। বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে জমির মালিকানা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তিনি জোর দিয়েছেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টের উপর। তারা বলেছে, মসজিদের নিচে আরো একটি প্রাচীন কাঠামো ছিল। আর সেটা কোনো ইসলামী স্থাপত্য ছিল না।

23. https://www.banglanews24.com/international/news/bd/.

তবে বিচারপতি গগৈ এও বলেন, মসজিদের নিচে যে কাঠামোর সন্ধান মিলেছিল তা যে কোনো মন্দিরেরই কাঠামো ছিল, পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের রিপোর্টে তাও কিন্তু বলা হয়নি। গগৈ আরো বলেছেন, যদি বাবরী মসজিদের নিচের কাঠামোটি কোনো হিন্দু স্থাপত্য হয়েও থাকে, তাহলেও এত দিন পর ওই জমিকে হিন্দুদের জমি হিসেবে মেনে নেয়া ঠিক হবে না। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আরো বলা হয়েছে, ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাবরী মসজিদে নিয়মিত ছালাত হয়েছে। এ সময় হিন্দুরা রাত্রিকালীন ছালাতের পর মসজিদের মিম্বরে যে রামলালা ও সীতার মূর্তি স্থাপন করে, সেটিও ছিল অন্যায় ও বেআইনী কাজ। এ ছাড়া ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর কথিত করসেবকদের হাতে বাবরী মসজিদ ধ্বংস করাও ছিল বেআইনী। তবে বাবরী মসজিদের মামলাধীন জমির ওপর রামলালার অধিকার স্বীকার করে নেয়া আইনশৃঙ্খলা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বহাল রাখার প্রশ্নের সাথে যুক্ত।[২৪]

মন্দির পক্ষের অনেকের বিশ্বাস ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যেখানে বাবরী মসজিদ দাঁড়িয়েছিল, ঠিক সেখানেই জন্ম হয়েছিল রামচন্দ্রের। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে, মসজিদ নির্মিত হয়েছিল অনৈইসলামী এক কাঠামোর উপর। একটানা ৪০ দিন শুনানী হওয়ার পরে রায় লেখার জন্য মাসখানেক সময় নেয় বেঞ্চ।[২৫]

সংবিধান- শীর্ষ আদালতের রায়ের শুরুতেই রয়েছে সংবিধানের কথা। রায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সাংবিধানিক মূল্যবোধ রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং সে কারণেই ৪১ দিন ধরে এই আদালতে বিষয়টির আইনগত সমাধানের উদ্দেশ্যে শুনানী হয়েছে।

ধ্বংস- বাবরী মসজিদ যখন ধ্বংস হয়েছিল, সে সময়ে উত্তর প্রদেশে বিজেপি সরকার ছিল এবং কেন্দ্র ছিল পি ভি নরসীমা রাওয়ের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার। রায়ের ৯১৩-১৪ পাতায় লেখা হয়েছে, মসজিদ ধ্বংস করা ছিল স্থিতাবস্থা এবং আদালতকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। মসজিদ ধ্বংস করা এবং ইসলামিক সৌধ বিলোপ করা আইনের শাসনের গুরুতর লঙ্ঘন।

ন্যায়- রায়ে ন্যায় শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে ১০১ বার। রায়ে ন্যায় সম্পর্কিত বিষয়ে আইনবিদদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি তো দেওয়া হয়েছে, এমনকি সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদও উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেখানে ন্যায় প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে।

বিশ্বাস- রায়ে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে রয়েছে প্রমাণাদি, বিশ্বাস নয়। তবে একটি ১১৬ পাতার অতিরিক্ত সংযুক্ত অংশে বিশ্বাসের প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তার শেষে বলা হয়েছে, ফলে শেষ পর্যন্ত হিন্দুদের বিশ্বাসমতে সেখানে মসজিদ নির্মাণের আগেও ভগবান রামের জন্মস্থান ছিল এবং সে বিশ্বাসের কথা বিভিন্ন নথি ও মৌখিক প্রমাণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

সরকার- স্থানীয় এক জমি সমস্যা সমকালীন ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার পিছনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে বিভিন্ন সরকার এবং তা ঘটেছে ব্রিটিশ সরকারের আমল থেকে, চলেছে ১৫০ বছরের বেশি সময় ধরে। ব্রিটিশরা বাবরীর বাইরে এবং ভেতরে দেওয়াল তুলেছিল, রাজীব গান্ধী তালা খোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর ১৯৯৩ সালে নরসীমা রাও ৬৭.৭ একর জমি অধিগ্রহণ করেছিলেন।

জমি- এই গোটা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ২.৭৭ একর জমি। রায়ের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অযোধ্যা শহরের ১৫০০ বর্গগজ জমির মালিকানা নিয়ে বিতর্কের কথা। বিতর্কিত জমি হিন্দুদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুন্নী সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড অন্যত্র ৫ একর জমি পাবে।

নরেন্দ্র মোদী- বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৯৯০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর গুজরাটের সোমনাথ থেকে আদভানীর নেতৃত্বে যে রথযাত্রা শুরু হয়েছিল তার অন্যতম সংগঠক। এ যাত্রা মাঝপথেই শেষ হয়ে যায় যখন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব সমস্তিপুরে আদভানিকে গ্রেফতারির নির্দেশ দেন। পরবর্তী বছরগুলিতে রামমন্দির বিজেপির জনসমর্থন বাড়াতে থেকেছে এবং ২০১৪ সালে ঢেউ তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেছেন মোদী।

নির্মোহী আখড়া- রামনন্দী ধারার এই আখড়া অন্যতম বড় ও শক্তিশালী আখড়া। দশকের পর দশক ধরে সমস্ত স্তরে ব্যাপকভাবে আইনী লড়াই চালিয়ে এসেছে তারা। ২০১০ সালে এলাহাবাদ কোর্ট এই আখড়াতে বিতর্কিত ২.৭৭ একরের এক তৃতীয়াংশ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য তাদের সেবায়েতের অধিকারের দাবীকে নাকচ করে দিয়েছে।[২৬]

পুরাতাত্ত্বিকরা বলেছিলেন যে, মসজিদের নীচে একটি ঐতিহাসিক কাঠামোর সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে সেটি মন্দির কিনা তা তারা বলতে পারেননি। সরকারী উকিলকে আরো জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ৪০০০ বছর হ'ল সোনা আবিষ্কার হয়েছে, তো ৭০০০ বছর আগে সোনার লঙ্কা এল কোথা থেকে? স্বভাবতই মেলেনি এ প্রশ্নের জবাবও। ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০১৬ সালে বিতর্কিত স্থানে রাম মন্দির তৈরীর অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর নেতৃত্বে অন্য বিচারপতিরা হলেন এস এ বোডবে, ওয়াই ভি চন্দ্রচূড়, অশোক ভূষণ ও এস আবদুল নাজির-এর আপিল বেঞ্চ। একটানা চল্লিশ দিন শুনানির পর এ রায় দিল।

বাবরী মসজিদের জমির মালিকানার পক্ষে সব ধরনের প্রমাণ সুপ্রিমকোর্ট স্বীকার করেছে। অযোধ্যায় ১৫২৮ সালে

24.http://www.dailynayadiganta.com/sub editorial/456102/%E0%A)
25.https://sylhetvoice.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BE.
26.https://bengali.indianexpress.com/explained/ayodhay-judgement-ram-mandir-construction-babri-masjid-demolition-supreme-court.

মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের ২২-২৩শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে নিয়মিত ছালাত আদায়ের বিষয়টিও বিচারকরা স্বীকার করেছেন। হঠাৎ গত শতাব্দী থেকে হিন্দুত্ববাদী ভাবধারা পুনর্জাগরণে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে এই ইস্যু সামনে আনা হয়। এতে বিজেপি ও চরম হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো বেশ সুবিধা পেয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার (এএসআই) খননের ফলে যে সব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে, তাতে স্পষ্ট যে সেগুলো অনৈসলামিক। তবে এএসআই এ কথা বলেনি, যে তার নিচে মন্দিরই ছিল। সুতরাং রাম মন্দির থাকা দিবাস্বপ্নের মতো।

তৃতীয়তঃ অযোধ্যার বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা হিন্দুত্বকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অনন্য সুযোগ হিসাবে কাজ করেছে।

চতুর্থতঃ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার মসজিদ ধ্বংসের বিষয়টি তদন্ত করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ আদালতের বিচারক মনমোহন সিং লিবারহানের নেতৃত্বে লিবারহান কমিশন গঠন করে। ১৬ বছরে ৩৯৯ বার বৈঠকের পর ২০০৯ সালের ৩০শে জুন কমিশন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে ১,০২৯ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়। প্রতিবেদন অনুসারে ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বরের ঘটনা অপ্ররোচিত কিংবা অপরিকল্পিত ছিল না বলে প্রতিবেদন দেয়।[২৭]

লক্ষ্যণীয় যে, ১৫২৮ সালে মুঘল সম্রাট বাবরের সেনাপতি মীর বাকি বাবরী মসজিদ নির্মাণ করলেও ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত একে ঘিরে কোনোরকম বিতর্ক ছিল না। ১৮৮৫ সালে মহান্ত রঘুবর দাস ফৈজাবাদ জেলা আদালতে বাবরী মসজিদের বাইরে চাঁদোয়া টাঙানোর আবেদন জানান যা আদালত কর্তৃক নাকচ হয়ে যায়। ব্রিটিশ আমল জুড়ে বাবরী মসজিদ নিয়ে এটি ছাড়া আর কোন ইস্যু তৈরী হয়নি। ভারত স্বাধীন হবার পর ১৯৫০ সালে রামলালার মূর্তিগুলির পূজার অধিকারের আবেদন জানিয়ে ফৈজাবাদ জেলা আদালতে আবেদন করেন গোপাল শিমলা বিশারদ। মূর্তি রেখে দেওয়ার এবং পূজা চালিয়ে যাওয়ার জন্য মামলা করেন পরমহংস রামচন্দ্র দাসও। ১৯৫৯ সালে বাবরী মসজিদের অধিকার চেয়ে মামলা করে নির্মোহী আখড়া। লক্ষ্যণীয় যে, হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলির পূর্বসূরী নথুরাম গডসে কর্তৃক গান্ধীকে হত্যার পর নেহেরু ঘোষিত সেক্যুলার ভারতে এ গোষ্ঠীগুলি তখন নিজেদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছে।

তবে ঐতিহাসিক এই রায়ের প্রধান ৯টি বিষয় হলো-

১. রায়ে বলা হয়েছে- বাবরী মসজিদ কোনো খালি জমির উপর নির্মিত হয়নি। ভারতের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ বলেন, পুরাতত্ত্ব বিভাগ তাদের যে রিপোর্টে জানিয়েছিল, ঐ বিতর্কিত জমিতে তার আগে একটি কাঠামো ছিল। যা সম্ভবত দ্বাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল। তবে মন্দিরই ছিল কিনা তা পুরাতত্ত্ব বিভাগ স্পষ্ট করে জানায়নি।

২. অযোধ্যায় মসজিদের দাবী কেউ কখনও ছেড়ে দেয়নি। ৯২ সালে মসজিদ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তারপর ছালাত পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু মসজিদের দাবী ছেড়ে দেওয়া হয়নি।

৩. রায়ে বলা হয়- মুসলমানদের কোনোভাবে বঞ্চিত করা উচিত হবে না। মসজিদ নির্মাণের জন্য বিতর্কিত স্থান থেকে দূরে কিন্তু অযোধ্যাতেই পাঁচ একর জমি দিতে হবে সরকারকে। যাতে একটি নব্য মসজিদ সেখানে গড়ে তোলা যায়।

৪. বিতর্কিত জমির মালিকানা নিয়ে শী'আ ওয়াকফ বোর্ডের দাবী খারিজ করে দিয়েছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে বলেছে, রামলালা বিরাজমান কোনো আইনী ব্যক্তি নন। নির্মোহী আখড়াও তাই জমির মালিকানা দাবি করতে পারে না। তারা কেবল রক্ষণাবেক্ষণ করত।

৫. আপাতত জমির মালিকানা যাবে সরকারের হাতে। সরকার তিন মাসের মধ্যে একটি ট্রাস্টি বোর্ড তৈরি করবে।

৬. বিতর্কিত জমির ভেতরের চত্বর ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে তুলে দিতে হবে। ওই ট্রাস্টি বোর্ডই ঠিক করবে তারা সেখানে কী নির্মাণ করবে।

৭. বিতর্কিত এলাকায় আইনশৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখতে হবে ভারত সরকারকে।

৮. রাম মন্দির ন্যাস কমিটির ভূমিকাকেও গুরুত্ব দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। জমির মালিকানা নিয়ে নির্মোহী আখড়ার দাবী খারিজ করলেও তাদেরকে সুপ্রিম কোর্ট প্রস্তাবিত ট্রাস্টের সদস্য করতে হবে।

৯. ভারতের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ জানান, সুপ্রিম কোর্টের রায় হল সর্বসম্মত। রায় নিয়ে পাঁচ জন বিচারপতি সহমত হয়েছেন।[২৮]

মুসলিমদের নিকট হতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের নামে জোর করে মসজিদ ছিনিয়ে নিয়ে সেইস্থলে মন্দির বানিয়ে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদকে যাহির করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং ভারতীয় ক্ষমতাসীন দল তাদের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে একে রাজনীতির ঘুটি বানিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে যে আল্লাহ্‌র মসজিদ সমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলিকে বিরান করার চেষ্টা চালায়? অথচ তাদের জন্য সেখানে প্রবেশ করা বিধেয় ছিল না ভীত অবস্থায় ব্যতীত। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি *(বাক্বারাহ ২/১১৪)*। হে আল্লাহ! তুমি যালেমদের থেকে ভারতীয় মুসলিমদেরকে এবং তাদের মসজিদসমূহকে রক্ষা কর। আমীন!

[লেখক : সম্পাদক, মাসিক হারাবতী ও প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, জয়পুরহাট যেলা]

27. https://www.thedailycampus.com/mukto_column/.

28. https://www.be.bangla.report/post/45380-ceR0J2BxA.

ছূফীদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস

-মুখতারুল ইসলাম

ছূফ বা পশম শব্দ থেকে ছূফী বা তাছাওউফ শব্দটি এসেছে যার উৎপত্তিগত মতপার্থক্য রয়েছে। পাঠক, গবেষকের মাঝে মতপার্থক্য নয়। বরং খোদ ছূফীপন্থীদের নিকটই এর ইখতিলাফ পরিলক্ষিত হয়। কেউ বলেন, ছূফী শব্দটি ছিফওয়াহ থেকে এসেছে যার অর্থ খাঁটি বন্ধু। আবার কেউ মনে করেন, আরবের অতি প্রাচীন মক্কা নগরীর সন্নিকটের প্রতিবেশী বংশ ছূফাহ ইবন বিশর ইবন ত্বানজাহ্র দিকে সম্বোধিত করে ছূফী বলা হয়। ইবনু তায়মিয়াহ (রহ.) বলেন, আহলে ছুফফার দিকে সম্বোধিত করে ছূফী বলা হয়। অথবা পশমের কাপড় পরিধানের ফলে তাদেরকে ছূফী বলা হয়। কেননা আল্লাহ ভীতি, দুনিয়া ত্যাগ, ইবাদতে বাড়াবাড়ির পরিণতি থেকে সর্বপ্রথম ইরাকের বসরা নগরীতে ছূফীদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। উল্লেখ্য যে, পুরো শহরবাসীই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

ড. যাকী মুবারক বলেন, তাছাওউফ ইহুদী, খিস্টান, ইসলাম ধর্মের ত্রিমুখী চিন্তাচেতনার ফসল। অথবা এই তিন ধর্মের রূহানী বা আত্মিক ভাবনা থেকে এর উদ্ভব।

মুহাম্মাদ শাফাক্বাহ বলেন, তাছাওউফ দুনিয়া ত্যাগের মানসিকতায় আত্মিক প্রশিক্ষণ, যা অদৃশ্য বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল। যা শারঈ বিশুদ্ধ দলীল ও সুস্থ জ্ঞান-বিবেকের পরিপন্থী।

ড. গালিব আওয়াজী বলেন, তাছাওউফ এমন একটি দ্বীনী আন্দোলন যা ইসলামী নতুন নতুন রাজ্য জয় ও অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্খা ও বিলাসিতা বৃদ্ধির ফলে মানুষেরা ইসলাম বিরোধী দুনিয়াত্যাগের চিন্তাচেতনার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ কাজে তাদের বাড়াবাড়ি নতুন পথের জন্ম দেয় যা ছূফী নামে আত্মপ্রকাশ করে। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য তারা আত্মিক প্রশিক্ষণ, কাশফ বা আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা, মুশাহাদা বা আল্লাহ্র দর্শনের পথ বেছে নেয়, যা হিন্দু, গ্রীক, পারসিক দর্শনেরই প্রতিচ্ছবিমাত্র ।[১] আর ছূফী হলো পশমী কম্বল ইত্যাদি পরিহিত সাধু-সন্ন্যাসী-দরবেশদের জন্য প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতরূপে ব্যবহৃত হয়। ৭১৯ খ্রিস্টাব্দে ছূফ বা সাদা পশমী খিরকা বা আলখেল্লা বিজাতীয় ও অপসন্দনীয় খৃস্টান পোশাকরূপে বিবেচিত হত।[২] ছূফী ভ্রান্ত মতাদর্শটি পরে ইসলামের নামে নতুন ফিরক্বায় রূপ নেয়। নিম্নে ছূফীদের প্রধান প্রধান ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ পর্যালোচনা করা হল-

ক. মহান আল্লাহ সম্পর্কে আক্বীদা :

মহান আল্লাহ সম্পর্কে বাতিলপন্থী ছূফীদের কিছু পরিভাষা রয়েছে যার উপরে তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত।[৩] আল্লাহ্র বিধানের সাথে তাদের পরিভাষাগুলো সাংঘর্ষিক। এমনকি সেগুলো সরাসরি কুফরী। কেননা তারা আল্লাহ্র সান্নিধ্য পেতে সেগুলোকে সৃষ্টিজীবের সাথে তুলনা করে যা সৃষ্টিকর্তার উলূহিয়াত ধ্বংসের নামান্তর। পরিভাষাগুলো হ'ল আল-হুলূল ওয়াল ইত্তিহাদ, ওয়াহদাতুল ওজূদ, ওয়াহদাতুশ শুহূদ ইত্যাদি। আলোচনাটি দু'টি পর্বে বিভক্ত যথা-

১. আল-হুলূল ওয়াল ইত্তিহাদ ও ওয়াহদাতুশ শুহূদ, ফানাফিল্লাহ বা সর্বেশ্বরবাদ :

আল-হুলূল ওয়াল ইত্তিহাদ, ওয়াহদাতুশ শুহূদ ফানাফিল্লাহ বা সর্বেশ্বরবাদ বলতে আল্লাহ্র মাঝে বিলীন হওয়াকে বুঝায়। বান্দার মানবীয় খোলস ছেড়ে ইলাহী খোলস বরণ করাকে ফানাফিল্লাহ বলে। এক কথায় বলতে গেলে দুনিয়ার মানুষ আসমানের আল্লাহতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে আল-হুলূল ওয়াল ইত্তিহাদ, ওয়াহদাতুশ শুহূদ ফানাফিল্লাহ বা সর্বেশ্বরবাদ বলে। ফলে বান্দা ও আল্লাহ এক আত্মায় পরিণত হয় অর্থাৎ আল্লাহই বান্দা, আবার বান্দাই আল্লাহ। নাঊযুবিল্লাহ!

ইহসান ইলাহী যহীর বলেন, فمما يدل علي اعتقاد الصوفية بحلول ذات الله تعالي في العبد اصطلاحهم "الفناء" و هو من أهم المصطلحات التي يقوم عليها مذهبهم و تتأسس عليها ديانتهم. و الفناء عند المتصوفة: فناء ذات العبد في ذات الرب، فتزول الصفات البشرية في هذا المقام، و تبقي الصفات الإلهية، و تفني جهة العبد البشرية في الجهة الربانية فيكون العبد و الرب شيئا واحدا– 'আল্লাহ্র সত্তাতে বান্দার অস্তিত্ব একাকার হয়ে যাওয়ার ছূফী বিশ্বাসের পরিভাষাগত নাম হ'ল 'আল-ফানা'। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষার উপর ছূফী মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। ছূফীদের নিকট ফানা হ'ল রবের সত্তাতে বান্দার সত্তা বিলীন হয়ে যাওয়া। এমতাবস্থায় বান্দার মধ্যে মানবীয় বৈশিষ্ট্যাবলী লোপ পায় এবং এলাহী বৈশিষ্ট্যসমূহ বাকী থেকে যায়। ফলে বান্দার এলাহী বৈশিষ্ট্যের মাঝে তার মানবীয় বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি সাধিত হয় এবং বান্দা ও রব এক সত্তায় পরিণত হয়।[৪]

---

১. দ্র : শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়াহ, ছূফীওয়াহ ওয়াল ফুক্বারা, পৃ. ১০; ড. যাকী মুবারক, আত-তাছাউফুল ইসলামী ফিল আদাব ওয়াল আখলাক, ১ম খণ্ড, ১৬০ পৃ.; মুহাম্মাদ শাফাক্বাহ, আত-তাছাউফ বায়নাল হাক্ব ওয়াল খালক, পৃ. ৭; ড. গালিব আওয়াজী, ফিরাকুল মু'আছারাহ তানতাসিবু ইলাল ইসলাম, পৃ. ৫৭৮; ইহসান ইলাহী যহীর, আত-তাছাওউফ আল-মানশা ওয়াল মাছাদির , পৃ. ৩৫।

২. ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩৯৫; দ্র. ইহসান ইলাহী যহীর, দিরাসাত ফিত তাছাওউফ, পৃ. ২৮৯।

৩. ইহসান ইলাহী যহীর, দিরাসাত ফিত তাছাওউফ, পৃ. ২৮৯।

৪. তদেব।

তাদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাসমূহ নিম্নরূপ :

১. দাউদ ক্বায়ছারী বলে, ফানার মমার্থ হল, বান্দা থেকে রবে পরিণত হওয়া। যেন প্রত্যেক বান্দা সাক্ষাৎ রবে পরিণত হয়। ফানা সবার জন্য ওয়াজিব। ফলে প্রকৃতপক্ষেই রবের গুণাবলীর উপর বান্দার নিয়োগ নির্ধারিত হয়ে যায়।[৫]

২. নাফাযী রুন্দী বলেন, সত্তাতে বিলীন হওয়া অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুতে নয়। তিনি কবিতা গেয়ে বলেন, فيفني ثم يفني يفني ... ثم فكان فناؤه عين البقاء অর্থাৎ সে বিলীন হয়, বিলীন হয়, আবার ফানা হয়। তার ফানা প্রকৃতই (তাঁরই) অস্তিত্ব।[৬]

৩. ফরীদুদ্দীন আত্বার ফানার সংজ্ঞায় বলেন, বিন্দু বিন্দু পানি যেমন সমুদ্রের পানির সাথে মিশে যায়, তেমনি বান্দা আল্লাহ্র সত্তায় মিশে যায়।[৭]

৪. আব্দুল করীম যায়লী বলেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দার সত্য কিছু চান, তখন তিনি তার মধ্যে নিজের নাম বা গুণের সমাবেশ ঘটান। ফলে বান্দা ফানাফিল্লাহ হয়ে যায়। বান্দার মধ্যে আল্লাহ্ প্রবিষ্ট হয়। মানুষ আকৃতির মধ্যেই আল্লাহ তার মাধ্যমে হক প্রতিষ্ঠা করেন।[৮]

৫. আবূ ইয়াযীদ বুস্তামী (যিনি বায়েজিদ বুস্তামী নামে এদেশে পরিচিত) বলেন, سبحاني ما أعظم شأني، و جاءه رجل و هو في الصومعة و قال هل أبو يزيد في البيت؟ فقال: هل في البيت إلا الله অর্থাৎ আমি মহা পবিত্র, আমার কতইনা বড় মর্যাদা।[৯] সে ইবাদতখানায় থাকাবস্থায় একজন ব্যক্তি আসল এবং তাকে বলল, আবু ইয়াযীদ কি বাড়িতে আছে? সে বলে, বাড়িতে আল্লাহ ব্যতীত কেউ নেই।[১০]

৬. আবূ রাবী ফাহল থেকে ফায়তুরী বর্ণনা করে, সে বলত, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি ছাড়া কোন মাবূদ নেই, আফ্রিকার আলেমরা আমার কথা শুনেছে এবং অস্বীকার করেছে। তারা কাফের ফতোয়া দিয়েছে এবং তারা পালিয়েছে।[১১]

৭. মুনছূর হাল্লাজকে[১২] প্রশ্ন করা হয়েছিল,

من أنت؟ فقال: أنا الحق، ومن أشعاره المشهورة قوله: رأيت ربي بعين قلبي..فقلت من أنت؟ قال: أنت– نحن روحان حللنا بدنا.. روحه روحي روحي روحه..–

অর্থাৎ তুমি কে? সে বলল, আমিই হক (আল্লাহ)।[১৩] তার বিখ্যাত কবিতায় সে বলে, আমি আমার প্রভুকে অন্তরের চোখে দেখেছি। আমি বললাম, তুমি কে? সে বলল, তুমিই তো।[১৪] আমরা দু'টি রূহ। এখন একটি দেহে একাকার হয়ে গেছি। তাঁর রূহ আমার রূহ, আমার রূহ তাঁর রূহ।[১৫]

পর্যালোচনা :

ইহসান ইলাহী যহীর বলেন, ছূফীরা এ ধরণের পরিভাষা ও কথার আড়ালে এমন কিছু বলতে চায় যার সাথে ইসলামের সামান্যতম সম্পর্ক নেই। তারা হুলূল-ইত্তিহাদ, ওছূল-ইত্তেছালে বিশ্বাস করে। তাদের এ ধরণের চিন্তাচেতনা ও বিশ্বাস দেখে বিস্ময়াভিভূত হতে হয়।[১৬]

তিনি আরো বলেন, ছূফীদের এ ধরণের কুফুরী কালাম কোন নবী-রাসূল, ছাহাবীগণ স্বপ্নেও শুনেননি। আল্লাহ তাদের হেফাযত করেছেন। বস্তুতঃ ছূফীরা নবী-রাসূলদের হেদায়াত থেকে বহু দূরে।[১৭]

তিনি আরো বলেন, 'এ ধরণের কথাবার্তা সত্যপথ থেকে বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দেয় এবং দ্বীন থেকে বের দেয়। এগুলো মূলত প্রাচ্য ও অন্যান্য দেশীয় দর্শনশাস্ত্র চর্চার কুফল। যদি তাই না হ'ত, তবে কেন এমন কথা মানুষের মাঝে সবচেয়ে পরহেযগার ও তাক্বওয়াশীল ছাহাবীগণের মুখ দিয়ে বের হল না? আল্লাহ তাঁর বন্ধুকে এ সমস্ত কুফুরী বা ফাহেশা কথাবার্তা থেকে বাঁচিয়েছেন। মূলত খোদ শয়তান ছূফীদের ভাষায় কথা বলে এবং তাদের মেধায়-মননে আসন গেঁড়ে বসেছে। আল্লাহ সমস্ত মুসলমানদেরকে তাদের এ ধরণের ক্রিয়াকলাপ থেকে রক্ষা করুন![১৮]

---

৫. তদেব, পৃ. ২৯০; গৃহীত : দাউদ ক্বায়ছারী, মুকাদ্দামাতু ফিল ফুছূছ ও হাকীম তিরমিযী, খাতমুল আওলিয়া, পৃ. ৪৯১।

৬. তদেব, পৃ. ২৯০; গৃহীত : নাফাযী রুন্দী, গায়ছুল মাওয়াহিব উলইয়াহ ফি শারহিল হাকাম আতায়িয়্যাহ, ১/৯৯ পৃ.।

৭. তদেব; গৃহীত : ফরুদুদ্দীন আত্বার, মানতিকুত ত্বাইর, (বৈরূত : দারুল আন্দালুস), প্রবন্ধ নং ৪৪, ৪০৪।

৮. তদেব, পৃ. ২৯২; গৃহীত : আব্দুল করীম জায়লী, আল-ইনসানে কামেল, ১৪০২ হিঃ, ১/৪৯ পৃ.।

৯. তদেব; পৃ. ২৯২; গৃহীত : আবু তালিব মাক্কী, কূতুল কুলূব, ২/৭৫ পৃ.; কুশাইরী, রিসালাতু তারতীবুস সুলূক,৭৩ পৃ.; নাজমুদ্দীন কুবরা, ফাওয়াতিহুল জামাল, ৩৬ পৃ.; শা'রানী, দুরারুল গাওয়াছ, ৫৮ পৃ.; ইবনু আজীবাহ, ঈক্বাযুল হুমাম, ২০৪ পৃ.; জুমহুরাতুল আউলিয়া, ১/২৩৪ পৃ.।

১০. তদেব, পৃ. ২৯৩; গৃহীত : হুজুরাইরী, কাশফুল মাহজূব, ৪৯৯ পৃ.।

১১. তদেব, পৃ. ২৯৪; গৃহীত : আব্দুস সালাম ফায়তূরী, অছিয়তুল কুবরা, ৮১ পৃ.।

১২. হুসাইন ইবন মানছূর হাল্লাজ, উপনাম আবূ মুগীছ ফারেসীল বাগদাদী বায়যাভী। ছূফী হাল্লাজ দুনিয়া বিমুখতার নামে স্বধর্মত্যাগী নাস্তিক হিসাবেও আখ্যায়িত হয়। কেননা সে হুলূল তথা সর্বেশ্বরবাদ বিশ্বাসের কারণে নিজেকে আল্লাহ দাবী করে বসে (নাঊযুবিল্লাহ)। আব্বাসীয় খলীফা মুক্বতাদিরের যুগে তাকে জেলে বন্দী করা হয় এবং তাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু তার ভক্তদের দাবী তিনি মরেননি। বরং শত্রুদের কেউ তার সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং নিহত হয়। তার লিখনীগুলোর নাম ও বিষয়বস্তু অপরিচিত এবং ভিন্নধর্মী। তার উল্লেখযোগ্য বইগুলো হল- ত্বাসীনুল আযল ওয়া জাওহারুল আকবার ওয়া শাজারুন নূরিয়া, ওয়ায যিল্লুল মামদূহ ওয়াল মায়িল মাসকূব ওয়াল হায়াতিল ফানিয়া, ওয়াল কুরআনুল কুরআন ওয়াল ফুরকান, ওয়া মাদহুন নবী ওয়াল মাছালুল আ'লা ইত্যাদি। সে বাগদাদে ৩০৯ হিজরী সনে নিহত হয়।

১৩. তদেব, পৃ. ২৯৫; গৃহীত : ইমাম গাযালী, মুকাশাফাতুল কুলূব, ২৬ পৃ.; সাহরুদদী, 'আওয়ারিফুল মা'রিফ, কায়রো, পৃ. ৭৯।

১৪. তদেব; পৃ. ২৯৫; গৃহীত : মানছূর হাল্লাজ, দিওয়ানে হাল্লাজ, পৃ. ৩৭।

১৫. তদেব, পৃ. ২৯৬; গৃহীত : ইবনু আজীবাহ, ঈক্বাযুল হিমাম, পৃ. ৫৮-৫৯।

১৬. তদেব, পৃ. ২৮৯।

১৭. তদেব, পৃ. ২৯৪।

১৮. তদেব, পৃ. ২৯৪।

২. ওয়াহদাতুল ওজূদ বা অদ্বৈতবাদী দর্শন :

সবকিছুর মাঝে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের উপস্থিতিকে ওয়াহদাতুল ওজূদ বা অদ্বৈতবাদ বলে। সৃষ্টিজগতের সবকিছুর মাঝে আল্লাহর অস্তিত্ব বিদ্যমান। এমকি কুকুর বা শুকরের মাঝেও, নাঊযুবিল্লাহ।

ইহসান ইলাহী যহীর বলেন, فيعتقد كثير من الصوفية بأن ليس هناك فرق بين الله و خلقه إلا أن الله تعالي كل، و الخلق جزؤه، و أن الله متجل في كل شيئ من الكون حتي الكلاب و الخنازير– 'অধিকাংশ ছূফীপন্থীরা বিশ্বাস করে, মহান আল্লাহ ও সৃষ্টিজীবের মাঝে মূলতঃ কোন তফাৎ নেই। আল্লাহ পূর্ণাঙ্গ সত্তা ও সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই অংশ। সৃষ্টিজীবের সবকিছুতে আল্লাহর তাজাল্লী বা দীপ্তি রয়েছে। এমনকি কুকুর ও শুকরের মধ্যে রয়েছে'।[১৯]

তাদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাসমূহ নিম্নরূপ :

১. ইবনু আরাবী বলেন, সব নাম, কাজ, গুণ, সত্তার মাঝে আল্লাহ রয়েছে। দুই চক্ষু এক চোখে বিলীন হয়ে তাতে তাঁরই প্রকাশ।[২০]

২. ইবনু ওফা থেকে ইবনু আজীবাহ বর্ণনা করেন, পৃথিবীতে সে ছাড়া আর কেউ নেই। অর্থাৎ সর্বভূতে রয়েছেন আল্লাহ।[২১]

৩. নাসাফী বলেন, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বই প্রকৃত অস্তিত্ব। জগৎসংসার পুরোটাই তাঁরই ভাবনা ও খেয়ালীপনা।[২২]

৪. আবু হামযাহ ছূফী থেকে তূসী বর্ণনা করেন, যখন তিনি বাতাসের প্রবল শব্দ, পানির কুলকুল শব্দ, পাখির কিচিরমিচির শুনতেন, তখন তিনি চিৎকার দিয়ে বলতেন, লাব্বাইক অর্থাৎ আমি উপস্থিত।[২৩]

৫. আবুল হুসাইন নূরী যখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনতেন, তখন বলতেন, লাব্বাইক ওয়া সা'দাইক অর্থাৎ আমি উপস্থিত, সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতেই।[২৪]

পর্যালোচনা :

ইহসান ইলাহী যহীর বলেন, ছূফীরা বানর, শুকর, গাধা, ইহুদী, খ্রিস্টান, কুকুর, গাছ, পাথর, পাখি, সবকিছুর মাঝেই আল্লাহকে খুঁজেন। এমনকি সব ধরণের নোংরা চতুষ্পদ জন্তুর মাঝেও, নাঊযুবিল্লাহ।[২৫]

এ প্রসঙ্গে ইবনু তায়মিয়াহ (রহ.) বলেন, ইত্তেহাদ সম্পর্কিত তাদের বক্তব্যগুলো খ্রিস্টানদের চেয়েও বড় কুফুরী।[২৬]

ইহসান ইলাহী যহীর আরো বলেন, ছূফীরা মেয়ে ও ছোট বাচ্চাদের শ্রুতিমধুর শব্দের জন্য পাগল। তারা বলে এগুলো হল আল্লাহ্‌র প্রকাশ। তাদের ভালবাসার অর্থ হল আল্লাহকে ভালবাসা। ফলে তাদের ভালবাসার আদর্শ হল প্রেমজুটি লায়লী ও মজনু। তাদের বইগুলোতে ভালবাসার গযল, পুরনো দিনের প্রেম কাহিনীতে ভরা। তারা আল্লাহ্‌র ভালবাসার মডেল হিসাবেও লায়লী ও মজনুকে বেছে নিয়েছে।[২৭] এ বিষয়ে তাদের ভালবাসার নোংরা কাহিনীগুলো খুবই লজ্জাজনক।[২৮] ইবনু আরাবী বলেন, যারা এ জন্য মেয়েদের ভালবাসে, প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহকেই ভালবাসে।[২৯] তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলো আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা এবং রাসূল (ছা.)-এর নির্দেশনাবলীর বিরোধিতার শামিল। কেননা মেয়েদের ক্ষেত্রে চক্ষু অবনত রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ অর্থাৎ তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত।[৩০]

তারা তাদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে রাসূল (ছা.) নামে মিথ্যারোপ করে বলে, النظر إلى الوجه الحسن عبادة অর্থাৎ সুন্দর চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করা ইবাদত।

ইহসান ইলাহী যহীর বলেন, এই ছূফী সম্প্রদায়ের দিকে দেখুন! তারা কিভাবে সুন্দরী মেয়েদের তাকানোর নাম করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছা.)-এর অবাধ্যতার পথে মানুষদের আহ্বান ও উৎসাহিত করছে। শুধু তাই নয়, আল্লাহ্‌র মহব্বত পাওয়ার জন্য মেয়েদের সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টিপাতকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করেছে।[৩১]

খ. বেলায়েত ও খতমে নবুঅত :

ছূফীদের বিশ্বাস মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে দিয়েই নবুঅতের দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি। আল্লাহ্‌র রিসালাত চিরকালের জন্য বন্ধ নয়। নবীর পর নবী আবার নবী এভাবে আসতেই থাকবে। জিবরাঈল (আ.) নবীদের নিকট অহি নিয়ে আসতেই থাকবে। নবীদের সাথে মহান আল্লাহ পর্দা ছাড়াই কথা সরাসরি বলেন।[৩২]

তাদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাসমূহ নিম্নরূপ:

১. আব্দুল কাদের হুবলা মা'রূফ ইবন ক্বাযীবুল বান বলেন, যে সমস্ত গুণাবলী দ্বারা নবীরা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে, সে সমস্ত গুণাবলী দ্বারা আউলিয়াগণও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে।[৩৩]

---

১৯. তদেব, পৃ. ২৯৪।
২০. তদেব, পৃ. ২৯৭; গৃহীত : ইবনু আরাবী, ওয়াল ফুতূহাতু মাক্কীয়াহ, ২/৪৪-৪৫ পৃ.।
২১. তদেব, পৃ. ২৯৮; গৃহীত : ইবনু আজীবাহ, ঈক্বাযুল হুমাম, পৃ. ২৭২।
২২. তদেব, পৃ. ২৯৯; গৃহীত : নাসাফী, যুবদাতুল হাক্বায়েক্ব, পৃ. ৮২।
২৩. তদেব, পৃ. ৩০০; গৃহীত : তূসী, কিতাবুল লাম', পৃ. ৪৯৫।
২৪. তদেব, গৃহীত : ইবন আজীবাহ হুসনা, ঈক্বাযুল হুমাম, পৃ. ৫৫।
২৫. তদেব, পৃ. ৩০০-৩০১।
২৬. তদেব।
২৭. তদেব।
২৮. তদেব, পৃ. ৩০৮।
২৯. তদেব, পৃ. ৩০২; গৃহীত : ইবনু আরাবী, ফুছূছুল হুকম, পৃ. ২১৮।
৩০. আল-কুরআন, সূরা নূর, ২৪/৩০।
৩১. তদেব।
৩২. তদেব, পৃ. ১৫৯, ১৯৭।
৩৩. ইহসান ইলাহী যহীর, আত-তাছাওউফ আল-মানশা ওয়াল মাছাদির, পৃ. ১৬২।

২. নাজমুদ্দীন কুবরা বলেন, ছূফীদের উপর ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়।[৩৪]

৩. শা'রানী শায়খ তাজুদ্দীন ইবন শা'বানকে মানুষরা কোন প্রয়োজনে সওয়াল করলে বলত, ধৈর্য ধারণ কর, জিবরাঈল আসছে।[৩৫]

৪. দাব্বাগ বলেন, ওলীর উপর আদেশ-নিষেধ নিয়ে ফেরেশতা অবতীর্ণ হন।[৩৬]

৫. শাযলী বলেন, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যদি কেউ বলে, আল্লাহ আমার সাথে কথা বলেছে যেমনভাবে মুসা (আ.)-এর সাথে কথা বলেছিল।[৩৭]

৬. ইবন আরাবী বলেন, আমার অন্তর আমার প্রভু সম্পর্কে বর্ণনা করছে তার বইয়ে ও রাসায়েলে। সে বলে, আল্লাহ্র নির্দেশনা ও আদেশ ছাড়া নিজস্ব গবেষণা ও চিন্তাভাবনা দিয়ে আমি কোন বই রচনা করিনি।[৩৮]

পর্যালোচনা :

ইহসান ইলাহী যহীর বলেন, এখানে আমরা শী'আদের থেকে ধার করা ছূফীদের কুরুচীপূর্ণ আক্বীদা বর্ণনা করতে চাই। তারা বলে, আল্লাহ্র রিসালাত কখনো ছিন্ন হবে না। নবুঅত অব্যাহত ধারায় চলতে থাকবে। নবীর পরম্পরা জারী থাকবে। তারা এভাবে মিথ্যুক দাজ্জালের জন্য দরজা খুলে বসেছে। তারা চায় মুসলমানদের রাসূল (ছাঃ) আনীত স্বচ্ছ মূল ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে ধর্মদ্রোহী ও কাফেরদের দলে শামিল করতে। তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র অবমাননা করে চলেছে।[৩৯] কেননা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

১. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ অর্থাৎ আর আমরা তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।[৪০]

২. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ছাঃ) তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নহেন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী।[৪১]

৩. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে পূর্ণ করে দিয়েছি। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসাবে মনোনীত করেছি।[৪২]

৪. قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا অর্থাৎ তুমি বল, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল।[৪৩]

ইহসান ইলাহী যহীর আরো বলেন, তারা এসমস্ত কথার মাধ্যমে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছা.)-এর কথার বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্যদের পথ অনুসরণ করে।[৪৪]

গ. ইবাদত-বন্দেগী :

ছূফীগণ আল্লাহ্র আনুগত্যে নেকী, অবাধ্যতায় শাস্তির সুবোধ বচনকে হাসির খোরাকে পরিণত করেছে। তারা নিজেরাই ইবাদতের বিধান রচনা করে আল্লাহ্র নামে চালিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ চালু করেছে, যা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। নিম্নে দু'টি পর্বে ছূফীদের ইবাদত সংক্রান্ত আক্বীদা তুলে ধরা হল। যথা-

১. আনুগত্যে নেকী ও অবাধ্যতায় শাস্তি :

ছূফীরা নেকীর আশা ও শাস্তির ভয় নিয়ে কোন ইবাদত করে না। বরং তারা তাদের লালিত বিশ্বাসানুযায়ী আল্লাহ্র প্রেমে গদগদ। তারা জান্নাত-জাহান্নামকে সমান গণ্য করে না। বরং যারা জান্নাতের আশা ও জাহান্নামের ভয় নিয়ে ইবাদত করে তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে।

তাদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাসমূহ নিম্নরূপ :

১. আবুল হাসান ইবন মুওয়াফফাক্ব বলে, হে আল্লাহ! তুমি জেনে রাখ, আমি যদি জাহান্নামের ভয়ে তোমার ইবাদত করে থাকি, তবে তুমি আমাকে শাস্তি দাও এবং শাস্তি দ্বিগুণ করে দাও। তুমি জেনে রাখ, আর আমি যদি তোমাকে ভালবেসে ও জান্নাতের আশাধারী হয়ে ইবাদত করি তবে তুমি আমার উপর জাহান্নাম চিরতরে হারাম করে দাও।[৪৫]

২. রাবেয়া বছরী কবিতার সুরে বলে, ويعبدون الله خوفا من لظي.فلظي قد عبدوا لا ربنا.ولدار الخلد صلوا لا له.شبه قوم يعبدون الوثنا অর্থাৎ তারা লাযার (নামক জাহান্নামের) ভয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করে। আসলে তারা লাযারই ইবাদত করে, আমাদের প্রভুর নয়। দারুল খুলদ (নামক জাহান্নাম)-এর ভয়ে তারা ছালাত আদায় করে, তার (আল্লাহর) জন্য নয়। যেমনভাবে মুর্তিপুজকরা (বিপদের ভয়ে) ইবাদত করে।[৪৬]

৩. সুলায়মান দারানী বলে, আল্লাহ্র অনেক বান্দা রয়েছে, যারা জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের আশায় ইবাদতে মশগুল থাকে না।[৪৭]

৪. আবু ইয়াযীদ বুস্তামী বলে, আমি ক্বিয়ামতের সংঘটনের ইচ্ছা পোষণ করলাম। ফলে আমি জাহান্নামের দরজায়

---

৩৪. *তদেব, পৃ. ১৬৪; গৃহীত : নাজমুদ্দীন কুবরা, ফাওয়াইহুল জামাল ওয়া ফাওয়াতিহুল জালাল, পৃ. ১০।*
৩৫. *তদেব, গৃহীত : শা'রানী, ওয়াল আখলাকুল মাতবূলিয়াহ, ১/৪৫৪ পৃ.।*
৩৬. *তদেব, পৃ. ১৬৫; গৃহীত : দুব্বাগ, ইবরীয, পৃ. ১৫১।*
৩৭. *তদেব, পৃ. ১৭৫; গৃহীত : তাবাক্বাতুশ শা'রানী, ২/৬৯ পৃ.।*
৩৮. *তদেব; গৃহীত : শা'রানী, তানবীহুল মুগতারীন, পৃ. ১৩৬।*
৩৯. *তদেব, পৃ. ১৯৭; গৃহীত : নূবিখতী, ফারাকুশ শী'আ, পৃ. ৭০।*
৪০. *সূরা সাবা আয়াত-৩৪/২৭।*
৪১. *সূরা আহযাব আয়াত-৩৩/৪০।*
৪২. *সূরা মায়েদা আয়াত- ৫/০৩।*
৪৩. *সূরা আ'রাফ, আয়াত-৭/১৫৮।*
৪৪. *আত-তাছাওউফ আল-মানশা ওয়াল মাছাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।*
৪৫. *দিরাসাত ফিত তাছাওউফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।*
৪৬. *তদেব, পৃ. ৭০।*
৪৭. *তদেব, পৃ. ৭৯; গৃহীত : দামইয়াতী, কাফাইয়াতুল আতকা ওয়া মিনহাজুল আছফা, পৃ. ১০৭।*

আমার শামিয়ানা স্থাপন করলাম। একজন ব্যক্তি প্রশ্ন করল, আবু ইয়াযীদ এ অবস্থা কেন? সে বলল, আমি জানি, জাহান্নাম আমায় দেখে নিভে যাবে।[৪৮]

৫. শিবলী বলে, আল্লাহ্র কিছু বান্দা রয়েছে, যারা জাহান্নামে থুথু নিক্ষেপ করলেই তা নিভে যাবে।[৪৯]

৬. আবু মুসা বলে, জাহান্নাম আবার কি? আগামী কালকেই তা আমি স্থাপন করব। আমি জাহান্নামকে বলব, জাহান্নামবাসীকে মুক্ত করে দাও নতুবা আমি অবশ্যই জাহান্নামকেই গিলে ফেলব। জান্নাত আবার কি? জান্নাত তো ছোট বাচ্চাদের খেলনা।[৫০]

পর্যালোচনা :

ইহসান ইলাহী যহীর বলেন, তারা সঠিক রাস্তা থেকে দূরে সরে গেছে। আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে- 'আর এটিই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ করে দেবে। এসব বিষয় তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা (ভ্রান্ত পথ সমূহ থেকে) বেঁচে থাকতে পার।[৫১] তারা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে।[৫২]

তিনি আরো বলেন, কুরআন-সুন্নাহ্র মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, আল্লাহ সৃষ্টিজীবকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। রাসূল প্রেরণ করেছেন মানুষদের কাছে তাওহীদের দাওয়াত ও দু'টি বস্তুর ব্যাখ্যাদানের জন্য। আর আল্লাহ তাঁর বিধানে আনুগত্যকারীদের জন্য জান্নাত ও অস্বীকারকারীদের জন্য জাহান্নাম বানিয়েছেন।[৫৩] এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

১. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ অর্থাৎ আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য।[৫৪]

২. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে।[৫৫]

৩. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ–وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (সেদিন) জান্নাতকে আল্লাহভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে এবং জাহান্নামকে পথভ্রষ্টদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।[৫৬]

৪. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ অর্থাৎ অতঃপর আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দান করলাম (পুত্র সন্তান) ইয়াহইয়াকে। আর গর্ভধারণের জন্য তার স্ত্রীকে সক্ষমতা দান করলাম। তারা (পিতা-পুত্র) সর্বদা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত। তারা আশা ও ভীতির সাথে আমাদের ডাকত। আর তারা ছিল আমাদের প্রতি বিনয়াবনত।[৫৭]

আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রাসূল (ছা.) প্রতিনিয়ত জাহান্নাম থেকে পানাহ চাইতেন এবং জান্নাতের আশাধারী ছিলেন।

৫. আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করীম (ছা.) তাকে এই দো'আ শিখিয়েছেন- اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِى خَيْرًا– 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে যাবতীয় কল্যাণ ভিক্ষা করছি, যা তাড়াতাড়ি আসে, যা দেরীতে আসে, যা জানা আছে, যা জানা নাই। আর আমি যাবতীয় মন্দ হ'তে তোমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করছি, যা তাড়াতাড়ি আগমনকারী, আর যা আমি জানি আর যা আমি অবগত নই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঐ মঙ্গল চাচ্ছি, যা চেয়েছেন তোমার নেক বান্দা ও তোমার নবী, আর তোমার কাছে ঐ মন্দ বস্তু থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা হতে তোমার বান্দা ও নবী (ছাঃ) পানাহ চেয়েছেন। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাত চাচ্ছি এবং ঐসব কথা ও কাজ চাচ্ছি যেগুলো আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে। আর আমি জাহান্নাম হতে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি এবং ঐসব কথা ও কাজ হতেও পানাহ চাচ্ছি, যেগুলো আমাকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেবে। আর আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার জন্য যেসব ফায়ছালা করে রেখেছ, তা আমার জন্য কল্যাণকর করে দাও'।[৫৮]

(ক্রমশঃ)

লেখক : কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ']

---

৪৮. তদেব, পৃ. ৭৩; গৃহীত : সালহাজী, ওয়ান নূও মিন কালিমাত আবু তায়ফূর, পৃ. ১৪৭।
৪৯. তদেব, পৃ. ৭৪; গৃহীত : তূসী, কিতাবুল লাম', পৃ. ৪৯১।
৫০. তদেব, পৃ. ৭৮; গৃহীত : আব্দুর রহমান বাদাবী, শাতহাতুছ ছূফীয়াহ।
৫১. আল-কুরআন, সূরা আন'আম, ৭/১৫৩।
৫২. দিরাসাত ফিত তাছাওউফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।
৫৩. তদেব।
৫৪. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩/১৩৩।
৫৫. জিন, আয়াত-৭২/২৩।
৫৬. শো'আরা, আয়াত-২৬/৯০-৯১।
৫৭. আম্বিয়া, আয়াত-২১/৯০।
৫৮. ইবনু মাজাহ হা/৩৮৪৬; আহমাদ হা/২৪৪৯৮, ২৪৬১৩; ছহীহাহ হা/১৫৪২।

আবার ইসলামাবাদে

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

১.

ইসলামাবাদ থেকে চলে এসেছি ২০১৭ সালের জুলাই মাসে। প্রায় আড়াই বছর গত হল। ইসলামাবাদ শহরের অলি-গলি, ফয়ছাল মসজিদ, হামীদুল্লাহ লাইব্রেরী, মারগালা পাহাড়, আমার বিশ্ববিদ্যালয় (ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদ) ক্যাম্পাস, হোস্টেল ক্যাম্পাস, আলী (রাঃ) হোস্টেলের ১৩১ নং রুম, কুয়েত হোস্টেল সবকিছুই খুব মনে পড়ে। খুব ইচ্ছা হয় একবার যদি ঘুরে আসতে পারতাম ফেলে আসা স্মৃতির বাগানে! সেই সুযোগটা লুফে নিতে চাইলাম যখন একটা কনফারেন্সের নোটিশ পেলাম বন্ধু হাসান বাযাযো মারফত। '৩য় বার্ষিক ইন্টারন্যাশনাল দাওয়াহ কনফারেন্স ২০১৯' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৩-৪রা এপ্রিল ২০১৯-এ। নোটিশ পেয়ে আর দেরি করিনি। বেশ কয়েকদিন খাটাখাটুনী করে যথাসময়ে বিষয় ও সারবস্তু (এ্যাবস্ট্রাক্ট) পাঠালাম। প্রাথমিকভাবে বিষয় অনুমোদনের পর ৩য় ধাপে প্রবন্ধটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন পেল আলহামদুলিল্লাহ। আরবীতে লেখা প্রবন্ধটির বিষয় ছিল- منهج جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش في نشر الدعوة الإسلامية: دراسة وتحليل (ইসলাম প্রচারে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কর্মপদ্ধতি : পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ)। অপেক্ষা করছি চূড়ান্ত ঘোষণা ও দাওয়াতপত্রের। কিন্তু শেষতক জানানো হ'ল পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কনফারেন্সটি নির্ধারিত সময়ে হচ্ছে না। পরবর্তীতে তারিখ জানানো হবে। এরপর থেকে আর খোঁজখবর নেই। আমিও কনফারেন্সের কথা ভুলে গেলাম। হঠাৎ নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি মেইল চেক করতে গিয়ে এক সপ্তাহ পূর্বে আসা একটি মেইল খুলে দেখি কনফারেন্সের দাওয়াতপত্র। দাওয়াহ একাডেমী ডাইরেক্টর ড. তাহের মাহমূদ স্বাক্ষরিত পত্রে জানানো হয়েছে যে, ২দিন ব্যাপী সম্মেলনটি ডিসেম্বরের ৪-৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে এবং ২০ নভেম্বরের মধ্যে জানাতে হবে আমি স্বশরীরে অংশগ্রহণ করছি কি না? হাতে সময় মাত্র কয়েকদিন। কিছুটা দোটানায় পড়ে গেলাম। নতুন বছরের শুরু হতে যাচ্ছে। হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডের অধীনস্ত মাদরাসাগুলোতে যথাসময়ে পাঠ্যক্রম, পাঠপরিকল্পনা এবং সিলেবাসের বই সরবরাহ করতে হবে। এমতাবস্থায় সব ফেলে দেশের বাইরে যাব কিনা। অবশেষে পিতার পরামর্শে ঢাকায় পাকিস্তান হাইকমিশনে গেলাম। কনফারেন্স ভিসার জন্য আবেদনের পরও ভিসা কাউন্সিলর যেভাবে খুঁটিনাটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে রীতিমত জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন, তাতে অবাক হলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি ভিসা দিতে রাজী হলেন। আর বললেন, যেহেতু বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানীদের ভিসা দিচ্ছে না, তাই পাল্টা পদক্ষেপ হিসাবে আমরাও পারতপক্ষে ভিসা দিচ্ছি না। এজন্যই এতকিছু জিজ্ঞাসা।

তিনদিন পর ভিসা পেয়ে কনফারেন্স কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলাম, আসছি। ঢাকা থেকে পাকিস্তানে সরাসরি কোন ফ্লাইট যায় না। অন্য কোন দেশ ঘুরে যেতে হয়। তাই নিকটতম রুট হিসাবে বেছে নিতে হ'ল থাইল্যাণ্ডের পথ।

কনফারেন্সের ২দিন আগে ২রা ডিসেম্বর ২০১৯ দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে থাই এয়ারের একটি ফ্লাইটে রওনা হলাম ব্যাংককের পথে। অধিকাংশ যাত্রীই বাঙালী। এদের বড় অংশই যাচ্ছে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। তবে এর মধ্যে কয়েকজন পেলাম, যারা আমার মতই পাকিস্তানের যাত্রী। কেউ করাচী, কেউবা লাহোর যাবে। পার্শ্ববর্তী যাত্রী ছিলেন পাকিস্তানী। করাচী যাবেন। বছর খানিক ধরে বাংলাদেশের একটি গার্মেন্টসে কোয়ালিটি ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেছেন। এবার দেশে ফিরে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের মানুষের ব্যবহারে তিনি যারপরনেই সন্তুষ্ট। বার বার সে কথা উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। সহকর্মীদের সাথে তোলা ছবিগুলো দেখিয়ে স্মৃতিচারণ করলেন। আড়াই ঘন্টা চলার পর ব্যাংকক শহরের কাছাকাছি পৌঁছাতে বিমানের জানালা থেকে নীচে তাকাই। অন্তহীন থাই সাগরে তখন শেষ বিকেলের সোনালী রোদ ঝিকিমিকি খেলে। একসময় সূর্য অস্ত যায় সাগরবুকে। ভারী সুন্দর সে দৃশ্য। আলো ঝলমলে ব্যাংকক শহরটাও উপর থেকে দেখে নিলাম। স্থানীয় সময় বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে ব্যাংককের সুবর্ণভূমি বিমানবন্দরে অবতরণ করি। দিনের আলো তখনও অবশিষ্ট আছে। বিমান থেকে বের হতেই গরম বাতাসের ঝটকায় সতেজ অনুভূতি হয়। বাংলাদেশে যখন ঠাণ্ডা বেশ জেঁকে বসেছে, তখন এখানে ফাগুনের আবহাওয়া। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বৃহদায়তন বিমানবন্দর এটি। কুলকিনারা খুঁজে পেতে যথেষ্ট বেগ পাই। ট্রানজিট টাইম সোয়া ঘন্টা। তারপরও জায়গামত পৌঁছাতে অনেক সময় গেল। ফ্লাইট কিছুটা বিলম্ব থাকায় রক্ষা পেলাম। সন্ধ্যা ৭টার দিকে ইসলামাবাদের উদ্দেশ্যে বিমান ছাড়ল। দীর্ঘ প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টার যাত্রা। ইসলামাবাদে কাটানো সাড়ে তিন বছরের স্মৃতিগুলো রোমন্থন করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ি।

স্থানীয় সময় রাত ১০টা ২০ মিনিটে ইসলামাবাদ পৌঁছে যাই আলহামদুলিল্লাহ। ঝা চকচকে নতুন বিমানবন্দর। ইসলামাবাদে যখন ছিলাম তখনই কাজ শুরু হয়েছিল। সম্প্রতি উদ্বোধন হয়েছে। আয়তন অনুপাতে তেমন কোন ভিড় নেই। ইমিগ্রেশন অফিসার বেশ ভদ্র আচরণ করলেন। লাগেজ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ইসলামাবাদে আগেভাগেই শীত পড়ে। হিমেল বাতাসের ঝটকায় শরীরটা কেঁপে উঠে। বাইরে অপেক্ষা করছিলেন দাওয়াহ একাডেমীর শিক্ষক আমার পূর্ব পরিচিত জনাব ড. যহীর বাহরাম ও তাঁর দু'জন সঙ্গী। আমাকে দেখে তাঁরা এগিয়ে আসেন। ড. যহীরকে আমি চিনলেও তিনি আমাকে চিনতেন না। তবে পোশাক দেখে অনুমান করে নিয়েছিলেন। দাওয়াহ একাডেমীর একটি মাইক্রোবাস এসেছে। তাতে আমরা চড়ে বসলাম। ইসলামাবাদ শহর থেকে প্রায় ২৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত এই বিমানবন্দর। পরিচিত রাস্তায় যেতে যেতে আমি স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ি। ড. যহীর ও তাঁর সঙ্গী ইমরান খানের নয়া পাকিস্তানের হাওয়াই গপসপের পিণ্ডি উদ্ধার করেন আর নওয়াজ শরীফের গুনগান করেন। ড্রাইভার ফয়ছালা টেনে বলেন, জো ভি হো ইসলামাবাদ ওয়াকেঈ বহুত পিয়ারী হ্যাঁয়! হ্যাঁ, ইসলামাবাদ এসে তো এই পেয়ারের আখ্যানই শুনতে চাই। কতদিন বাইক নিয়ে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে এই পিণ্ডি-ইসলামাবাদ রোডে চলাফেরা করেছি। কাশ্মীর হাইওয়েতে এসে বাতাসের বেগে বাইক ছুটানোর সেই স্মৃতি জাগরুক হয়ে ওঠে। মনেই হচ্ছিল না যে মাঝখান থেকে কয়েকটা বছর চলে গেছে। যেন সবকিছুই আগের মত। রাত সাড়ে এগারোটার দিকে ফয়ছাল মসজিদ সংলগ্ন দাওয়াহ একাডেমী গেস্ট হাউজে আমার জন্য বরাদ্দকৃত রুমে পৌঁছাই। ড. যহীর সবকিছু ঠিকঠাক করে দিয়ে বিদায় নেন।

২.

পরদিন সকালে গেস্ট হাউজের নাশতার টেবিলে সাক্ষাৎ হয় কায়রোর জামে'আতুত তাযামুন আল-ফ্রানসিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ বিভাগের বাংলাদেশী শিক্ষক ড. রফীকুল ইসলাম (বরগুনা), আলজেরিয়ার বুয়াইরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রধান ড. ইয্যুদ্দীন আব্দুদ দায়েম এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ বিভাগে পিএইচডি গবেষণারত পাকিস্থানী মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান (এ্যাবোটাবাদ)-এর সাথে। তাঁরাও গতকাল দিনের বেলা ইসলামাবাদ পৌঁছেছেন। ড. রফীক আগেই আমার সাথে আগেই যোগাযোগ করেছিলেন কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীদের তালিকায় একজন বাংলাদেশী দেখে। আল-আযহারে অনার্স, মাস্টার্স ও পিএইচডি সম্পন্ন করে বর্তমানে তিনি কায়রোয় স্বপরিবারে অবস্থান করছেন। খুব শান্ত ও নম্রভাষী এই ভাই থেমে থেমে চমৎকার সাহিত্যিক

আরবীতে কথা বলেন। মিসরের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা এতটাই যে নিজেকে 'মুতামাছ্ছার' বলতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তাঁর কথা হ'ল মিসরে কখনও নিরাপত্তার অভাব বোধ করি না। কিন্তু দেশে গেলেই ভয় লাগে যে, কখন কি হয়ে যায়। অনেকবার ভেবেছি দেশে ফিরব, কিন্তু সাহস পাই না। সুতরাং অজানা কালের জন্য সেদেশেই যিন্দেগী গুযরান তাঁর ভবিতব্য ধরে নেয়া যায়। মধ্যবয়সী ড. ইয়ুদ্দীন খুব আমুদে ও দিলখোলা মানুষ। খাওয়ার টেবিল বলা যায় মাতিয়ে রাখেন একাই। ইন্টারনেটে তাঁর আরবী ব্যকরণের উপর একটি চমৎকার ভিডিও কোর্স আছে। মুহাম্মাদ ভাই কম কথার মানুষ। তবে যতটুকু বলেন তা খুব জ্ঞানপূর্ণ এবং দায়িত্ববোধসম্পন্ন। প্রথম সাক্ষাতেই এই তিনজনের সাথে ভাল একটা বোঝাপড়া তৈরী হয়ে গেল। যেটা সফরের শেষ পর্যন্তই বজায় থাকল। দেশের বাইরে এই জিনিসটা আমার আগাগোড়া ভাল লাগে। চেনা নেই, জানা নেই অথচ মুহূর্তের ব্যবধানে একজন মানুষের সাথে কত গাঢ় সম্পর্ক তৈরী হয়!

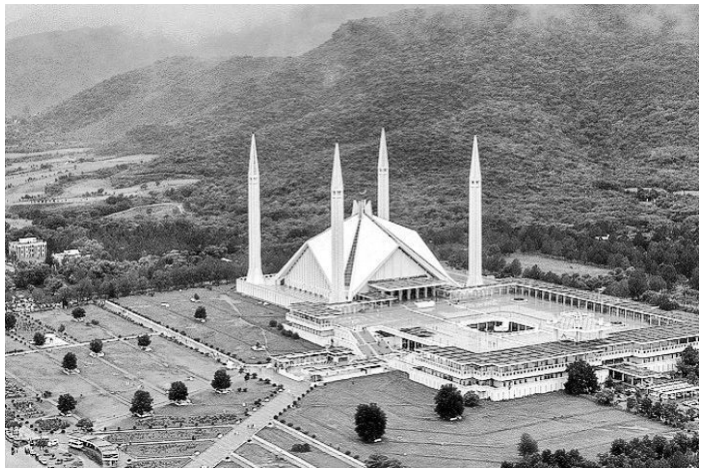

লক্ষ্যের একাত্মতা মানুষকে খুব দ্রুতই কাছাকাছি নিয়ে চলে আসে। আবার লক্ষ্যের দূরত্ব সবচেয়ে কাছের মানুষটিকেও কখনও দূরে ঠেলে দেয়। এই তো মানবজনম! আজব এক খেলাঘর!

বেলা দশটার দিকে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে আব্দুর রহমান বাঙ্গালী ভাই তাঁর এক বন্ধু নিয়ে আসলেন। ইসলামাবাদে থাকতে অনেকদিন রান্না করে খাইয়েছেন। আজ তার কিঞ্চিত ঋণ শোধ করতে দেশ থেকে কিছু হাদিয়া নিয়ে এসেছি। সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁরা আমার সঙ্গ দিলেন। তাঁদের সাথে প্রিয় ফয়ছাল মসজিদ প্রাঙ্গন ও মারগালা পাহাড়ের কোলে নিবিড় অরণ্যে ঘেরা কুয়েত হোস্টেল চত্বর ঘুরে ঘুরে দেখি আর বুঁদ হয়ে ফেলে আসা স্মৃতির গন্ধ শুকি। প্রতিটা মুহূর্ত প্রাণভরে উপভোগ করতে ইচ্ছা করে। স্মৃতিরা কি দামামা বাজায়? নতুবা আজ কেন হৃদয়মাঝে এমন দূরাগত দ্রিম আওয়াজ টের পাই! কেন খাঁ খাঁ অন্তর্দেশ এমন চিন চিন করে! রাস্তার ধারে টুলের উপর পাকোড়া খেতে বসি। ছাত্রদের ভিড়ে পরিচিত মুখ খুঁজি। পাই না। নতুনেরা জায়গা দখল করে নিয়েছে পুরোনোদের। বাদরগুলো আগের মতই নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। এ ছাদ থেকে ও ছাদ। বনের ঝি ঝি পোকাদের ডাক আগের মতই আনমনা করে দেয়। হোস্টেলের সামনে ভলিবল কোর্টে ঠিক মতই নেট ঝুলে আছে। হোস্টেল ক্যান্টিনে আজও ভিড় করে ছাত্ররা চা-কফি খাচ্ছে। সবকিছু তো আগের মতই। পরিবর্তন খালি চরিত্র আর উপলক্ষ্যগুলোর। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে আমার। অতীতে ফেরার আকুতিতে সাড়া দেয় না কেউ।

কুয়েত হোস্টেলে মাগরিবের ছালাত আদায় করে ফয়ছাল মসজিদ প্রাঙ্গনে ফিরে আসি। আব্দুর রহমান ভাইরা বিদায় নেয়। আমি গেস্ট হাউজের পথে হাটা ধরি। গেটের মুখে আসতেই দেখি আমার অন্যতম প্রিয় বন্ধু হাসান বাযাযো তার শিশুকন্যা আয়েশাকে নিয়ে উপস্থিত। হাসান ফিলিস্তীনের গাযার বাসিন্দা। ইসলামাবাদ থেকে আমার ফিরে আসার বছরখানিক পূর্বে সে 'আক্বীদা ও দর্শন' বিভাগে পিএইচডির জন্য আসে এবং আমার হোস্টেলের তৃতীয় তলায় সীট পায়। সালাফী আক্বীদার হওয়ায় তার সাথে আমার দ্রুতই আলাদা সম্পর্ক তৈরী হয়। সেই থেকে সে আমার কেবল প্রিয় বন্ধুই নয়, ছায়াসঙ্গী। একসাথেই আমরা প্রতিদিন বিকালে মাসজিদুত তাওহীদে ড. সুহায়েল হাসানের কাছে ছহীহ বুখারী ও মুসলিম পড়তে যেতাম। হোস্টেল থেকে বের হ'লে যেখানেই যাই না কেন, সে ছিল আমার অপরিহার্য সঙ্গী। ওকে কেন্দ্র করে আমাদের একটা চমৎকার মিশ্র সার্কেলও তৈরী হয়ে যায়। এতে ছিলাম আমি বাংলাদেশী, হাসান বাযাযো ফিলিস্তীনী, মুতাওয়াক্কিল মুহাম্মাদ ইয়ামানী এবং আব্দুল্লাহ খাল্লুফ সিরীয়। এরা প্রত্যেকেই একেকজন ইতিহাস ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার। প্রত্যেকেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের প্রতিনিধি। এদের মাধ্যমে আরবী ভাষার বিভিন্ন কথ্যরূপের সাথে যেমন আমার পরিচয় ঘটেছে, তেমনি বহু পদের আরবী খাবারের স্বাদ গ্রহণের অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাছাড়া ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনায় কত যে চিন্তার খোরাক পেয়েছি, তা বলে শেষ করার মত নয়। এজন্য এদের কাছে আমি অনেক ঋণী। শেষ বছরটা তো আমার প্রায় এদের সাথেই কেটেছে। যখনই আমরা হোস্টেল থেকে একসাথে বাইরে বের হতাম অনেকে অবাক হ'ত যে, চারদেশের চারজনের মধ্যে এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয় কি করে?

যাইহোক হাসানের সাথে দীর্ঘ কোলাকুলির পর রুমে গিয়ে বসলাম। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, শিক্ষক-কর্মকর্তা ও বন্ধু-বান্ধবদের সব খোঁজখবর ওর কাছ থেকে নিলাম। মজা পেলাম যে, অশুদ্ধ ভঙ্গিতে এতদিনে সে বেশ ভালই উর্দূ বলা

শিখেছে। গত মাসে ওর পরিবারকে মিসর হয়ে পাকিস্তান নিয়ে এসেছে। একটা বাসাও নিয়েছে। রাতে আমরা একসাথেই খেলাম। এসময় নাইজেরীয় বন্ধু আব্দুল্লাহও এল। সে শরী'আহ বিভাগ থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করে দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাতের খাবারের পূর্বে গেস্ট হাউজে দাওয়াহ একাডেমী পরিচালক ড. তাহের মাহমূদ এলেন এবং

বিভিন্ন দেশ থেকে আগত গবেষকদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হলেন। এসময় ড. হাম্মাদ লাখভীর সাথে পরিচয় হ'ল, যিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ডীন এবং পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ বংশ লাখভী পরিবারের সন্তান। এছাড়া সবার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন আল্লাহ ইহসান এলাহী যহীরের ভাই ড. ফযলে এলাহী এবং লণ্ডনের শরী'আহ কাউন্সিলের সেক্রেটারী ড. ছুহায়েব হাসান। ড. ফযলে এলাহী বরাবরই থেমে থেমে অত্যন্ত তাক্বওয়াপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন। আজও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। বিশেষ করে দাঈদের ইখলাছের প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন। ড. ছুহায়েব হাসানের সাথে এর আগেও দেখা হয়েছে। লণ্ডনে থাকেন বলে ইংরেজীতেই দাওয়াতী কাজ করে থাকেন। কিন্তু তিনি যে মাশাআল্লাহ এত সাবলীল আরবী জানেন, তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। লণ্ডনে দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে সফলতা লাভের কয়েকটি ঘটনা আরবীতে ব্যক্ত করলেন। এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি যে তিনি অনারব। বরং আরবদের চেয়েও বিশুদ্ধ ও বহতা নদীর মত স্বচ্ছন্দ আরবী বললেন। তাঁর ছোটভাই ড. সুহায়েল হাসানের নিয়মিত ছাত্র ছিলাম। ক্লাসে তাঁর সাবলীল আরবীর মুগ্ধ শ্রোতা ছিলাম আমরা। কিন্তু আজ বুঝলাম ড. ছুহায়েব হাসান তাঁকেও বুঝি ছাড়িয়ে গেছেন। খাবার শেষে ড. ফযলে এলাহীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ হ'ল। অনেকদিন পর তাঁর সাথে দেখা। পড়াশোনার খোঁজখবর নিলেন আর বরাবরের মত তাক্বওয়া ও ইখলাছের নছীহত করতে ভুললেন না।

৩.

৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯ বুধবার ফজর ছালাত পড়লাম ফয়ছাল মসজিদে। ফিরে এসে প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য কিছু প্রস্তুতি নিলাম। তারপর নাশতা সেরে মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমানের সাথে রওয়ানা হলাম প্রোগ্রামস্থল তথা ফয়ছাল মসজিদ কমপ্লেক্সের আল্লামা ইকবাল অডিটোরিয়ামের পথে। সকাল ৯টা থেকে কনফারেন্স শুরু হবে। তার পূর্বে ব্যাগসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ধরিয়ে দেয়া হ'ল। পাকিস্তানসহ ১২টি দেশের মোট ৭২জন গবেষক এসেছেন। ফলে একই সাথে তিনটি অডিটোরিয়ামে কনফারেন্স চলছে। ২ দিন ব্যাপী মোট আটটি অধিবেশন হবে প্রতিটি অডিটোরিয়ামে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কী-নোট স্পিকার হিসাবে বক্তব্য রাখলেন ড. হাম্মাদ লাখভী। আল্লাহ্র পথে দাওয়াত ও আল্লাহ্র দাসত্বের মাঝে চমৎকার সমন্বয় টেনে তিনি বক্তব্য রাখলেন। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট ড. আহমাদ ইউসুফ আদ-দুরাইভিশের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন লণ্ডনের ড. ছুহায়েব হাসান। তিনি দাওয়াতের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করলেন।

উদ্বোধনের পর মিটিং কক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের সাথে বিদেশী ডেলিগেটদের পরিচিতি পর্ব হল। এখানে আরও একজন আলজেরীয় গবেষক প্রফেসর ফাতহী বুদফালাহ্র সাথে পরিচয় হল। তিনি আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সাইন্স ফ্যাকাল্টির প্রফেসর এবং কুরআনের পাণ্ডুলিপি ও কিরাআত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। মধ্যএশিয়া ও আরবের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি কুরআনের প্রাচীন পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধান করেন। এ বিষয়ে তাঁর বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ আছে। এই সম্মেলনে এসেছেন কারাগারে দাওয়াত প্রদানের গুরুত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে চমৎকার একটি প্রবন্ধ নিয়ে। পরহেযগার ও হাসিখুশী এই মানুষটির সাথে পরিচিত হয়ে খুব ভাল লাগল। পরিচয় পর্বের পর জানতে চাইলেন বাংলাদেশে কুরআনের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি কিংবা 'ইলমুল কিরাআত নিয়ে কোন গবেষণা হয় কি-না। কিংবা আমার সন্ধানে কুরআনের এমন পাণ্ডুলিপি আছে কি-না। বিশেষজ্ঞ গবেষক তো এমনই হওয়া চাই, যিনি সর্বত্র নিজ বিষয়ে মণি-মুক্তা কুড়ানোর সন্ধানে থাকবেন।

দুপুরে লাঞ্চ শেষে তৃতীয় অধিবেশনে ছিল আমার প্রবন্ধ উপস্থাপন। মজার ব্যাপার হ'ল, কাকতালীয়ভাবে এই

অধিবেশনেরই সভাপতি ছিলেন আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ শিক্ষক ও দাওয়াহ একাডেমীর সাবেক পরিচালক ড. সুহায়েল হাসান। আবার প্রধান অতিথি ছিলেন পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ ক্বারী জনাব ছুহায়েব আহমাদ মীর মুহাম্মাদী। সুতরাং তাদের সাথে মঞ্চ শেয়ার করার অভিজ্ঞতাটা স্মরণীয় ছিল। বাংলাদেশের ড. মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম ও নাইজেরিয়ার উছমান বিন ফাওদা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ঈসা মুহাম্মাদ মিশানুর পর আমার পালা আসল। মাত্র ১০ মিনিটে প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করতে হবে। প্রজেক্টরে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড উপস্থাপন করে প্রায় যথাসময়েই শেষ করতে পারলাম আলহামদুলিল্লাহ। কিছুটা ভয়ে ছিলাম এজন্য যে, আমার শিক্ষক ও এমএস-এর সুপারভাইজার প্রফেসর ড. ফাতহুর রহমান কুরেশী শ্রোতাদের কাতারে বসে বক্তব্য শ্রবণ করছিলেন। উছূলে হাদীছের উপর তাঁর অগাধ জ্ঞান। হাদীছ বিভাগের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। সুদানী এই উসতাযকে আমরা সবসময়ই খুব ভয় পেয়ে এসেছি।

উনার সামনে কোন ভুল করার অবকাশ নেই। প্রতিটি জিনিস খুব সুক্ষ্মভাবে দেখেন। সামান্য উনিশ-বিশ হলে আর রেহাই নেই। তবে আমার প্রতি তাঁর একটা আস্থা ছিল বলে এমএস থিসিসটা নিয়ে বড় কোন পরীক্ষায় পড়তে হয়নি আলহামদুলিল্লাহ। এমনও রেকর্ড আছে যে, তাঁর মনঃপুত না হওয়ায় অনেক ছাত্রের থিসিস বছরের পর বছর আটকে রেখেছেন। মঞ্চে থাকা ক্বারী ছুহায়েব আহমাদ আহলেহাদীছ মানুষ। তাই বাংলাদেশের আহলেহাদীছদের সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। বক্তব্য শেষে চেয়ারে বসতে কানের কাছে এসে ধন্যবাদ দিয়ে দো'আ করলেন। পরে অনেকেই মূল প্রবন্ধটির কপি চাইলেন এবং বাংলাদেশে সালাফী আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাইলেন। অনেকে বাংলাদেশে এত সালাফী আছে জেনে খুশী প্রকাশ করলেন। আহলেহাদীছ আন্দোলনকে এমন একটি আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে উপস্থাপন করতে পেরে সত্যিই তৃপ্তি বোধ করলাম। আজীবনের জন্য একটা স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হ'ল আলহামদুলিল্লাহ।

সেদিন বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত কনফারেন্স চলল। দাওয়াতের উপর নানামুখী গবেষণাধর্মী চিন্তাধারায় ঋদ্ধ হলাম। বিশেষ করে আধুনিক ইসলামী সংগঠনগুলোর দাওয়াতী পদ্ধতিসমূহ ও তার কার্যকারিতা এবং বিবিধ সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে গবেষকগণ যেসব পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করলেন তা যথেষ্ট ভাবনার খোরাক যুগিয়েছে। কনফারেন্সের ফাঁকে ফাঁকে অনেক পরিচিতজনের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। অনেকেই ভেবেছেন আমি বোধহয় এখনো ইসলামাবাদে আছি। এতদিন কোথায় ছিলাম, এই প্রশ্নে যখন জানলেন যে দেশে ফিরে গিয়েছি, তখন চা-নাশতার তোড়জোড় শুরু করলেন। ইসলামিক ইউনিভার্সিটির হাদীছ বিভাগের শিক্ষক ড. আব্দুস সামাদ ভাই ও রিফাহ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক বন্ধুবর ড. মুহাম্মাদ তাহির ভাই তাঁর বাসায় দাওয়াত দিলেন। একসময় দেখে আসলাম কনফারেন্স হলের ২য় তলায় ইসলামাবাদে আমার প্রিয়তম স্থান হামীদুল্লাহ লাইব্রেরীতে। যে চেয়ার-টেবিলে নিয়মিত বসতাম সেখানে গিয়ে ক্ষণিকের জন্য স্মৃতিকাতর হয়ে পড়লাম। লাইব্রেরীর পরিচালক ড. সাজিদ মির্জাসহ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাক্ষাৎ হল। তাঁরা অনেকদিন পর আমাকে দেখে খুব খুশী হলেন। কনফারেন্স শেষে সে রাতটি গেষ্ট হাউজেই কাটালাম।

(চলবে)

ড. আব্দুর রহমান আস-সুদাইস

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

[মহান আল্লাহ মানবতাকে সঠিক পথে পরিচালনা জন্য মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মুক্তির দূত হিসাবে পবিত্র কুরআনের হেদায়াত দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। যাতে করে অবাধ্যরা আল্লাহ্র পায়ে মস্তক লুটায়। সেই কুরআনের দরদী ও আবেগঘন কণ্ঠে তেলাওয়াতকারী ক্বারীদের কারী, ইলম অন্বেষণকারী ছাত্রদের ছাত্র, অর্নলবর্ষী বাগ্মীদের বাগ্মী, প্রভাব বিস্তারকারী ভাষাবিদদের অন্যতম, বিশুদ্ধ আক্বীদা প্রচার-প্রসারে ঈর্ষণীয় দাঈ, চারিত্রিক মাধুর্যে অতুলনীয়, দুনিয়া ত্যাগী, ইলাহী নূরে আলোকিত চেহারা, সালাফী মানহাজের অতন্দ্র প্রহরী এবং আহলেহাদীছে আন্দোলনের মর্দে মুজাহিদ মক্কা-মদীনার প্রধান ইমাম ড. শায়খ আল্লামা আব্দুর রহমান আস-সুদাইস বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সমাদৃত এবং স্বীয় কর্মগুণে তিনি খ্যাতিমান কারী ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি মুসলিম উম্মাহ্র দুই পবিত্রতম স্থান মসজিদ আল-হারাম ও মসজিদে নববীর প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। যিনি খুব শৈশবকাল থেকেই নিষ্কলুষ জীবন-যাপনে নিজেকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। এই মহান মনীষীকে নিয়েই আমাদের এবারের আয়োজন।-সহকারী সম্পাদক]

নাম : আব্দুর রহমান বিন আব্দুল আযীয আস-সুদাইস। তাঁর পূর্ণ নাম আবু আব্দুল আযীয আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল আযীয ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ। তবে তিনি আব্দুর রহমান আস-সুদাইস নামেই পরিচিত।

জন্ম ও পরিবার : ১৩৮২ হিজরীর মোতাবেক ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ সালে সঊদী আরবের রাজধানী রিয়ায শহরে তাঁর জন্ম। তিনি কাছীম রাজ্যের বুকাইরিয়া অঞ্চলের অধিবাসী। তিনি আনাজ কালন আরব উপজাতি সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত। তার স্ত্রীর নাম ফাহদা আলী রউফ। তার চার ছেলে আব্দুল আযীয, বকর, শুয়া'ইব, আব্দুল্লাহ এবং পাঁচ মেয়ে সুমাইয়া, যাইনব, উমায়মা, নাসিবাহ ও মালিকাহ।

কুরআন হিফয : ১২ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। তার পিতা তাকে রিয়াযে শায়খ আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ আলে-ফরইয়ান এবং শায়খ মাক্বরী মুহাম্মাদ আব্দুল মাজেদ যাকেরের অধীনে তাহফীযুল কুরআন একাডেমীতে ভর্তি করে দেন। অতঃপর বিভিন্ন শিক্ষকের হাতের ছোঁয়ায় আল্লাহ্র ফযলে-করমে পবিত্র কুরআন হিফয শেষ করেন। পবিত্র কুরআন হিফযের ক্ষেত্রে উনার সর্বশেষ উস্তায ছিলেন মুহাম্মাদ আলী হাসান।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: তিনি সঊদী আরবের রাজধানীতে বেড়ে উঠেন। তিনি হিফয সম্পন্ন করার পর সর্বপ্রথম মাদরাসা আল-মুছান্না বিন হারেছাহ আল-ইবতিদাইয়াতে ভর্তি হন। অতঃপর রিয়াদ বিজ্ঞান স্কুলে পড়াশোনা করে ১৯৭৯ সালে ব্যাচেলর ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮৩ সালে রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারী'আহ বিষয়ে স্নাতক সম্মান ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮৭ সালে ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উছূলে ফিকহ বিভাগে শায়খ আল্লামা আব্দুর রাযযাক আফীফী এবং ড. আব্দুর রহমান দুরাইবীশ-এর তত্বধানে 'আল-মাসায়েলুল আছলিয়াহ আল-মুতাআল্লেকাহ বিল আদিল্লাতিশ শারী'আহ আল্লাতী খা-লাফা ফীহা ইবনু কুদামা গাযালী' শিরোনামে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করে মুমতায রেজাল্ট নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর তিনি ১৯৯৫ সালে আহমাদ ফাহমী আবু সানাহ, রাবেতা আল-ইসলামীর পরিচালক শায়খ ড. আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল মুহসিন আত-তুর্কী ও উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদ-দিরাসাতু উলইয়া আশ-শারঈয়াহ বিভাগের প্রধান ড. আলী ইবন আব্বাস হুকমীর তত্বধানে 'আল-ওয়াযেহ ফী উছূলুল ফিকহ লি আবীল অফা ইবন 'আক্বীল হাম্বলী : দিরাসাত ওয়া তাহক্বীক্ব' শিরোনামে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করে মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

শিক্ষকমন্ডলী :

১. শায়খ ছালেহ আল-আলী আন-নাছের।
২. শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আলে-শায়েখ (যিনি রাষ্ট্রীয় মুফতী আল-আম)।
৩. ড.শায়খ ছালেহ বিন আব্দুর রহমান আল-আছরাম।
৪. ড. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান ইবন জিবরীন।
৫. শায়খ আব্দুল আযীয দাউদ।
৬. শায়খ ফাহদুল হুমাইন।
৭. শায়খ ড. ছালেহ বিন গানেম আস-সাদলান।
৮. শায়খ ড. আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আদ-দুরাইবীশ।
৯. শায়খ ড. আব্দুল্লাহ আলী রুকবান।
১০. শায়খ ড. আব্দুল আযীয বিন আব্দুর রহমান রাবী'আহ।
১১. শায়খ ড. আহমাদ বিন আলিল মুবারকী।
১২. শায়খ ড. আব্দুর রহমান আস-সাদহান।
১৩. শায়খ আব্দুল্লাহ মুনীফ।
১৪. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান তাওবীখী।

উল্লেখ্য যে, তিনি বিভিন্ন মসজিদে বিভিন্ন শায়খের কাছে ইলমী ইযাফা নেন। তারা হলেন-

১৫. শায়খ আল্লামা আব্দুল আযীয ইবন বায (রহঃ)।
১৬. শায়খ আল্লামা আব্দুর রাযযাক আফীফী।

১৭. শায়খ ড. ছালেহ ফাওযান।

১৮. শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাছের বার্রাক।

১৯. শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ রাজিহী।

কর্মজীবন : তিনি উছূলে ফিকাহ বিভাগ থেকে পড়াশোনা শেষে উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শারী'আহ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি রিয়াযে বিভিন্ন মসজিদে ইমাম ও খতীব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

হারাম শরীফে ইমাম হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ : ১৯৮৪ সালে তিনি কা'বা শরীফের ইমাম ও খতীব হিসাবে নিযুক্ত হন। আছর ছালাত দিয়ে তার পবিত্রময় জীবন শুরু করেন। একই বছর রামাযান মাসে তিনি প্রথম পবিত্র কা'বা শরীফে জুম'আর খুৎবা দেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ২২ বছর।

দাওয়াতী কর্মকাণ্ড : তিনি মাসজিদুল হারামে ইমামতি ও খুৎবার পাশাপাশি ১৪১৬ হিজরী থেকে প্রত্যহ বাদ মাগরিব আক্বীদা, ফিকহ, তাফসীর, হাদীছসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান শুরু করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মাসলা-মাসায়েল প্রদান করে থাকেন। বিশেষ করে হজ্জের সময় ফাতাওয়া-ফারায়েযের দায়িত্বটি তিনি বিশেষভাবে পালন করে থাকেন। তিনি সঊদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ইসলামী সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে যোগদান করেন। নিজ দেশের বাইরেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মসজিদ, ইসলামিক সেন্টারের দাওয়াতী প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি পৃথিবীব্যাপী মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত ছিটিয়ে-ছড়িয়ে থাকা ইসলামী দাওয়াতী সংস্থা ও সংগঠনের সদস্য হওয়ার সুবাদে তাদের ডাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি শায়খ আল্লামা আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত হায়আতুল ইগাছাহ আল-ইসলামিয়াহ সংস্থার সদস্য। অনুরূপভাবে রাবেতাতুল আলাম আল-ইসলামীর তিনি অন্যতম একজন সদস্য। এছাড়াও তিনি প্রিন্ট মিডিয়া পেপার-পত্রিকায় নানা বিষয়ে হাদীছ সংকলন ও প্রবন্ধ লিখেন। মোদ্দাকথা হ'ল, দাওয়াতী ময়দানে তাঁর সরব পদচারণা রয়েছে। প্রচলিত জঙ্গীপনা ও উগ্রপন্থা থেকে তিনি সকল মুসলমানকে সাবধান থাকতে বলেন। কেননা নিরপরাধ সাধারণ মানুষ হত্যা ইসলাম সমর্থিত নয়। তিনি এসব থেকে যুব সমাজকে সচেতন করে থাকেন।

২০০২ সালের ১৯শে এপ্রিল মাসে তিনি তাঁর বক্তৃতায় ইহুদীদেরকে বানর এবং শূকর নামে আখ্যায়িত করেন যা সঊদী গণমাধ্যম প্রচার করেছিল। তিনি তাঁর বক্তৃতায় আরো বলেন, আপনারা ইতিহাস পড়ুন, দেখবেন ইহুদীদের পূর্বসুরীরা ছিল অত্যন্ত খারাপ এবং আজকের ইহুদী সমাজ পূর্ববর্তীদের তুলনায় আরো খারাপ। তারা হ'ল মা'ছূম-নিষ্পাপ নবীদের হত্যাকারী এবং মূলতঃ তারা দুনিয়ার আর্বজনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা আল্লাহ্র নিকট অভিশপ্ত, ঘৃণ্য এবং যুলুমবাজ। ফলে আল্লাহ তাদের অবাধ্যতার ফলে শূকর ও বানরে পরিণত করেছিলেন। ইহুদীরা বংশ পরম্পরায় নীচ, ধূর্ত, অবাধ্য, নিষ্ঠুর, নিকৃষ্ট এবং দুর্নীতি পরায়ন। হে আল্লাহ! তুমি তাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত তোমার লা'নত অব্যাহত রাখ। আর প্রকৃতপক্ষে তারাই এর হকদার।

তিনি সর্বত্র ফিলিস্তিন এবং ফিলিস্তীনী মুসলিম ভাইদের স্বার্থ নিয়ে বিভিন্ন মজলিসে জোরালো বক্তব্য প্রদান করে থাকেন। তিনি দখলদার ইহুদী অবৈধ বসতি এবং যুলুমবাজ ইসরাঈল রাষ্ট্রকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু করেন। তিনি বলেন, মসজিদুল আকসা বন্দী থাকতে পারে না। মসজিদুল আকসার মুক্তির ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করুন। স্বাধীন ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রের পক্ষে জনমত তৈরী করুন। হিংসা-বিভেদ ভুলে আন্ত রিকভাবে মযলুম ফিলিস্তিনীদের পক্ষে কথা বলুন।

মক্কা ও মদীনার দায়িত্ব ও মন্ত্রীর পদমর্যাদা লাভ : ২০১২ সালে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় মক্কা ও মদীনার দুই পবিত্র মসজিদের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব লাভ করেন। শুধু তাই নয় তিনি পবিত্র দুই হারামের সম্মানিত সভাপতি এবং হারাম সংশ্লিষ্ট বিশেষ বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ।

সেরা ইসলামী ব্যক্তিত্ব : ২০০৫ সালে দুবাইয়ে বর্ষসেরা ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসাবে 'ইসলামিক পারসনালিটি অব দ্য ইয়ার' (Islamic Personality Of the Year) নির্বাচিত হন। বিশ্বব্যাপী তিনি ইসলাম বিদ্বেষীদের সামনে সন্ত্রাসবাদ ও বোমা হামলা বিষয়ে ভুল ধারণা নিরসন এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের কথা স্পষ্ট করেন।

উপসংহার : ইহুদী এবং ইসরাঈলীদের মুখোশ উন্মোচন করায় শায়খ আব্দুর রহমান আস-সুদাইসী ইহুদী-খ্রিস্টান এবং পশ্চিমা মিডিয়ায় বিশেষভাবে সমালোচিত হন। শুধু তাই নয়, আমেরিকা তাঁর ইসলামী কনফারেন্সে নিষেধাজ্ঞা জারী করে এবং কানাডা সরকার তাঁর গমনাগমনে কড়াকড়ি আরোপে করে। তিনি অমুসলিম এবং ইহুদী-খ্রিষ্টানদের অপপ্রচারে মোটেও কর্ণপাত করেনি। বরং তিনি সত্যের পক্ষে নিজের বলিষ্ঠ অবস্থান তুলে ধরেন এবং বিশেষ করে ফিলিস্তীনের নির্যাতিত মুসলিম ভাইদের সহানুভূতি জানাতে ও পাশে দাঁড়াতে মুসলিম জাহানের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। পশ্চিমা মিডিয়া তাকে বর্ণবাদী এবং ঘৃন্য ধর্মপ্রচারক হিসাবে নিন্দা করার অপচেষ্টা চালায়। বস্তুতঃ তিনি তা থেকে পবিত্র। শায়খ আব্দুর রহমান আস সুদাইস পবিত্র কা'বা ঘরের সম্মানিত প্রধান ইমাম। বর্তমান দুনিয়ার সর্বোচ্চ সম্মানীত আলেমদের অন্যতম তিনি। উল্লেখ্য যে, শায়খ সুদাইস বিশ্বাস করেন যে, তার মায়ের দোয়ায় আল্লাহ তা'আলা তাকে কাবার ইমাম হিসাবে কবুল করেছেন। কারণ ছোট বেলায় তাঁর মা এই বলে দো'আ করেছিলেন যে, মহান আল্লাহ তোমাকে হারামাইনের ইমাম বানিয়ে দিন।

সর্বোপরি কুরআনের সুমধুর তেলাওয়াতের জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে কুরআনের পাখী হিসাবে চির জাগ্রত হয়ে থাকবেন।

স্বপ্নে এলাহী ইশারা পেয়ে মুসলিম হন জন মাইপোপল!

আবু বকর জন মাইপোপল। তিনি বিশপ জন মাইপোপল নামেও পরিচিত। তানজানিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে বিলোসায় ১৯৩৬ সালের ২২শে ডিসেম্বরে তাঁর জন্ম। চার্চের পরিবেশেই মার্টিন বড় হন। ১০ ভাই-বোনের মধ্যে মার্টিন তৃতীয়। মার্টিনের ইচ্ছা ছিল পুলিশ হওয়ার আর মা-বাবা চাইতেন মার্টিন হবে একজন খ্রিস্টান পুরোহিত। কিন্তু তিনি খাঁটি মুসলিম হয়ে গেলেন।

মার্টিনের বাবা ছিলেন একজন পুরোহিত। তিনি সব সময় মার্টিনকে পুরোহিত হওয়ার পরামর্শ দিতেন। যেহেতু মার্টিনের অন্য কোনো ভাই ছিল না, বাবা চাইতেন তাঁর একমাত্র ছেলেই হবে পুরোহিত ধর্মযাজক। মার্টিনের বাবা ছিলেন চার্চের একজন নেতৃস্থানীয় লোক। তাই তিনি বলতেন, মার্টিন! তুমি পুরোহিত হও, এটাই তোমার জন্য উত্তম হবে।

১৯৬০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী। মার্টিন একজন শিক্ষানবিশ ধর্মযাজক হিসাবে চার্চে যোগদান করেন। ফলে খ্রিস্টান ধর্ম ও এর শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান অর্জিত হয়। ১৯৭৩ সালে মার্টিন জার্মানিতে যান ডিগ্রী কোর্স সম্পন্ন করার জন্য। ওই বছরই সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি একজন উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন। চার্চের আগের ধর্মযাজক বিদায় নিলে মার্টিনকেই চার্চের প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।

১৯৮৩ সালে তিনি আবার জার্মানিতে মাস্টার্স ডিগ্রী করার জন্য গমন করেন। সেখানেই তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। জার্মানি থেকে তিনি কেনিয়ায় যান একটি সভায় যোগদানের জন্য। তাঁকে সেখানে আলোচনা করতে হয় কিভাবে পূর্ব আফ্রিকায় খ্রিস্টান ধর্মের বিকাশ করা সম্ভব হবে তা নিয়ে। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল ইসলামকে প্রতিহত করার পথ ও পন্থা নিয়ে। এ প্রকল্পে তাঁদের সংগঠন ৫২ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। এ সময় আলোচনার প্রস্তুতির জন্য মার্টিন ইসলামের ওপর বেশ কিছু পুস্তক পাঠ করেন। তিনি পবিত্র কুরআনের অনুবাদ পড়ারও সুযোগ পান। এতে মার্টিনের মনে নানা প্রশ্নের উদ্ভব হয়। তিনি তাঁর শিক্ষকদের সেসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন। কিন্তু তাঁরা প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হননি। নিরুপায় হয়ে মার্টিন বাইবেল আবার অধ্যয়ন করেন। লক্ষ্য ছিল নিজ থেকেই তাঁর মনের জাগ্রত প্রশ্নের সমাধান খুঁজে বের করবেন। তাঁর একটি প্রশ্ন ছিল, কেন যিশু ক্রুশবিদ্ধ হলেন?

বাইবেলের আলোকে তিনি তাঁর জবাব পাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে তিনি কোনো জবাবই খুঁজে পেলেন না। তাঁর অন্য প্রশ্ন ছিল যিশু মহান আল্লাহর সন্তান হলেন কিভাবে? তারও কোনো জবাব পেলেন না মার্টিন। বাইবেলের আলোকে প্রশ্নের জবাব খুঁজে না পেয়ে মার্টিন ঠিক করলেন ইসলাম থেকে তিনি তার একটা জবাব পাওয়ার চেষ্টা করবেন। তখন থেকে তিনি বহু বই পড়া শুরু করলেন। এরই মধ্যে মার্টিন তাঁর মাস্টার্স সমাপ্ত করে আবার তানজানিয়ায় ফিরে গিয়ে ধর্মযাজকের পদে যোগদান করলেন। তিনি চেষ্টা করলেন অতীতকে ভুলে যেতে। এর মধ্যে মার্টিন এক রাতে এক স্বপ্ন দেখলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে জাগিয়ে তুললেন। স্ত্রী বললেন, মার্টিন স্বপ্নে ইসলামের কোনো এক নবীর কথা বারবার উচ্চারণ করছিল। মার্টিন স্ত্রীর কথা শুনে কিছুই বললেন না। সকালে খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনি বেরিয়ে পড়লেন শহরে। বাসার জন্য বিভিন্ন জিনিস নিয়ে তিনি যখন ঘরে ফিরছিলেন তখন ছিল মাগরিব ছালাতের সময়। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে একটি মসজিদে যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেন। তখন তাঁর পরনে ছিল খ্রিস্টান ধর্মযাজকের পোশাক। তিনি যখন মসজিদে ঢুকলেন তখন মুছল্লীরা কিছুটা বিস্মিত হ'ল। তারা তাঁকে মসজিদে ঢোকার কারণ জিজ্ঞেস করল।

মার্টিন জানালেন, তিনি তাদের সঙ্গে ছালাত পড়বেন। মার্টিন ইমাম শেখ আহমারার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। আগে থেকেই আহমারার সঙ্গে মার্টিনের পরিচয় ছিল। মার্টিন আহমারার কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। ইমাম সাহেব মার্টিনের প্রস্তাব শুনে এটাকে নিছক কৌতুক বলে ভাবলেন। অথচ মার্টিন ছিলেন খুবই সিরিয়াস। তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেনই, করবেন। ইমাম ছাহেব মার্টিনকে জুতা খুলে পবিত্র হয়ে আসতে বললেন। ইমাম ছাহেব মার্টিনের হাত ধরলেন এবং তাঁকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান করে নেন। এভাবেই আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হল। খ্রিস্টান ধর্মযাজক জন মাইপোপল মার্টিন মুসলিম আবু বকর জন মাইপোপলে পরিণত হলেন।

(তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট)

At-Tahreek TV
অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য
অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।
Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv
Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv
সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

জীবনের বাঁকে বাঁকে

আঁধার থেকে আলোর পথে

-শামসুল আলম

ছায়া ঢাকা, পাখি ঢাকা নয়নাভিরাম প্রশান্ত এক গ্রাম। সেটির নাম ফুলসারা। চারিদিক সবুজে ঘেরা। গ্রামের বাইরে ফাঁকা দিগন্তজোড়া বিস্তীর্ণ মাঠ-প্রান্তর। প্রায় আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ এবং দেড় কিলোমিটার প্রস্থ এই গ্রামের উত্তরে মহাসড়ক আর দক্ষিণে এলাকার অতি পরিচিত ঐতিহ্যবাহী বিশাল এ্যাড়লের বিল। কথিত আছে এই বিলের ৩শ' ৬০টি মৌজার জমির মালিকানা আছে। কত মাছ ধরা, কত পাখির বিচরণ, কত ঢেউ খেলানো ধান ক্ষেত, কত রূপকথার গল্প লুকিয়ে আছে এই বিল; এই এলাকা নিয়ে। এই গ্রামের বিল ও বিশাল ফাঁকা তেপান্তরের মাঠের পাশেই একটি সরকারী প্রাইমারী স্কুল। গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখার হাতেখড়ি এখানে। তাদেরই মধ্যে সোহাগ একটি ছেলে। পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা আর স্কুলে টিফিনের সময় ক্ষেতে জন্মানো চৈত্র মাসের ছোলা হুড়া (পোড়ানো) করে এক সাথে শিক্ষক-ছাত্রদের খাবার দৃশ্য ছিল তখনকার নিত্যদিনের উপভোগ্য দৃশ্য। বিকেলে খেলার পর আবার শীতের খেজুরের 'সন্ধ্যে রস' খাবারের স্বাদ যেন এখনো ভোলা যায় না। সেই রস এখন আর পাওয়া যায় না। কথায় বলে 'যশোরের যশ, খেজুরের রস'। হ্যাঁ সেই খাঁটি রস, গুড়-পাটালি এখন পাওয়া বড় দুষ্কর। চরকার মত ঘুরে দু'একজনের কাছে যদিও পাওয়া যায়, তা আবার এক আধ সপ্তাহ আগেই পাড়া-পড়শির মা-চাচী-ভাবীরা বুকিং দিয়ে রাখেন, ঢাকা অথবা বাইরের ছেলে-মেয়ে বা আত্মীয়-স্বজনদের জন্য। এক ভাড় (৮/১০ লিটার) রসের দাম ২শ' টাকা। আর খাঁটি গুড়ের দাম ১৫০ থেকে ২০০/- টাকা। গ্রামের মানুষ হয়ত উপরে উঠে গাছ কাটাকে অনেক কষ্ট মনে করেন। তারাও এখন অনেকটা সৌখিন হয়ে গেছে। আর যে কারণে খেজুরের গাছও তেমন নেই। ইট ভাটায় সব খেয়ে নিচ্ছে। নতুন করে মানুষ আর খেঁজুর গাছও লাগানো হচ্ছে না। সরকারী কোন উদ্যোগও নেই। এ দুঃখ মাতৃভূমি ও গ্রামীন মানুষের।

উপযেলার একমাত্র আদর্শ এ গ্রামটি ছিল ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার যুদ্ধের কবলে পতিত এক ঐতিহাসিক স্থান। হাজী রইচ উদ্দীন দফাদারের বাড়িতে সে সময় যুদ্ধে বিভৎস চিত্রের আংশিক রূপ দেখা যায়। তিনি ছিলেন এলাকার শ্রেষ্ঠ ধনী, জ্ঞানী এবং সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। এ এলাকায় খান বাহিনী প্রায় বাড়ি-ঘরে হামলা দিত কোন হিন্দু এবং পাকিস্তান বিরোধী কেউ আছে কিনা। পেলে রেহাই নেই। একদিন সোহাগ তার সেজো ভাইয়ের সাথে পাশের পট-শেওলায় ভরা পুকুরে খানদের ভয়ে কোন রকম নাক-চোখ ঢেকে লুকিয়ে ছিল। তখন এর পাশের বাঁশঝাড়ে একটি গুলির শব্দ। পরে সে জানতে পারে একজন হিন্দু ফকিরকে তারা মেরে ফেলেছে। একদিন দেখা গেল তার বাড়িতে অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখা। হাজী ছাহেবের বিশাল দালান বাড়ির পশ্চিম পাশের মজবুত ১৫ ইঞ্চি ইটের শক্ত দেয়াল ভেদ করে গুলির আঘাতে বিশাল ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ভাগ্যিস সেল বা গুলি কারও গায়ে পড়েনি। সে সময় ঘরে কেউ থাকলে নির্ঘাত মৃত্যু। এসব গুলি এসেছে ইণ্ডিয়ান সীমান্ত থেকে। সম্ভবতঃ খান বাহিনীদের লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছিল। মুহূর্তে হাজী ছাহেবের ১ গোলা ধান, ১ গোলা নারিকেল গোলার আঘাতের আগুনে দাউ দাউ করে শেষ হয়ে যায়। শোনা গেল হাজী ছাহেবের ছেলে মমতাজউদ্দীন এবং ওপাড়ার আহমাদ আলীকে খানেরা (মুক্তিযোদ্ধা ভেবে) মোর্চের মধ্যে (কবরাকৃতি) চোখ ও হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছে। ওদেরকে গুলি করে মেরে ফেলার অর্ডার হয়ে গেছে। ঠিক সে সময় চৌগাছা এলাকার স্থানীয় কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রচেষ্টায় আল্লাহ তাদের প্রাণ রক্ষা করলেন। যুদ্ধ শেষ ১৬ ডিসেম্বর।

হ্যাঁ, এরকম একটি গ্রাম, একটি পরিবেশ, একটি পরিবারে জন্ম সোহাগের। বাবা-মায়ের অনেক সন্তানের মধ্যে সবার ছোট। তাই তার বাবা-মা-মামারা নাম রাখেন সোহাগ। সোহাগ তার মায়ের পাশে থেকে মায়ের আদেশে চলাফেরা করত। চারিদিকে ঘন বনে জঙ্গলে আচ্ছাদিত সবুজ তাদের গ্রামটি। গেয়ো মেঠো পথ দিয়ে সে ফুফু বাড়িতে যখন বেড়াতে যেত তখন পরাস্ত খান বাহিনীদের ফেলে রাখা ট্যাংকগুলোর ভিতর প্রবেশ করে ট্যাংক চালকের আসনে বসে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে শুনে তার পিঠাপিঠি ভাইদের সাথে ফুফুবাড়ি বেড়াতে যেত। সবুজে ভরা গ্রাম্য মাঠ-প্রান্তর পেরিয়ে এগুলো খেলনার মত আবার নাড়িয়ে চড়িয়ে দেখত এবং গুলির সেলগুলো ক্ষেত থেকে কুড়িয়ে সে বাড়ি ফিরত। সে বুঝতো না আসলে প্রকৃত রহস্যটা কি? শুধু সে জানে একটি যুদ্ধ। দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সে জানে না স্বাধীন দেশে ভাল মানুষগুলো এখনও স্বাধীন কি-না।

শিশুকাল গ্রামের প্রাইমারী, অতঃপর চৌগাছা শাহাদাত বহুমুখী পাইলট স্কুলে তার বড় ভাই ভর্তি করিয়ে দেন। এটা সোহাগের এক নতুন পরিবেশ। প্রায় ৬/৭শ' ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে শুরু হয় তার আর নতুন যাত্রা। হানাফী ঘরে জন্ম তার। ইসলামের সবদিক অতকিছু সে বুঝে না। তাই নানা অপসংস্কৃতিতে বেড়ে উঠা শিশুটা। শিশুকালে তার শিক্ষকগণ স্বাধীনতা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারী, ১লা বৈশাখ, আর অনেক কিছু (সরকারী নিয়মে) কিভাবে পালন করতে হয় তা শিখিয়েছেন। হাইস্কুলে এখন এসব তো মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সোহাগ খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত যোগদান করত। সারা থানার আন্তঃপ্রাইমারী ব্যাটমিন্টন প্রতিযোগিতায় তারা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে একবার রানার্সআপ হয়ে ২য় স্থান করেছিল। তবে এখন খেলাধূলার মাতামাতি খুব বেশী। ছেলেরা খেলাধূলা বিশেষ করে ক্রিকেট ও মোবাইল নেশায় মত্ত হয়ে পড়ালেখায় পিছিয়ে যাচ্ছে। সোহাগ ছোটবেলায় মায়ের আদেশে ছাগল পালন করত। মাঝে-মধ্যে একাকী নির্জন দোসামানার মাঠের প্রান্তে এ্যাড়লের বিলের দিগন্তে ছাগলগুলো ছেড়ে দিয়ে সে বলত- যা তোরা এখন স্বাধীন।

যা ইচ্ছে তা খেয়ে বেড়া। আর সে সাথে হয়ত কখনও একটি বইকে খেলার সঙ্গী বানাতো অথবা ছাগলের নাম ধরে ডাকাডাকি করত। তবে সাবধান থাকত যাতে অন্যের ক্ষেতের ফসল কোন ছাগলে না খায়। সে এরই ফাঁকে তাদের এবং মানুষের ক্ষেত থেকে পটকা ঘাস উঠাত। কখনও মায়ের জন্য টাটকা ভেতো শাক তুলে নিত। এর মধ্যে থেকে সে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যশীলতার কিছু গুণাবলী হয়ত অর্জন করেছিল। তবে এটা সত্য যে, অধিকাংশ নবী-রাসূলগণ মেষ চরিয়েছেন, যা সে পরে জেনেছিল। তাতে করে বুঝা গেল মায়ের আদেশ মেনে চলে ছোটকালে তার লাভ ছাড়া কোন ক্ষতি হয়নি। সে নিয়মিত হাইস্কুলে ক্লাস শুরুর আগে এ্যাসেম্বলিতে অংশ নিত। এতে অংশ নেয়া বাধ্যতামূলক ছিল। প্রথমে আল্লাহ ও সংবিধানের নামে শপথ নেয়া, অতঃপর রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন। সোহাগ ভাল সঙ্গীত গাইতে পারত। তাই তেজস্বী হেডস্যারের প্রকাশ্যে হাঁক ছিল- সোহাগ কই? আর রেহাই নেই। গান গাওয়ার ভয়ে সে পিছনের সারিতে লুকিয়ে থাকত। কিন্তু দুষ্ট বন্ধুরা ধরে নিয়ে যেত। অতঃপর সোহাগকে গাইতে হ'ত- 'আমার সোনার বাংলা...'। ভাষা দিবসে ২১শে ফেব্রুয়ারীর গান বা কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে দেশাত্মবোধক সমবেত গান, বড় বড় অনুষ্ঠানে আধুনিক গান শহীদ মিনারে ফুল দিতে হ'ত; তাকে আরও জন্ম বার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠান করতে হ'ত। কিন্তু অবুঝ ছেলে সোহাগ ততটা বুঝত না সে কি করছে?

সোহাগের স্কুল ছিল কপোতাক্ষ নদের তীরে। এখানে একটি 'ডাক বাংলা' যা স্কুলের তত্ত্বাবধানে ছিল। এটা ছিল যশোরের সবচেয়ে উঁচু এবং নামকরা পিকনিক স্পট। সোহাগ কখনও একাকী, কখনও বন্ধুদের সাথে টিফিনে বা ক্লাসের ফাঁকে খেলত অথবা আড্ডা দিত। আর মাইকেল মধুসুধন রচিত সেই 'কপোতাক্ষ নদে'র স্রোতস্বীনী ধারা প্রত্যক্ষ করত। নদের সুন্দর দৃশ্যগুলো, গ্রামের মানুষের গোসল-সাতার কাটা, মাছ ধরার দৃশ্য মনকে ভরিয়ে দিত। কিন্তু সেদিনের ভরা যৌবনপ্রাপ্ত কপোতাক্ষের সেই চেহারা এখন আর নেই। চৈত্র মাস এলে এপার-ওপার হেঁটে পার হওয়া যায়। তখনকার মত আর বিশালকায় শৈল মাছ, বোয়াল মাছ, রুই-কাতল আর শিং-মাগুর এখন আর পাওয়া যায় না। যাবে কেন? ভারত থেকে বাংলাদেশে আসা সকল পানির উৎস যে ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। হায়রে কপোতাক্ষ, বড় দুঃখ লাগে।

সোহাগ গ্রামের সহপাঠিদের সাথে প্রায় প্রতি বছর বলু দেওয়ানের বাজারে যেত। সেখানে বিশাল মেলা বসে। এ ব্যক্তি নাকি পীর ছিল। তিনি এই কপোতাক্ষ নদের ওপর দিয়ে (নদ সৃষ্টির আগে) এক রাতে ঘোড়া দিয়ে চলতে চলতে পিছন দিকে নদীর সৃষ্টি হয়- যা মানুষের মুখে মুখে শুনা যায়। চলার শেষে চৌগাছার প্রত্যন্ত বলু নারায়ণপুর দেওয়ানপাড়া এলাকায় অবস্থান করে। সেখানে প্রতি বছর ওরশ ও মেলা বসে। সেখানে স্কুল জীবনে সোহাগ দেখত বলুর মাযারে হাঁস-মুরগী, ছাগল, ভেড়া মানত করছে। তারা পীরের নামে মানত করে যার যার মনোষ্কামনা পূরণ করত। তবে সোহাগ এগুলোকে লৌকিকতা মনে করত। সোহাগের বাড়ি এবং আশে পাশে দেখত গরুর গোয়ালে জুতা ঝুলিয়ে রাখতে, যাতে গরুর অসুখ না হয়। লাউ বা মিষ্টি কুমড়ার গাছে মরা গরুর মাথা বাঁশ দিয়ে ঝুলিয়ে রাখত যাতে ফল ভাল হয়। সোহাগের মনে পড়ে তার বাড়ির মাইনদার কেসমত এ্যাড়লের বিলের মাঝে যে সন্ন্যাসীতলা আছে অসুখ সারার নামে সেখানে মাটি দিয়ে কি যেন করত। সোহাগ তার মৃত দাদা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের খানাতে বা চল্লিশাতে অংশ নিত। পদ্মপাতায় সে কি খাওয়া-দাওয়ার ধুম। অথচ সে পরে বুঝে এগুলো ইসলামে নেই।

এভাবে নানা অপসংস্কৃতি ও শিরক-বিদ'আতের পরিমণ্ডল পেরিয়ে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি পাশ করে নামী-দামী কলেজে পা বাড়ায়। সে সেখানেও নানা অপসংস্কৃতি এবং অনৈসলামিক শিক্ষার বেড়াজালে পড়ে যায়। যেমন প্রিন্সিপাল স্যারের অফিসের সামনে যেতে হলে সকল ছেলে-মেয়েকে দূর থেকে হাত তুলে স্যালুট দিতে হ'ত। শিক্ষক আসলে সকলকে দাঁড়াতে হত। ক্যান্টনমেন্ট কলেজটি আর্মি কালচারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচালনা হত। নবীনবরণ আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে যা হবার তা-ই হ'ত।

এবার তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুরু। সেখানে আর এক জগত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি সোহাগকে মাঝে মধ্যে ভাবিয়ে তুলত। সোহাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে কেবল উচ্চশিক্ষার জন্য। তবে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় যেমন কিছু ভাল দিক রয়েছে অন্যদিকে রয়েছে বিপথগামিতা। সেখানে রয়েছে ছেলে-মেয়েদের অবাধ চলাফেরা আর মেলামেশা। স্বাধীনতার নামে অভিভাবকগণ তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। শিক্ষাঙ্গনে যেন তাদের চিন্তার কোন কারণ নেই (?)। কিন্তু বাস্তবে সেখানকার পরিবেশ যে কত ভয়াবহ তার হিসাব পরিসংখ্যান নাইবা দেয়া হ'ল। শুধু বলা যায়, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাটা হল অনৈসলামিক। নাটক-সিনেমা, গান-বাজনা, আনন্দ-ফুর্তির নামে বেলেল্লেপনা যেন উন্মুক্ত পথের সঙ্গী। এরই পাশাপাশি চলছে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির হিংস্র ছোঁয়া। সীট দখল, হল দখল, ডাইনিং-এ ফ্রি খাওয়া, মেয়েদেরকে ছেলেদের হলে প্রবেশাধিকারের প্রতিযোগিতা, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, দলবাজি ভর্তি, নিয়োগ-বাণিজ্য সবগুলো নিয়ে সোহাগ থমকে যায়। সে ভাবে এ কোথায় এলাম! তবে সে ঐ পথগুলোতে না গিয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ডের পথ খুঁজে। একদিন সোহাগ প্রেসক্লাবের মেম্বার হয় ও পাঠক ফোরামের সদস্য হয়। একবার সে পাঠক ফোরামের পক্ষ থেকে বগুড়া নট্রামসে শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রী সহ শিক্ষাসফরে যায়। প্রফেসর সোহরাব স্যার সঙ্গে ছিলেন। ঘুরেফিরে দেখাশোনা, খাওয়া-দাওয়া ভাল হ'ল। তবে এবার শুরু হল স্টেজে ধাড়ি ধাড়ি মেয়েদের নাচ-গানের অনুষ্ঠান। এটাই কি শিক্ষাসফরের উপহার! সোহাগ হল থেকে বেরিয়ে একদিকে চলে যায়। রাত ১২.১ মিনিটে শহীদ দিবস। বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস এসেছে। এবার বড় ভাইদের পক্ষ থেকে আদেশ আসত- ফুল দিতে হবে। কি আর করা। যেতে হবেই। সে ভাবত আমি কি কেবল এসব করতেই এসেছি। হলেও সে দেখেছে

পড়াশোনার প্রতিকুল পরিবেশ। যাক তবুও সোহাগকে নিয়মিত মসজিদে যেতেই হবে। সেখানেও সমস্যা! দেশে ইসলামের নামে কত শত তরীকা যে আছে কোনটাকে সে মানবে। বিষয়টি তাকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলত। এতদূর এসেও তাকে কোন ছাত্র বা দলের মিছিলে অংশ নিতে হয়নি। এদিকে সে যথেষ্ট নিরাপদে থেকেছে। তাদের হলে একদিকে তাবলীগ জামাআতের পদচারণা, অন্যদিকে ছাত্রশিবিরের দৌরাত্ম, কখনও ছাত্রদল তো কখনওবা লীগ। সকলে তাকে যেন হাতছানি দিয়ে নিজ দলে ভিড়াতে চায়। কিন্তু তা কেউ পারে না। কোথায় গেলে সে সঠিকটা পাবে?

কলেজ লাইফে (১৯৮৬-৮৭) একবার তার গ্রামের মসজিদে তাবলীগ জামাআতের লোক শোনাচ্ছিল কেউ যদি আল্লাহ্র রাস্তায় দু'রাকাআত নফল ছালাত পড়ে তাহ'লে ৪৯ কোটি রাকাআতের নেকী পাবে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় ১ টাকা ব্যয় করলে ৭ লক্ষ নেকী হবে। সোহাগের কথাগুলো মনে গেঁথে যায়। তাই তো পরদিন থেকেই তাদের সাথে গ্রামে দাওয়াতের কাজ শুরু করে। সেভাবে এত সহজ এবং সস্তায় এত নেকী? একদিন মসজিদে চরমোনাই পীর ছাহেবের মুরীদদের যিকির হবে। পাড়া-পড়শিরা তাকে থাকতে বললেন এবং তারা বলেন, ঐ যিকিরে অংশ নিলে তোমার কলব পরিস্কার হয়ে যাবে এবং তখন আল্লাহ তোমার উপর খুশী হয়ে জান্নাতে দিবে। মাগরিব পর সকলের মাঝে সে বসল। দু'একজন তাকে শিখিয়ে দিল- বাম হাত ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা এবং ডান হাত দিয়ে বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা শক্ত করে চেপে ধরে যিকির করতে হবে। যিকিরের ভাষা আল্লাহ আল্লাহ...ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ। হিল্লাল্লাহ হিল্লাল্লাহ অতঃপর হু হু শব্দ উচ্চারণ এবং এক পর্যায়ে অনেকে লাফ-ঝাপ শুরু করে পাগল হয়ে গেল। সোহাগ যিকির শেষে মুরীদদের বলে এ আবার কেমন সিস্টেম তোমাদের? এটাও তার ভাল লাগল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একবার তাবলীগের বড় ভাইয়েরা বলেন, চল চিল্লাতে যাই। তার আগে মারকাযে যেতে হবে তিন দিনের জন্য। এরই মধ্যে হঠাৎ সোহাগ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের দাওয়াত পায়। তাদের কথা সোহাড়ের বেশ ভালই লাগে। তবে সোহাগ ভাবে, 'এ আবার কোন দল? আমি কোন দিকে যাই'। আল্লাহ্র কাছে সে সাহায্য চাই আর বলে হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দাও। সে সময় ড. গালিব এবং অন্যান্য কয়েকজন লেখকের কয়েকটি বই পড়ে তার মাথা আরও ঘুরে গেল। কিন্তু না, সে এখানে কিছু পেয়েছে মনে করে। শুরু হলো সোহাগের জীবনের আরেক সংগ্রামের ইতিহাস। সে ইতিহাস ছিল সত্য-মিথ্যা যাচাই-বাছাইয়ের ইতিহাস। অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসার ইতিহাস। পরকালে মুক্তিলাভের জন্য সরল-সঠিক রাস্তা পাবার দুর্গম পথ পাড়ির ইতিহাস। দীর্ঘদিন পড়ালেখা ও জানা বুঝার পর সোহাগ বুঝল, 'যুবসংঘ' যে দাওয়াতী মিশন চালিয়ে যাচ্ছে এটাই সত্যের নিকটবর্তী। তবে ইতিপূর্বে সোহাগের ভীষণ ইচ্ছে ছিল 'টঙ্গী বিশ্ব ইজতেমা' দেখার। ছোট কাল হ'তে অনেকে বলে আসছে, কিন্তু সোহাগের তা হয়ে উঠেনি।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় লাইফের পূর্বের তাবলীগী ভাইদের কথা এখানেও সে শুনতে পায় যে দু'রাকা'আত নফল ছালাতের বিনিময়ে ৪৯ কোটি রাকাআতের ছালাত এবং এক লক্ষের বিনিময়ে ৭ লক্ষ টাকা ছওয়াবের কথা। তাবলীগের বড় ভাইদের কথা অনুযায়ী সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক হলে প্রফেসর (প্রয়াত) ড. মশফিকুর রহমানের নিকট উক্ত প্রশ্নের উত্তর চাইলে তিনি বলেন, 'আমি এর উত্তর দিতে পারব না'। রাজশাহী তাবলীগের মারকাযে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে সোহাগ ৩ দিন কাটালো। ভরা মজলিসে সোহাগ প্রশ্ন করল এবং এর সঠিক দলীল জানতে চাইল। রাজশাহী কলেজের সেই প্রফেসর বললেন, এর উত্তর নিতে হলে ঢাকার কাকরাইলে যেতে হবে। সোহাগ নাছোড়বান্দা। একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুজিব হলে কিছুদিন এক বন্ধুর রুমে ছিল। সেখানে মতিউর রহমান নামে আইনের এক ছাত্রের সাথে তাবলীগের কেন্দ্রীয় মারকায কাকরাইলে যায়। সেখানে সে তিন দিন সময় লাগায়। সোহাগ তার সেই প্রশ্নটির উত্তর মারকাযে বড় মুরুব্বীর কাছে জানতে চায়। সেভাবে এবার হয়ত সঠিক দলীল সহ উত্তর পাওয়া যাবে। কিন্তু না, তিনি বললেন, ভারতের বড় মুরব্বী ছাড়া এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমরা দিতে পারব না। সোহাগ বলে, হায়রে কপাল! এ প্রশ্নের উত্তর জানতে আর কত বছর? কত দূর আমাকে যেতে হবে? তাহলে শেষমেষ আমাকে কি দিল্লী যেতে হবে? এভাবে তার যেন অন্ধকার আর কাটে না। কখন সে আলোর সন্ধান পাবে। এর মধ্যে এক বন্ধু আব্দুর রবের সাথে সে রাজশাহীর নওদাপাড়ায় আহলেহাদীছের এক ইজতেমায় অংশ নেয়। সোহাগের খুব ভাল লাগে ঐ ইজতেমা এবং অনেক প্রশ্নের জবাব সে পেয়ে যায়। সে বলে, ভাগ্য ভাল! আমাকে আর টঙ্গীর ইজতেমায় যাওয়া লাগল না। তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। এখন সে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে ঐ তাবলীগী ইজতেমায় যায়। সে আল্লাহ্র কাছে তওবা করে।

আলহামদুলিল্লাহ! সোহাগ প্রকৃত দ্বীনের সন্ধান পেয়ে যায়। তার জীবন চলার সঠিক রাস্তা পেয়ে যায়। সে পেয়ে যায় অন্ধকার থেকে আলোর পথ। এখন সোহাগ ভাবে এ দেশে আমার মত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে? কীভাবে তাদের মাথা-মগজ-মন ধোলাই করা হচ্ছে! কীভাবে তাদের ইহকাল-পরকালকে ধ্বংস করা হচ্ছে! যে শিক্ষা সমাজেরও কোন উপকারে আসছে না; আবার শিরক-বিদ'আতী এই অনৈসলামী শিক্ষা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলমান দেশে অন্ত ত কখনও মানায় না। এর পরিবর্তন হওয়া খুব যরূরী। সে দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ-যুবকদেরকে এই প্লাটফর্মে আনার এবং জীবনকে ইসলামের নির্ভেজাল তাওহীদের পথে ঢেলে সাজানোর আহ্বান জানায়। সোহাগ নিজেকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণের এই পথকে জান্নাত পাওয়ার রাস্তা মনে করে। সোহাগের এখন দিবানিশি স্বপ্ন কিভাবে সে পরকালে জান্নাতে যাবে, আর কিভাবে সে তার চারিপাশের মানুষগুলো জান্নাতের পথে পরিচালিত করবে।

সংগঠন সংবাদ

ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক দাওয়াহ কনফারেন্সে 'যুবসংঘ'-এর সভাপতির অংশগ্রহণ

গত ৪-৫ই ডিসেম্বর ২০১৯ রোজ বুধ ও বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদের অধীনস্থ 'দাওয়াহ একাডেমী'র আয়োজনে তৃতীয় আন্তর্জাতিক দাওয়াহ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। 'বর্তমান যুগে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত : মূলনীতি, পদ্ধতি সমস্যা ও সমাধান' শীর্ষক উক্ত কনফারেন্সে প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রিত হন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। এ লক্ষ্যে তিনি ২রা ডিসেম্বর সোমবার ইসলামাবাদ গমন করেন এবং ৪ঠা ডিসেম্বর ইসলামাবাদের ফয়ছাল মসজিদ সংলগ্ন আল্লামা ইকবাল অডিটোরিয়ামে কনফারেন্সের ৩য় অধিবেশনে স্বীয় গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আরবী ভাষায় লিখিত উক্ত প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল منهج جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش في نشر الدعوة الإسلامية : دراسات وتحليل 'ইসলামী দাওয়াত প্রসারে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর গৃহীত পদ্ধতি : পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ'। দু'দিন ব্যাপী উক্ত কনফারেন্সে ১২টি দেশের মোট ৭০ জন গবেষক অংশগ্রহণ করেন এবং স্ব স্ব প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। কনফারেন্স শেষে 'যুবসংঘ' সভাপতি ইসলামাবাদ, গুজরাত, গুজরানওয়ালা, শিয়ালকোট ও লাহোরের বিভিন্ন মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন এবং মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের সভাপতি সিনেটর সাজিদ মীর, জামা'আতে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের আমীর আব্দুল গাফফার রৌপড়ী, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা ফ্যাকাল্টির ডীন ড. মুহাম্মাদ হাম্মাদ লাখভী, জামে'আ মুহাম্মাদিয়া গুজরানওয়ালার অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুল হামীদ হাযারভী, জামে'আ ইসলামিয়া সালাফিইয়ার অধ্যক্ষ শায়খ আসাদ মাহমূদ সালাফীসহ বিশিষ্ট বিদ্বানগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন। দশদিন ব্যাপী সফর শেষে ১২ই ডিসেম্বর তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ায় পাঁচদিনের দাওয়াতী সফরে 'যুবসংঘ' সভাপতি

গত ২৫শে জানুয়ারী ২০২০ রোজ শনিবার সিঙ্গাপুরের কামবাঙ্গানে অবস্থিত দেশটির অন্যতম সালাফী মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টার মুহাম্মাদিয়া মসজিদ কমপ্লেক্সে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর উদ্যোগে দিনব্যাপী বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুর মুহাম্মাদিয়া এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট উস্তায মুহাম্মাদ আযরী আযমান। সিঙ্গাপুর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুর 'আন্দোলন'-এর প্রধান সমন্বয়ক আব্দুল হালীম, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মুহাম্মাদ যিয়াউল কারীম, মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, মোয়াজ্জেম হোসাইন ও মুহাম্মাদ ফারূক আহমাদ। সিঙ্গাপুর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুকীতের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিঙ্গাপুর আন্দোলন-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, সহ-প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মিল্লাত হোসাইন প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিন শতাধিক কর্মী ও সুধী অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব মানবজীবনের দুটি বড় ফিৎনা তথা কামনা-বাসনা (শাহওয়াত) ও দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় (শুবহাত)-এর বিভিন্ন দিক-বিভাগ এবং সেগুলো থেকে আত্মরক্ষার গুরুত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং সকলকে জামাআতবদ্ধভাবে সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করার জন্য আহ্বান জানান। পরিশেষে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। দিনব্যাপী উক্ত অনুষ্ঠানে সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় তিন শতাধিক কর্মী ও সুধীর আগমণ ঘটে।

পরদিন ২৬শে জানুয়ারী রোজ রবিবার সিঙ্গাপুরের সেরাঙ্গুনে অবস্থিত দেশটির অন্যতম প্রাচীন মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টার আল-কাফ আপার সেরাঙ্গুন মসজিদে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সিঙ্গাপুর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুকীতের সঞ্চালনায় উক্ত বৈঠক উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুর 'আন্দোলন'-এর প্রধান সমন্বয়ক আব্দুল হালীম, উপদেষ্টা মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, মোয়াজ্জেম হোসাইন, মুহাম্মাদ ফারূক আহমাদ, 'যুবসংঘ' সভাপতি কাওছার আলম প্রমুখ। এসময় কেন্দ্রীয় মেহমান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব দায়িত্বশীলদের বক্তব্য শোনেন এবং দাওয়াতী কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। বৈঠকে সিঙ্গাপুর আন্দোলন-এর ৭টি শাখা উডল্যাণ্ড, চুয়াচুকান, জুরং ইস্ট, গেলাং, কাকিবুকিত, পঙ্গল ও তোয়াজ থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন।

সিঙ্গাপুর সফর শেষে ২৭শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয় সভাপতি ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা গমন করেন। দুই দিনের সফরে তিনি জাকার্তার প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। এছাড়া তিনি পশ্চিমা জাকার্তার দারুস সালাম মাদরাসা এবং টাঙ্গেরাং যেলার মাহাদুত তারবিয়া আল-ইসলামিয়া পরিদর্শন করেন এবং ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হেদায়েতী বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে ২৯শে জানুয়ারী বুধবার সিঙ্গাপুর হয়ে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ ২০১৯

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২-১৩ই ডিসেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর-পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনে ২দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান এলাহী যহীর ও সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম প্রমুখ। প্রশিক্ষণে সঞ্চালক

ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ। প্রশিক্ষণ শেষে উপস্থিত বক্তৃতা, কুইজ ও লিখিত পরীক্ষায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

যেলা সংবাদ

ফুলতলা, পঞ্চগড়, ১লা ডিসেম্বর'১৯ রবিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পঞ্চগড় সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ফুলতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি শামীম আহমাদের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন। আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘ, আন্দোলন ও সোনামণি'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

কুলাঘাট, লালমনিরহাট ২রা ডিসেম্বর'১৯ সোমবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমনিরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কুলাঘাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি শিহাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন। আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘ, আন্দোলন ও সোনামণি'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

জিরানী পুকুরপাড়া, ঢাকা উত্তর, ৬ই ডিসেম্বর'১৯ শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঢাকা উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে জিরানী পুকুরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক মাসিক তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করা হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি আল-আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মোস্তাফীযুর রহমান সোহেল ও সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনে'র সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও যুবসংঘের'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুর নূরসহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

কালদিয়া, বাগেরহাট, ৮ই ডিসেম্বর'১৯ রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগেরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ফুলতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কমিটি পুর্নগঠন করা হয়। যেলা আন্দোলনে'র সভাপতি মাওঃ যুবায়েরের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন। আব্দুল্লাহ আল-মাছূমকে সভাপতি এবং এমদাদুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা যুবসংঘে'র পূর্ণ কমিটি গঠন করা হয়। আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘ, আন্দোলন ও সোনামণি'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

নবীনগর, খুলনা, ৯ই ডিসেম্বর'১৯ রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোবরঢাকা নবীনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি শোয়াইবের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন। আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘ, আন্দোলন ও সোনামণি'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

যশোর সদর, যশোর, ১০ই ডিসেম্বর'১৯ রোজ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আল্লাহ্‌র দান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন। আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘ, আন্দোলন ও সোনামণি'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

জয়রামপুর, চুয়াডাঙ্গা, ২০শে ডিসেম্বর'১৯ শুক্রবার : অদ্য বেলা ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চুয়াডাঙ্গা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে জয়রামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও অডিটের আয়োজন করা হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও অডিটে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ মিলন। আরো উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হারুনুর রশীদসহ, যেলা যুবসংঘ ও আন্দোলনে'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী ২৫শে ডিসেম্বর রোজ মঙ্গলবার : অদ্য বেলা ১০-টায় বাংলাদেশ 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে তাহেরপুর পৌর দক্ষিণ পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বার্ষিক কর্মী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি যিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর এবং কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন তাহেরপুর উপযেলা যুবসংঘ সভাপতি আলমগীর শাহ, সহ-সভাপতি রেযওয়ানসহ যুবসংঘ ও আন্দোলনে'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

পাঁচদোনা, নরসিংদী, ২৫শে ডিসেম্বর'১৯ বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, নরসিংদী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কার্যালয়ে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও অডিটের আয়োজন করা হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও অডিটে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ মিলন এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ যেলা যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মাহফুযুর রহমান। আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘ ও আন্দোলনে'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ, ২৭শে ডিসেম্বর'১৯ শুক্রবার : অদ্য ৯-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কার্যালয়ে এক সোনামণি যেলা পুর্নগঠন ও যুবসংঘ-এর অডিটের আয়োজন করা হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি ফয়ছাল কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ

মিলন এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হারুনুর রশীদ। আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘ, আন্দোলন ও সোনামণি'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

বীরগঞ্জ, দিনাজপুর পশ্চিম, ২৭শে ডিসেম্বর'১৯ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, দিনাজপুর পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা বীরগঞ্জ উপযেলার উদ্যোগে নাগরী সাগরী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপযেলা আন্দোলনে'র সভাপতি হারুনুর রশীদ ও যুবসংঘের'র সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক রেযওয়ানসহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট, ৩রা জানুয়ারী'২০ শুক্রবার : অদ্য বেলা ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ ও অডিটের আয়োজন করা হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ নাজমুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও অডিটে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও আল-আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনে'র সভাপতি আব্দুছ ছবূরসহ যুবসংঘ ও আন্দোলনে'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

সোনাপুর, মহাদেবপুর, নওগাঁ, ১৬ই জানুয়ারী'২০ বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সোনাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক অডিট ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অডিট ও প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। অন্যান্যেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনে'র সভাপতি আব্দুস সাত্তার ও সাধারণ সম্পাদক আফযাল হোসাইন এবং যুবসংঘ ও আন্দোলনে'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

মাদারবাড়ী, পাবনা সদর, পাবনা, ১৭ই জানুয়ারী'২০ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাদারবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক অডিটের আয়োজন করা হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অডিটে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী। আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘ ও আন্দোলনে'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

পাঁচদোনা, নরসিংদী, ২১শে জানুয়ারী'২০ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কার্যালয়ে এক যুবসমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মোস্তাফীযুর রহমান সোহেল এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম। আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘ ও আন্দোলনে'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

কুমারখালী, কুষ্টিয়া পূর্ব, ২৪ই জানুয়ারী'২০ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কুমারখালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক অডিটের আয়োজন করা হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি এনামুল হক সবুজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অডিটে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী। আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘ ও আন্দোলনে'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া পশ্চিম, ৩০শে জানুয়ারী'২০ বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে লাউবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ ও অডিটের আয়োজন করা হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল গাফফারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও অডিটে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও সোনামণি-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম। আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনে'র সভাপতি মাস্টার আমীরুল ইসলাম, যুবসংঘ ও আন্দোলনে'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া পশ্চিম, ৩০শে জানুয়ারী'২০ বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে লাউবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ ও অডিটের আয়োজন করা হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল গাফফারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও অডিটে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও সোনামণি-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম। আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনে'র সভাপতি মাস্টার আমীরুল ইসলাম, যুবসংঘ ও আন্দোলনে'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

শাসনগাছা, কুমিল্লা ৩০শে জানুয়ারী'২০ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের শাসনগাছাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্সে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে 'তরুণদের সমসাময়িক সমস্যা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আহমাদুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও ড. আবু তাহের (সিলেট)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ওয়ালীউল্লাহ।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : হযরত দাউদ (আঃ)-এর মৃত্যুর পর কে তার স্থলাভিষিক্ত হয় ?

উত্তর : হযরত সুলায়মান (আঃ)।

২. প্রশ্ন : মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আর্বিভাবের নূন্যতম কত বছর পূর্বে হযরত সুলায়মান (আঃ) নবী হন?

উত্তর : ১৫০০ (দেড় হাজার) বছর পূর্বে।

৩. প্রশ্ন : হযরত সুলায়মান (আঃ) কত বছর বেচেঁ ছিলেন?

উত্তর : ৫৩ বছর।

৪. প্রশ্ন : হযরত সুলায়মান (আঃ) কত বছর রাজত্ব করেন?

উত্তর : ৪০ বছর।

৫. প্রশ্ন : হযরত সুলায়মান (আঃ) কত বছর বয়সে রাজকার্য হাতে নেন? উত্তর : ১৩ বছর বয়সে।

৬. প্রশ্ন : হযরত সুলায়মান (আঃ) সম্পর্কে কতটি সূরা ও কতটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে?

উত্তর : ৭ টি সূরা ও ৫১ টি আয়াত।

৭. প্রশ্ন : পিপীলিকার ভাষা বুঝতেন কোন নবী?

উত্তর : হযরত সুলায়মান (আঃ)।

৮. প্রশ্ন : বায়ু প্রবাহ কোন নবীর অনুগত ছিল?

উত্তর : হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর।

৯. প্রশ্ন : তামাকে তরল ধাতুতে পরিণত করা কোন নবীর মু'জেযা? উত্তর : হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর।

১০. প্রশ্ন : পক্ষীকুল অনুগত ছিল কোন নবীর?

উত্তর : হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর।

১১. প্রশ্ন : হযরত সুলায়মান (আঃ) বায়ুর পিঠে নিজ সিংহাসনে সওয়ার হয়ে কত দিনের পথ ১ দিনে পৌঁছাতেন?

উত্তর : ২ মাসের পথ।

১২. প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলা কোন নবীর জন্য গলিত তামার একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করেন ?

উত্তর : হযরত সুলায়মান (আঃ)।

১৩. প্রশ্ন : বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মান করেন কোন নবী?

উত্তর : হযরত সুলায়মান (আঃ)।

১৪. প্রশ্ন : রাণী বিলক্বীছ কোন রাজ্যের রাণী ছিলেন?

উত্তর : 'সাবা'।

১৫. প্রশ্ন : রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পত্র হযরত সুলায়মান (আঃ) কোন পাখির মাধ্যমে রাণী বিলক্বীছের নিকট প্রেরন করেন ?

উত্তর : হুদহুদ পাখি।

১৬. প্রশ্ন : ব্যবিলন শহর কিসের জন্য বিখ্যাত ছিল?

উত্তর : জাদু বিদ্যার জন্য।

১৭. প্রশ্ন : হযরত সুলায়মান (আঃ) পিপীলিকা সর্দারের ভাষা শুনে কি করেছিলেন? উত্তর : মুচকি হেসেছিলেন।

১৮. প্রশ্ন : হুদহুদ পাখি কোন জায়গা থেকে খবর নিয়ে আসতেন? উত্তর : 'সাবা' থেকে।

১৯. প্রশ্ন : হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর বিশেষভাবে হুদহুদ পাখির খোঁজ নেওয়ার কারণ কি?

উত্তর : ভূগর্ভের নীচে পানির অনুসন্ধানের জন্য।

২০. প্রশ্ন : হুদহুদ পাখির বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

উত্তর : মাটির গভীরের বস্তু দেখতে পাওয়া।

২১. প্রশ্ন : হুদহুদ পাখির দুর্বলতা কি ছিল?

উত্তর : যে তাকে ধরার জন্য মাটির উপরে বিস্তৃত জাল দেখতে পেতনা।

২২. প্রশ্ন : রাণী বিলক্বীছ হযরত নূহ (আঃ)-এর কততম অধঃস্তন বংশধর ছিলেন? উত্তর : ১৮ তম।

২৩. প্রশ্ন : 'সাবা' সম্রাজ্যের নামকরণ কিভাবে হয়?

উত্তর : রাণী বিলক্বীছের ঊর্ধতন ৯ম পিতামহের নাম ছিল সাবা।

২৪. প্রশ্ন : সাবা সম্রাজ্যের বর্ণনা কোন সূরায় ও কত নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে?

উত্তর : সূরা সাবা ১৫ থেকে ১৭ আয়াত।

২৫. প্রশ্ন : রাণী বিলক্বীছ কি পূজা করত?

উত্তর : সূর্যপূজা।

২৬. প্রশ্ন : হযরত সুলায়মান (আঃ) হুদহুদ পাখির বর্ণনা শুনে কি করেন? উত্তর : 'সাবা' রাজ্যে পত্র পাঠালেন।

২৭. প্রশ্ন : সুলায়মান (আঃ) পত্রে রাণী বিলক্বীছকে কি নির্দেশ দিয়ে ছিলেন?

উত্তর : আত্মসমর্পন করার।

২৮. প্রশ্ন : রানী বিলকিছ সুলাইমান (আঃ)-এর পত্রের জবাবে কি করলেন?

উত্তর : উপঢৌকন পাঠালেন।

২৯. প্রশ্ন : রাণী বিলক্বীছের উপঢৌকন প্রেরনের পর সুলায়মান (আঃ) জিনদের কি আদেশ দিলেন?

উত্তর : রাণী বিলক্বীছের সিংহাসন নিয়ে আসতে এবং আকৃতি বদলে দিতে।

৩০. প্রশ্ন : হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের ঘটনা কোন নবীর সময়ে ঘটে ছিল?

উত্তর : হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সময়ে।

৩১. প্রশ্ন : হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয়কে আল্লাহ তা'আলা কোথায় প্রেরণ করেন? উত্তর : বাবেল শহরে।

৩২. প্রশ্ন : মৃত্যুর পরেও কোন নবীর দেহ স্থির ছিল?

উত্তর : হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর।

৩৩. প্রশ্ন : হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয়কে আল্লাহ তা'আলা কি উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন?

উত্তর : নবুঅত ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর জন্য।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিকৃত মোট চা বাগানের সংখ্যা কত? উত্তর : ১৬৭ টি।

২. প্রশ্ন : বর্তমানে বাংলাদেশে মোট হাইওয়ে থানা কয়টি?
উত্তর : ৩৬ টি।

৩. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে পৌরসভা কতটি? উত্তর : ৩২৮টি।

৪. প্রশ্ন : দেশের ৩২৮তম পৌরসভা কোনটি?
উত্তর : বিশ্বনাথ (সিলেট)।

৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশ রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমী কোথায় অবস্থিত? উত্তর : হালিশহর, চট্রগ্রাম।

৬. প্রশ্ন : সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কবে কার্যকর হয়?
উত্তর : ১লা নভেম্বর ২০১৯।

৭. প্রশ্ন : জাতীয় ঐতিহাসিক দিনের সাথে সমন্বয় করে নতুন বাংলা বর্ষপঞ্জি কার্যকর হয় কবে?
উত্তর : ১৭ই অক্টোবর ২০১৯।

৮. প্রশ্ন : ১৬ই অক্টোবর ২০১৯ উদ্বোধন করা কুড়িগ্রাম থেকে সরাসরি ঢাকাগামী আন্ত:নগর ট্রেনের নাম কী?
উত্তর : কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস।

৯. প্রশ্ন : ব্লাষ্ট রোগ ও লিফরাইট প্রতিরোধী বাউ ধান ৩ উদ্ভাবন করেছে কোন বিশ্ববিদ্যালয়?
উত্তর : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)।

১০. প্রশ্ন : দেশের প্রথম ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ প্লান্ট কোথায় অবস্থিত? উত্তর : মোংলা, বাগেরহাট।

১১. প্রশ্ন : দেশের বৃহত্তম পানি শোধনাগার কোনটি?
উত্তর : পদ্মা (জশলদিয়া) পানি শোধনাগার; লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

১২. প্রশ্ন : দেশের প্রথম হাইব্রিড বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় স্থাপিত হচ্ছে? উত্তর : সোনাগাযী, ফেনী।

১৩. প্রশ্ন : ফেনী নদীর উৎপত্তি কোথায়?
উত্তর : খাগড়াছড়ি যেলার পার্বত্য এলাকায়।

১৪. প্রশ্ন : ষষ্ঠ জনশুমারী ও গৃহগণনা কবে অনুষ্ঠিত হবে?
উত্তর : ২৮ই জানুয়ারী ২০২১ সাল।

১৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার কে?
উত্তর : মুহাম্মাদ হানিফ উদ্দিন মিয়া, তার জন্ম ১ নভেম্বর ১৯২৯ নাটোরের সিংড়ার হুলহুলিয়া গ্রামে। ১১ মার্চ ২০০৭ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৬. প্রশ্ন : বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে যুক্ত হতে যাওয়া নতুন দু'টি ড্রিমলাইনারের নাম কী?
উত্তর : সোনার তরী ও অচিন পাখি।

১৭. প্রশ্ন : ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল-এর নামকরণ করে কোন দেশ?
উত্তর : পাকিস্তান।

১৮. প্রশ্ন : পাট থেকে ঢেউটিনের আবিষ্কারক কে?
উত্তর : ড. মোবারক আহমেদ খাঁন। পাট দিয়ে তৈরী বলে এ টিনের নাম জুটিন।

১৯. প্রশ্ন : বাংলাদেশে উদ্ভাবিত পাতা পেঁয়াজের নাম কী?
উত্তর : বারি পাতা পেঁয়াজ-১।

২০. প্রশ্ন : 'পেঁয়াজের ভান্ডার' বলে খ্যাত কোন স্থান?
উত্তর : পাবনার সাঁথিয়া উপজেলা।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : ২৬শে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত কতজন মুসলিম মহাকাশে যান? উত্তর : ১১ জন।

২. প্রশ্ন : International Year of Peace and Trust কোন সাল? উত্তর : ২০২১ সাল।

৩. প্রশ্ন : নেলসন ম্যান্ডেলা শান্তি দশকের (Nelson Mandela Decade of Peace) সময়কাল কত?
উত্তর : ২০১৯-২০২৮ সাল।

৪. প্রশ্ন : United Nations Decade on Ecosystem Restorstion সময়কাল কত?
উত্তর : ২০২১ সাল।

৫. প্রশ্ন : ২০১৯ সালের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সক্ষমতা প্রতিবেদনে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তর : সিঙ্গাপুর।

৬. প্রশ্ন : স্বর্ণ উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তর : চীন।

৭. প্রশ্ন : রৌপ্য উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : মেক্সিকো।

৮. প্রশ্ন : ২০১৯ সালে শান্তিতে নোবেল পুরুস্কার লাভ করেন?
উত্তর : আবি আহমেদ আলী।

৯. প্রশ্ন : ১লা অক্টোবর ২০১৯ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
উত্তর : ক্রিস্টিলিনা জর্জিয়েভা; বুলগেরিয়া।

১০. প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক মহাকাশ ষ্টেশনে (ISS) যাওয়া প্রথম আরব দেশের নাগরিক কে?
উত্তর : হাজ্জা আল মনছুর; সংযুক্ত আরব আমিরাত।

১১. প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক ইসলামী জাদুঘর কোথায় অবস্থিত? উত্তর : দোহা, কাতার।

১২. প্রশ্ন : ১ কিউসেক পানি সমান কত?
উত্তর : ২৮.৩১৮ লিটার।

১৩. প্রশ্ন : সিরিয়ার সঙ্গে তুরস্কের সীমান্ত অঞ্চলের দৈর্ঘ্য কত?
উত্তর : ১২০ কিলোমিটার।

১৪. প্রশ্ন : বর্তমানে ভারতের রাজ্য সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ২৮টি।

১৫. প্রশ্ন : বুগেনভিল বর্তমানে কোন দেশের একটি প্রদেশ?
উত্তর : পাপুয়া নিউগিনি।

১৬. প্রশ্ন : ২০১৯ সালে অক্সফোর্ডের বর্ষসেরা শব্দ কোনটি?
উত্তর : Climate Emergency।

১৭. প্রশ্ন : ২০১৯ সালের বৈশ্বিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

১৮. প্রশ্ন : ২০১৯ সালের বৈশ্বিক দানশীলতা সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।

১৯. প্রশ্ন : ২০২০ সালে ৩৬তম আসিয়ান সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে? উত্তর : ভিয়েতনাম।

২০. প্রশ্ন : জম্মু ও কাশ্মীর পূর্নগঠন আইন ২০১৯ কার্যকর হয় কবে?
উত্তর : ৩১শে অক্টোবর ২০১৯।